Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at. Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

no.31 VIKRAM KAHINI.
Kavya in Bengali script.
pages 1 to 79.
fairly good condition.

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

31

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

শোনা কর্ণ ॥ অথ বিক্রমাদিত্য রাজার কাহিনী নিরূপণে : । একদিন সব পাত্র সভাতে বসিয়া । চারিদিকে দেবগণ বসি হেরে বেড়িয়া ॥ ;
অপ্সরা বিদ্যাধরী আরো দিন সুরপতি । আজি নৃত্য কর দেখি ডাকেন সুরপতি উর্বশী লেগে নাচাতে ঘৃতাচী অপ্সরী । এইরূপে অনেক নাচে
তারিণী সুন্দরী । দেবতা গন্ধর্বগণ দেখেন হরিষে । দোষী সুদর্শন গন্ধর্বগণ কামভাবে রাগে । দোষী দেখিয়ে ইন্দ্র হইল মৃত্যু লোচন । রুদ্রবাক্যে
কুরবিকারে নবধন । অজ্ঞানের যোগ্য তোমা নর দৃষ্টে মতি । গাধা হইয়া জন্ম তুমি লয় বসুমতী । শুনি বা গন্ধর্ব জেন আঁখি ধারাতর ;
কৃপা হস্তে অনুগ্রহ কর পুরন্দর । অপরাধ ক্ষেম মোর সংশ্লোচন । নিস্তার [illegible] হয় [illegible] । তত্ত্বাদি মুক্ত হইয়া আসি
এইখানে । দয়া করি দেবরাজ চাহ মোর পানে । শুনিয়া যে শুব দেব প্রসন্ন হইয়া । শাপাবিমোচন দিলা উপায় বলিয়া । [illegible]
অনুনয়ে । দিব মোক্ষ গাধা রাজা উভাদের পাবে । [illegible] মেন কন্যা বিভা দিবেন তোমায় । গাধা দেহ ত্যাগ [illegible]

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

রাগ ধানশী :। অথ বিক্রমাদিত্য রাজার কাহিনি লিক্ষতে ।। একদিন সুরপতি স্বর্গেতে বসিয়ে ।। চারি দিগে দেবগন বসিছে বেড়িয়ে ।। অপ্সরি
গানে বাদ্য দিন সুরপতি ।। আজ নৃত্য করে মেনিজ তেজ যুবতি ।। উর্ব্বশী আমনকা নাচে ঘৃতাচি অপ্সরি ।। এইরূপে আনন্দে নাচিছে বিদ্যাধরি ।।
দেবতা গন্ধর্ব্বগন দেখেন হরিষে ।। দেখিয়া গন্ধর্ব্বগন কামভাবে হাসে ।। দেখি এক হয় যুক্ত হইল সহস্রলোচন ।। রক্তবর্ণ চক্ষু করি কহেন
১ বচন ।। এ স্থানের যোগ্য তুমি নহ দুষ্টমতি ।। গাধা হইয়া জন্ম তুমি লয় বসুমতি ।। শুনিয়ে গন্ধর্ব্বসেন কান্দিয়ে কাতর ।। কৃপা দৃষ্টে ১
অনুগ্রহ কর পুরন্দর ।। অপরাধ ক্ষেম মোর সহস্রলোচন ।। নিশ্চয়ে জাইব মাত্ত নাহয়ে খণ্ডন ।। কতদিনে মুক্ত হইয়া আসিব এখানে ।।
দয়া করি দেবরাজ চাহ মোর পানে ।। শুনে ওষ্ঠ স্বামী স্বর্গের প্রসন্ন হইয়ে ।। শাপ বিমোচন দিল উপায় বলিয়ে ।। ধারাসেন রাজার ঘরেতে
জন্ম নাবে ।। দিবসেতে গাধা রাত্রে নিজ দেহ পাবে ।। ধারাসেন কন্যা বিয়া দিবেন তোমায় ।। গাধা দেহ ত্যাগ হলে আসিবে হেথায় ।। ত্রিপদী ছন্দঃ ।।

শূরসেনরাজে নিয়া : দির্ব্বসরোবর পাশ্যা : গাবী কপেরাক্ষেন তথায় : হারিনাসে দ্বিজবর : আইলা সেই সরোবর : গাবী দেখে দেখি
যাতনায় : শুনশুন ব্রাহ্মণ : মোর এক নিবেদন : যাহ তু শূরসেনের নিকটে : কন্যাগণের বিবাদিতে : কহিবে আমার সাথে : যদিনে পাড়িবে সংকটে :
। দ্বিজত্ত্ব রাজার : কহে আশীর্ব্বাদ করি : শুন রাজা এক নিবেদন । নগরের বাহিরেতে : সরোবরে আচম্বিতে : গাবী এক সর্ব্বগুণ ক্ষণ ।
আমারে দেখিয়া কয় : শুন দ্বিজ মহাশয় : যাহ তুমি রাজার সভায় । তাহার কন্যার সঙ্গে : বিভা হয়েন দেব বাক্যে : গাবী হবে আমার
উপায় : শুনে রাজা উপহাস : কহিলে দ্বিজের তাস : জ্ঞান কেন হইয়াছে রাজন : ক্রোধে কহে মহীপাল : দুই চক্ষু করি লাল : দ্বিজ বল্যা
ক্ষেমিনু সকল : সভার বাহির হবে : দিন সেই ব্রাহ্মণের : ছিঁড়াগিয়া গাবীরে কহিল : দেখ শূরসেন বীর : সভাসদে আছে ধীর :
সারি সেই বাণী শুনে সকল : সভাসদ শিখ্যা তায় : রাজা তারে দোষ কয় : মাজত নহে রাজার । পাঠাইনু ব্রাহ্মণেরে : হেমমানকে
তারে : কুবুদ্ধি খাটে জে বুদ্ধি তার । যাহ তুমি শীঘ্রগতি : কহ শূরসেন প্রতি : তার কন্যা বিভা দিবে মোরে । সভাসদ খাসে

ক্ষেপ্য

২ যায় : নৃপতি কৃপা করিয়া : সত্যে কৈল হরি দ্বিজবর । গাধি কৈল উজ্জ্বল করি : বাচ্ছে বিনা সিংহাসন নাহি : রাজার উৎপত্তি মৃত্যু কাল ।
আপনার তপ তাপ : কন্যা লইয়া বিবাহ দেয় : পাইবে তারে প্রাণ টিবে যন্ত্রণা ইহা শুনি পাপনর : লোক যথা আছে সবর : রুদ্রসেন
এ পাইল শুনি । পাত্র মিত্র সঙ্গে লয়ে : আপনার কথে গিয়ে : গাধিরে জিজ্ঞাসে নৃপমণি । গাধি কহে জগৎ জ্যোতি : তুমি কোন মহা
মতি : দয়া করি দেহ পরিচয় । না জানে করেছি দোষ : ক্ষেমা কর মোরে রোষ : বলে কত অনেক বিনয় । গাধি বলে শুন রায় :
দিয়ে নিজ পরিচয় : আমি জিনা গন্ধর্বের সখায় : গন্ধর্ব জগতে খ্যাতি : তপোবনে সতী পতি : নাম যে গন্ধর্ব সেন রায় ।
একদিন শীব পাতি : বশীযা অমরাবতী : নৃত্য করি বারে আজ্ঞা দেয় । নৃত্য কৈল বিদ্যাধরী : কাম শরে আসি হেরি : দেখি শাপি ২
সেন সতী বায় । গন্ধর্ব সেনের কথা : শুনে রাজা হেট মাথা : কহে শুন শুন মহাশয় । তুমি যে গন্ধর্ব হয় : গাধি রূপে জগৎ ময় :
মোর কি সে হইবে প্রত্যয় । শুন্য একশর নয় : চারি দিগে গড় হয় : লোহার সহস্র বেড়িয়া । চারি টি দরজা হবে : প্রত্যেক হইবে তারে :
পারে কন্যা দিব সমর্পিয়া । শুনি গাধি আশ্বাস পাণ : ইন্দ্রের স্মরণ কৈল : দেবকারিকর সঙ্গে দিল । বিশ্বকর্ম্মা সিখ জায় : নিশি

পদ্মবর্গ ২

মধ্যে গড় হয়ে। চারি দিগে দ্বার মানোহর : দরোজায় দারিভানে : আচিত প্রভাতো ধানে : আন নীত সকল সহর : সাধু কবি সেই কালে : তাহা
আছে সেবকাল : ইশ্বর স্মার ও বিন সিয়া : পাইয়া অমরা বাত : এনা মিনাসাটি পাতি : নিজবাসে চলে দ্রুত হয়া : ।। এতা তেজ উঠিয়া তব
সেন হৃদয় ।। যথাকিন কবি নেন আপন সহর ।। চারি দিগে গড় দেখি রাজা চমৎকার ।। মনো হর দেখেন গড়ের চারি দ্বার ।। নিশ্চয় ভাবিল মনে
এতো গর্বা নয় ।। ইন্দ্রের গন্ধর্ব হয়ে নাহিক সংশয় ।। রানির নিকটে রাজা গেলেন অন্দরে ।। কহিলা বৃত্তান্ত সব রানীর গোচরে ।। শুভ দিনে দাসেদা
সিগন সাথে দিয়া ।। রাজার নিকটে কন্যা দিল পাঠাইয়া ।। গন্ধর্ব বিলাস হইল কন্যার সহিতে ।। নিতু মালা দিল কন্যা রাজার গলেতে ।। রাজার গলা
র মালা কন্যা গলে পরি ।। সবর্ব খানে কন্যা রাখিল সঞ্চারি ।। নিশি ভোগে [illegible] দেহ গন্ধর্ব পাইয়া ।। কোতুক কন্যার প্রতি কহিলে হাসিয়া ।। তোমার
পিতারে কহ প্রতি করি দিতে ।। শুনি কন্যা কহিলেন রাজার সাক্ষাতে ।। শুনি রাজা আজ্ঞা দিল বনাইয়া দিল ।। নিশি ভোগে ।। সুমোত গন্ধর্বসেন সেখানে রাইছে
নে ।। নিশি ভোগে নিজ দেহ গন্ধর্ব ধরিয়া ।। কন্যার সহিতে করে রতি রস ক্রিয়া ।। চির দিন বিবাহে তা পত্ন হইল ।। নিতায় মদনানল নিজিতাল

আছিল কন্যা রেখা নামা পরম সুন্দরি ।। গন্ধর্ব্বে তো পানে রতি দানে তারে করি ।। কত দিনে সেই দাসী হইল গর্ব্ববতী ।। দশ মাস দশ দিনে প্রসবে যুবতি ।।
সন্তান জন্মিল এক পরম সুন্দর ।। দেখিতে জন্মিল জেন হইল মনোহর ।। কন্যা দিত্য নাম দিল গন্ধর্ব্বের পতি ।। দিনে দিনে বলবান হইল সন্ততি ।। রবাদিনা
সেই রূপে গন্ধর্ব্বের্দ শ্বর ।। তব নামে সক বলে প্রাচীরী জিতব ।। বিক্রম পাইবে দশ সত গজ পাতি ।। এক রূপে সম্মান হইবে মহীপতি ।। রাজকন্যা
৩ সহ নিত্য নিশিতে বেরাব ।। কত দিনে বিদুবান হইল তাহার ।। নিশিযোগে বিদুর কন্যা গন্ধর্ব্ব কাবিন ।। রাজার অন্তঃপুরী বিতারে গর্ভবতী হইন ।।
একদিন পাত্র মিত্র সহিত রাজন ।। কন্যারে দেখিতে গেলা জামাতা সদন ।। কন্যা বোলে সুন পিতা অসন বারতা ।। নিশিযোগে নিজ দেহ পাইব ৩
জামাতা ।। রাবিদের পাড়ে আছে নিবাসে আমার ।। এই দুঃখ হৃদয়েতে জাগে অনিবার ।। শুনি অনুচরে আজ্ঞা দিলেন রাজন ।। রাবিদের বাসা হোলো
জেতে দুজন ।। বাসা রাবিদের তারা দিলে জানাইয়া ।। গন্ধর্ব্ব কহেন তবে রাজারে ডাকিয়া ।। শাপান্ত হইল মোর শুন নরপতি ।। যেই রূপ আজ্ঞা দিলে
ছিনু সুরপতি ।। তব কন্যা গর্ভবতী হইয়া ছে রাজন ।। মোহাবন পরা এমন জামাতা নন্দন ।। দোহাতে বিবিধ দশ মত হস্তির বল ।। সসাগরা পতি হবে

বিক্রম আদিত্য নাম দিনাম ইহার ।। কন্যা লইয়া পান ওজ্রসেন আপনার ।। যষ্টপদি ।। :।। রাজা ওগ্রসেন : করে অনুমান : সুনিয়া গন্ধর্ব
ত্রাস : কন্যাগর্ভ রতি : হইবে সন্তুতি : ইথে মোর হবে সর্বনাস : ভাবিয়া নৃপতি : ডাকি নিসাপতি : আজ্ঞা দিনা নৃপবর : কন্যার নিবাসে : রবেচা
রিপাসে : চৌকি দিয়া নিরান্তর : হইলে সন্তান : আগে মোর স্থান : বারতা জানাবে আসি : সুর ওঁ সত্যারি : থাকি সেসর্ব রি : জানিয়া বহিবে বসি :
আজ্ঞা সিরেধরি : সকল প্রহরি : চৌকি দেয় চৌদিক দ্বারে : কন্যা পাইয়া ভয় : হইয়া বিস্ময় : ভাবিয়া উপায় করে : মুসল আঘাত : গর্ভের নির্ঘাত :
করিয়া ভেজিল প্রান : প্রসবে সন্তান : দ্রুতের পয়ান : কহিল রাজার স্থানে : জান্মিল কুমার : সুন দন্ডধর : কন্যা জৈয়া নিম প্রান : উচিত জাহয় :
কর মোহাসয় : তবে আজ্ঞা রাজা বান : সুনিয়া রাজনে : হইল প্রজ্ঞান : কন্যার সোক সাগরে : আপুনি নৃপতি : ডাকি সিঘ্রগতি : সন্তান সঁপেরা
নিরে : আপন সন্তান : করি স্নেহজ্ঞান : পালন করিল রানি : হইল সময় : আনি দ্বিজচয় : অন্ন দিনা নৃপমুনি : যত দ্বিজগেন : করিয়া গনন :
নাম দিয়া গেল সুতে : বিক্রম আদিত্য : হবে বাদিসত্য : রাজা হবে ক্ষিতি বিতে : দ্বাদস বং সব : হইল কুমার : বিক্রম আদিত্য রায় : সকাদিত্য
সাদে :।

পাৎ২

নিত্য স্নেনেবক্তে : রাজা দেখ্যা সুখ পায় : হইল কিতাকান : দেখিয়া ফুলান : ঘটক পাঠাইয়া রাজা : সর্ব্ব সুনক্ষনা : কন্যা বিচক্ষনা : আনাইল
মহাতেজা : কৌত্তন্য রাজার : কন্যা সাবিত্তার : সকল দিত্য কিনা দিব্বা : নাম তিনত্তমা : আমতির রমা : দুইজনে শোভা হইল ॥ উত্তম নগরে
আসিলেন রবিপাড়া ॥ দুই নাতি উপযুক্ত সোম মহামতি :। জেষ্ঠ নাতি সকল দিত্য দিয়ে রাজ্যভার :। তপ সন্যায় রানরাজা হইল আনুসার :।
উদ্যান নগরে সকল দিত্য হইল রাজা :। প্রজার পালন করে রনে মহাতেজা :। তিনত্তমা সঙ্গে সদা থাকেন অন্দরে ।। অবিচার হয় রাজ্যে প্রজা
৪ ডরে মরে ।। কেহ বলে রাজা জদি থাকি তবে তাই ।। অবশ্য রাজত্ব রাজ্য কিছু সাজে নাই ।। এহি কথা পরস্পর কহে প্রজাগন ।। ৪
কিকমথা দিয়ে কহে রাজার সদনে ।। সুনি রাজা বার দিন রাহির দেওানে ।। প্রজাগন পালন করিল পুস্যতানে ।। হেথায় অক্তরে রানি গোসা
ঘরে গিয়া ।। সুয়ে রহেন তিনত্তমা বিমর্ষ হইয়া ।। নিসিযোগে অন্তরে গেলেন মহিপাল ।। গোসাঘরে সুয়ে রানী সুনিলেন পান ।। মিনতি করি
রাজা রানীর প্রতি দুঃখ বর ।। ক্ষেমা দেও মাত কিছু এসো বাসাঘর ।। কাগতি মিনতি বহু করিল রাজনে ।। না সুনিল রাজা রানী রাজার বচন ।।

পাত্রবীরে রাজা বলে ক্ষেমা কর মোরে । তব আজ্ঞা হইলে ফিরিয়া যাইব বাহিরে । প্রসন্ন হইয়া তবে কহে গোহমা কহ । বিক্রমাদিত্যে তোমা কর মহা
শয় । তবে অন্ন জল খাব তোমার মন্দিরে । না বিবসে ভিক্ষার কারণ নৃপবরে । হৃষ্টমুখে হেসে আজ্ঞা দিলেন নৃপপতি । বিক্রমাদিত্যে
জানু আছে বসুমতি । শুনিয়া বিস্মিত হৈলেন মহামতি । অন্তর্বাহ্যে চলে গেল বিক্রম নৃপতি । রহিলেন গিয়া এক মহাজন ঘরে । সকল
দিলে রাজ্য করে উজ্জ্বল নগরে । সেই মত অন্তরে থাকেন দিবানিশি । সেই রাজ্যে তপস্যা করেন একাদশী । শুনে তুষ্ট হইয়া দ্বিজ হবের
ঘরনী । দিব্য এক ফল হস্তে দিলেন জননী । এই ফল খাও দ্বিজ হই রে অমর । ফল পাইয়া দ্বিজ গেল রাজ্যের সদনে । প্রাঙ্গণী শ
নিয়া কহে আপন স্বামীরে । এই ফল তুমি গিয়া দেহ নৃপবরে । শকা দিবে রাজারে দিলেন সেই ফল । নৃপতি রাখিল ফল প্রিয়ো
মাস্ক্রণ । মিরমোর নামে এক খোঁড়ার দারগায় । মাগ্য তুমি কল বানি দিলেন তাহায় । তাহার সঙ্গে যাসি নগরে বেশ্যারে । মি
রমোর সেই ফল দিলেন তাহারে । সে বেশ্যা ভাবিল ফল মোর যোগ্য নয় । শকা দিতে দিল ফল ভাবিয়া হৃদয় । নগরে বাস্যা নেবা
জা সকল স্থানিল । শ্লোক এক পাঠ করি হাসিতে লাগিল । শ্লোক । য়াং চিন্তয়ামি সততং মযি সা বিরক্তা সাপ্যন্য মিচ্ছতি জনং স জ

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

অসম্ভব কলঙ্কে পরিতু ষ্যাতি কাটি দন্ত। ধিক ওষ্ঠ লেহ্য মদন ওষ্ঠ ইমাপ্ত মাপ্ত ।। জাবে চিন্তা কবি সদা সে বিরত মোরে । তাতে পীরিত যাতে
সে যেবত জন্মান্তরে । যামি যাবে নাতাহি সে কবে মোক্ষ জোগ । এক বাণ দেখ বাজা সভা কাবে দোষী । ধিক বিপ্র ধিক রাণী ধিক দম্পতি ।
ধিক ধিক বেশ্যা ধিক ধিক মোর মতি ।। ধিক ধিক মদনে সহিতে পঞ্চবাণ ।। ধিক রতি যে দোহ রক্ত মোর আছিষ্ঠান ।। একবার কনন ইয়া চলিল রথ
ক্ষুরে ।। বাণীরে কহিল সে ইকল দেহ মোরে ।। সম্ভ্রম আনিলে হে কন আমি আজ যাই ।। বাণী বলে আমি যাইয়াছি তাহা নাই ।। বাহিরে কবি
৫ যা কন দেখো আমে আনিবে ।। নম্রতি হইয়া আনিহে মাথা করে ।। ক্রোধে কত বক্র চক্ষু হৈল নৃপবর ।। তিন ওমা ক্রোধে কহিলেন দন্তধর ।। ৫
বনবাসে পাঠাইয়া দিলেন তাহায় ।। আয়ে ব্রত ষ্টি সে লোক সর্বত্র পাঠায় ।। বিক্রমাদিত্যে আনি ডাকিলেন নৃপবর ।। শকাদিত্য পরমেশ্বর
নাশে রাজ্য করে ।। একদিন পাশা খেলা হইল কহনা ।। ক্রোধে কবি শকাদিত্যে বিক্রম কাটিল ।। শকাদিত্য কাটিয়া বিক্রমাদিত্য রায় ।।
ক্রন্দন পণ্ডিতগণ আনিয়া সভায় ।। শুভদিনে রাজা বসিলেন রাজ্য পাটে ।। পাত্র মিত্র লোকগণ আজ্ঞা মতে খাটে ।। বিক্রমাদিত্য রাজা উজ্জ্বল

প্রজাগন স্থায়ী সব থাক হয়ে অনন্তরে ।। ২৩ তেইশ শক সহস্র দিন্য সেইরাজ্য পালে ।। চব্বিশ সাকেতে রাজা বিক্রম প্রপালে ।। দেবদ্বিজ ভক্ত রাজা
বিক্রমাদিত্য ।। দানধ্যান তপজপ করে রাজা নিত্য ।। ব্রাহ্মণ হত্যা পাতকেতে হইবারে ত্রাণ ।। তীর্থ পর্য্যটনে রাজা করিলা পয়াণ ।। রাজার বিহনে
রাজ্যে হইল উৎপাত ।। খনা বিষ্টি বিনা মেঘে হয় বজ্রাঘাত ।। হইল অকাল মিত্তু রাজার রাজ্যেতে ।। অধর্ম্ম সঞ্চয়ে জিব কুকর্ম্ম পাপেতে ।।
সস্য না হইল রাজ্যে হইল মন্বন্তর ।। দুঃখ পায় প্রজাগন বড়ই কাতর ।। এই রূপে সেই রাজ্যে কত দিন যায় ।। রাক্ষসী আইল এক তয়ং ..... ।।
সমস্ত দিনেক এক সভা মধ্যে আসিয়া ।। পুরীতে নাবিল ক্রোধ বিচার করিয়া ।। এভাবে রাক্ষসী সব প্রজাগন খায় ।। পাপ মিত্রগন দেখা হইল
বিস্ময় ।। কোন স্থানে আগুন দিয়া পোড়ায়ে প্রজারে ।। কোন স্থানে হস্তি হইয়া দন্তেতে বিদারে ।। কোন স্থানে সিংহ হইয়া ছাড়ে সিংহনাদ ।।
হইল রাজার রাজ্যে বড়ই প্রমাদ ।। এই রূপে রাক্ষসী সব রাজ্য ছিনা লিন ।। পাপ মিত্র ভাড় হত্যা মান বিচারিল ।। গ্রাম প্রতি পাঠক করিল নিরূপন ।।
স্বীকার করিল মানে প্রজাগন ।। গ্রাম প্রতি একজন রাজ্যে রাজা হয় ।। নিশিযোগে রাক্ষসী সমস্ত তারে খায় ।। পুরিয়া না দিতে পারে
সমস্ত ভোজন ।।

রাক্ষসী নাশিতে হবে তাহারে এক্ষন ।। এইরূপ হয় নিত্য উজ্জয়িনী নগরে ।। গ্রাম প্রতি একজন রাক্ষসী সংহারে ।। ত্রিপদি ।। বিক্রমাদিত্য রায় :
পুণ্যবান মহাশয় : তীর্থ করি করেন ভ্রমন : গোদাবরী কাবেরীতে : স্নান করি আনন্দেতে : স্নান পূজা করি তর্পন : নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী : শুদ্ধ ক্ষেত্র
হরদ্বারি : গয়াতে করিল পিণ্ড দান : গদাধর চরনেতে : প্রনামিয়া জোড় হাতে : বারানসী কাশীতে গমন : প্রয়াগে পুনর্ম্মির : চলিলেন নৃপবর :।।
৬ প্রভাস পুষ্কর তীর্থ আদি : বদরিকা আশ্রমে গিয়া : কামদেবকে প্রনামিয়া : শিব দুর্গা স্তব স্তোত্র বিধি : উপ্ত হইয়া দিনবর : দেবদেব ত্রিপুর :
শিব শিবা বাস একত্তরে : হর সমাগম বাক্য স্থিতে : পুন পুনর্ব্বার পাঠ : এক হাতে পালিবে সতারে : দেবতাগণ আর নর : ভক্তি বক্ষ বিস্তারব : জিনিতে ৬
নানাবিধ বেশ মায় : ভোজন সমস্যা দিবে : অনাথা পেটভরে দিবে : দশদিক করিবে বিজয় : বিন্দাবন মথুরায় : বাজী তোলে কে রবায় : জয়নগর
গোবিন্দাই : রামের কতা নূতন্য : রাজা সুতা মইন্যা ; দেখি থানতের সীমানাই : দ্বারকায় যদুমনি : দ্বারকায় সোতে বা ক্ষিনি : দেখি বারানসী
নাম করিয়া : হাপা মিন সরিবে : আনন্দিত অবপাতে : স্তোনি দত্ত অনেক বান্ধিয়া : উপ্ত হইয়া নৃপবর : চলিলেন সিন্ধু তব : দক্ষিন মুখেতে
নীলাচলে : শুভদ্রা বলাই সাথে : প্রনামিয়া জগন্নাথে : স্নান কৈল শ্বেতগঙ্গাজলে :

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বিক্রম খাদিতে রায় : নীলমাধবের কৃপায় : ধনাম্বিয়া গুমে গড়াগড়ি । বটবৃক্ষে আনি দিয়া : সমুদ্রের ধারে গিয়া : জগন্নাথ চন্দনের
পড়ি ॥ প্রসাদ ভোজন করি : উজ্জ্বলের অধিকারী : পঞ্চাশ বেষ্টন দিয়া যাও । বিশ্বাবসু তথা ছিল : রাজা তারে ধন দিল : জি
জ্ঞাসিল রাজ্যশের নাম ॥ রাজা দিল পরিচয় : রাজ্যশের দয়া হয় : রাজ্যশ বিজয় বিখ্যাদিল । রাজ্যশে জিনিতে নারে : হেন বিখ্যা
নৃপবরে : বিশ্বাবসু পাঞা পাইল । যত তীর্থ ক্ষিতিতলে : কহিলেন অবহেলে : দেশে রাজা করিল গমনে । প্রথমতঃ মহানদী : দেখি
রাজা গুণনিধি : বিশ্রাম করিল সেই স্থানে ॥ ক্রান্তির মকরগণ : মাংস হিংসে অনুক্ষণ : সেই জলে কার ভোগে যায় । নিশাকাল
উপস্থিত : রাজা হৈল নিদ্রাগত : শব দেখি শিব রাজাকে কয় ॥ যেই মড়া ভেসে যায় জলে : চারি রত্ন তার স্থলে : আছে এক মানিক
রতন । আকাজ্জি কেন হেথা : বুঝিয়া আমার কথা : শব টান্যা উঠাইয়া দেন । পঞ্চ রত্ন সেই নরে : আমি মাত্র আর শবে : মানি
রাজা উঠি যায় বসিল । কত ক্ষণে নদী জলে : শব ভাসে যায় জলে : রাজা দেখি হৃদয় ভাবিল । ধূনা মনে লোক হিয়া : নদী জলে চি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

৭ সবেরে চায় নৃপবর : পক্ষ কত তার পাসে : রাজা নিল মোহ হয়ে : সিবা সব খাবেন সত্তর : অনু পান হইয়া সিবা : দেখে কর্ম্ম অসম্ভবা :
সদায় হইয়া নৃপবরে : কাইন হবে কজায়া : ধরিয়া মনুষ্য কায়া : পসু বাধ্য পারবু ঝিবারে : আমি পুন দিনু বর : ক্ষিতি তনে মাহিস্বর :
হবে তুমি সসাগরা পতি : ডাক্ষকর্ণ বিখ্যা বরে : জানিলা বিশেষে : সিংহকা খ্যগ তোহ প্রভৃতি : বুঝিবে পসুর কথা : ধাবি বিত্ত এক হাতা :
মতোন হবে মহিপাল : পুন মিয়া হৈমবতি : রাজা চলে সিঘ্রগতি : উত্তবিনা নগর উদ্ধাটন : আপন রাজ্যেতে গিয়া : রাজা হৈল ক্রমে হই
ল : এমন হইয়া রাজ্য মাঝে : ভূমিতে থাকিতে রায : একজন সীনিতে পায : জিগিযা রিতিসয় মহারাজে । পাপে রাজ্য নাবি পুর্ণ : ৭
প্রজা রাইয়া হে চন্দ্র : সো কাজন সাক্ষুক সীগন । প্রাক্ষনের গৃহে গিয়ায়ে বৃত্ত বিজ্ঞ হেয়া : আয়্যা সিণনাকর একজন । শুন
শনকে লোসাখি : এ রাজ্যে কি রাজা নাই : দ্বিজ বণে থাকিতে ও নাই । বিক্রম আদিত্যে জেণ : জাম্ব পর্যন্ত চলে গেলো : রাজ্য রবি
রাজ্যে এলে নাই । রাক্ষসী খাসিয়া দেশে : শুনশুন সবিশেষে : গ্রামে গ্রামে রাজ প্রেক জন । সমস্ত্যা রাক্ষসী দেয : নাসারিনে
তারে খায : নিনি যোগে অবস্থা মরন । রাজা শীনে কথ তারে : ওয়া কি রা রাক্ষসি রে : দ্বিজ বণে আজি যেতে

রাজা বলে ভয় নাই: আমি যাব তার ঠাঁই: প্রভু মোর কেহ না হইতে রে ।। দ্বিজ বলে মহাশয়: আর্কিলেহ ধর্ম্ম নয়: মোর লাগি যাবে তোর প্রান ।। এ দেহে
তে বিরোকন: ময় গেলে ভূমণ্ডল: খোয়না হইবে ত্রিভুবন ।। রাজা বলে ঘর ছাড়ে: যাইবা ব্রাহ্মণী হাতে: ইথে আপনা হইকি তোমার ।। পরউপকার হবে এ দেহ
নাসাবে জাবে: আজি দেহ সফল আমার ।। শুনি সব প্রজাগন, রাজাকে দেখিয়া কহেন, সামান্য মানিস্য এ ইনয় ।। শুনেন হরিদ্রা আনি মাখাইন দ্বিজ আনি:
বা: মন্ত্র যাজ্ঞে সাজায় ।। রাজ হস্তি আইন তথা, রাজাকে কাইন হথা: পাত্রা মিত্র দেখিয় সকল ।। আমি রাজ্যে রাজা হেন: রবে মোর আজ্ঞা … তনে:
সকলে হরষে জেন চলে ।। মনি হইয়া মাত গনে, হরিষ বিসাদ মনে: অমনি বাইন রাজ বাড়ে ।। হস্তি প্রবেশ আর হিয়া মহা আনন্দিত হৈয়া রাজা হইল বা
ভাব রাজ পাটে ।। পাদ হস্ত ।। রাজা হৈয়া রাজা বাসিলেন রাজ পাটে ।। পাত্র মিত্র প্রজা দাণ্ডাইন করপুটে ।। অতি যেই রাজা … দ্বিজ গান ।। রাজ …
সোদিনা দ্বিজ স্তুতি করিন ।। স্তুত রাজা গায়ন তার মাহাত্ম্য লক্ষন ।। ক্রিম আদি যে রাজা ভূর্য্যন ভুবন ।। পাত্রা মিত্র জমাদুটে রাজিল আসনে ।। দেও খানের আজ্ঞা
দিন ক্রিম রাজনে ।। প্রজা বলে পাত্র সাম্ত প্রস্তুত হইবে ।। এক মোন খর প্রীতি সিয়া আনা হইবে ।। …হাগান মাহিস মেষী গোড়ায় বিস্তর ।। : ।। :

পায় সাহস মেপে হয়হ পাঙ্খব ॥ সুতেতে আজি সকল পশুরে খত্র হবে ॥ পোড়াস এখানা যোত্ত গতের উতরে ॥ নাকরিনে রাজদণ্ড হইবে সত্তার ॥ আজ্ঞা মাত্র সবদুরে হইন
তইযারে ॥ সমস্তে ॥ বিসবাজা বাজাসিংহাসনে ॥ বিচার করিলা বত্যাজন্ত প্রজাগনে ॥ সন্তুষ্ট হইন প্রজা বিচার শুনিয়া ॥ পুনরাগে গেল রাজা এপুরে চলিয়া ॥ সয়ন
পালঙ্কে রাজা সয়ন করিল ॥ মাত্র প্রভু বাক্ষসীকে দেখিতে বাহির ॥ হেনকালে বাক্ষসী আসিয়া উপাস্থিত ॥ বলিসংজ্ঞা সামনে দেখিয়া হরাসিত ॥ উঠরা গীনরাজা
তারে তুমি কোনজন ॥ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ ভুতগন ॥ বাক্ষসী কহিন আমি হই পিশাচর ॥ রাজা বলে আমি তোমায় মনে ভয় করি ॥ বাক্ষসী বলিন আমি তোমা
৮ রক্ষ করি ॥ যেমতে জিজ্ঞাসুন করি সমস্যা সোলক ॥ চারি প্রহরে তে চারি সমস্যা পুরিবে ॥ না পারিলে মৃত্যু আজি মোর হাতে হবে ॥ রাজা বলে সমস্যা কিরুক ৮
দিনা পরে ॥ বাক্ষসী শ্লোক কহেন দোবরবহুরি ॥ শ্লোক ॥ পৃথিব্যাং গুরুতরা কাচক উচ্চো গগনান্না দাপি তুলাত লঘুতর কাচ কিংশ চলে: পবনাং পর: ॥ ১ ॥ পৃথি
বী অধিক গুরু হয় কোনজন ॥ গগন হইতে উচ্চ কোন মহাজন ॥ তৃনের অধিক লঘু কোন মহাশয় ॥ পবন অগ্রেতে কোনজন চলে জায় ॥ রাজোবাচ ॥ শ্লোক ॥
পৃথিব্যাং গুরু আমাতা ॥ পিতা চ গগনা দাপি তুলাত লঘু ত্রিয়া চিন্তা পবনাং তথা চলে তেমন: ॥ পৃথিবী অধিক গুরু হয়েন জননী গগন হইতে ॥ পিতা উচ্চ মনে গনি
তৃন হৈতে লঘু হয় ভিক্ষুক যেজন ॥ পবন অধিক হয় মনের গমন ॥ সমস্যা পুরিয়া দিল বিক্রম ভুপাতি ॥ তুষ্ট হইয়া বাক্ষসী কহেন রাজা প্রতি ॥ এসুতারে

বুঝিলাম হৃদয়ে পাণ্ডিত ॥ মাগ্যেদেব্য অনেক করেছে পারি মত ॥ এত বলি রাক্ষসগণি এখন সয়ত্নে ॥ অন্তর্হয়্যা নিশা চরী গেল স্থানান্তরে ॥ প্রথম প্রহরে
নিশা গত্য হইমাত্র ॥ অর্দ্ধরাত্রে রাক্ষসী আসিয়া উপাস্থিতে ॥ বসিয়া আছেন রাজা দেখি নিশা চরী ॥ প্রনামিলা রাক্ষসীরে কর জোড় করি ॥ আর :
এক সমস্যা কহিতে নিশা চরী ॥ শুনি তে লাগিল উদ্দুলের অধিকারি ॥ শ্লোক : ॥ রাক্ষস্যুবাচ ॥ কিমমুং পান্ত তে ধর্ম্ম: কথং ধর্ম্ম: প্রবর্ত্ততে ॥ কথং
বাস্থাপিতো ধর্ম্ম: কথং ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥ কোন কর্ম্মে হয় কহ ধর্ম্মের উৎপত্তি ॥ কিসেতে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম হয় মহামতি ॥ কোন কর্ম্মে ধর্ম্মের স্থাপন
বা হয় ॥ কোন কর্ম্মে ধর্ম্মে বিনাশ বা হয় ॥ : ॥ রাজোবাচ ॥ শ্লোক : ॥ দয়া যা: স্থাপিতো ধর্ম্ম: সত্যে ধর্ম্ম: প্রবর্ত্ততে ॥ ক্ষমযা স্থাপিতো ধর্ম্মো
লোভে ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥ ৪ ॥ দয়া যদি থাকে ধর্ম্ম থাকেন স্থাপিত ॥ সত্যবাক্যে ধর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় চিত ॥ ক্ষেমায স্থাপিত ধর্ম্ম শুনহ রাক্ষসী ॥ লোভে
ধর্ম্ম নাশ হয় শুন লো রূপসী ॥ শুনে নিশাচরি নৃপ উত্তরে তুষ্ট হয়্যা মহানন্দে মোর মেথ পায় স্বার্থ মেথে ॥ সেসময় অন্তর্দ্ধান হৈল নিশাচরি ॥ তৃতীয়
প্রহর হৈল গগনে সর্ব্বরি ॥ পুনরায় রাক্ষসী আসিয়া উপাস্থিত ॥ প্রনাম করিল রাজা হয়ে হৃষ্টচিত ॥ পুনঃ এক সমস্যা দিলেন নিশাচরী ॥ শুন কহিয়া

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

পূনেন উজ্জ্বল আহিহার ॥ ॥ শ্লোকঃ ॥ কোশৌ নাম মহারাজঃ প্রাসাদে তব বিনাদে ॥ হারাকাম দুষ্যা ধেনুঃ সন্তোষ জনবং মনঃ ॥ কোন কর্ম্ম হৈনে রাজা মহা
রাজ হয় ॥ কেসে কৈরব বিবাদি কহ মহাশয় ॥ বোল রাজা কাম ধেনু হয় কোন জন ॥ কিবা ওষ্ঠ খাইলে সন্তুষ্ট থাকে মন ॥ রাজোবাচ ॥ শ্লোকঃ
ধর্ম্মতঃ পাল্যতে রাজা প্রাসাদে তব বীনদী বিদ্যা কাম দুষ্যা ধেনু সন্তুষ্টে আত্মনি তুষ্যতি ॥ ধর্ম্ম পালে বিদিত আছে যে নৃপবর ॥ আমা দেশের নদি খ্যাত
চরাচর ॥ বিদ্যা হয় কাম দুষ্যা ধেনুর সমান ॥ আত্মা তুষ্ট মন তুষ্ট জানিবে প্রমাণ ॥ ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হয়্যা পায় যায় যায় ॥ তৃতীয় প্রহর নিশা ॥
৭) অবশেষ গান হয় ॥ সেই রাশি সময় আসিয়া উপাস্থিত ॥ এ নাম শুনিয়া রাজা হইন বড় ভিত ॥ ব্রাহ্মণী সমস্যা এক কহিল রাজায় ॥ সমস্যা শুনিয়া রাজা ৭)
আনন্দ হৃদয় ॥ শ্লোকঃ ॥ দিবা বিত্তে স্থিতা কেতো রাত্রৌ সন্তর তেন দীং ॥ এতৎ কৃতং বাস্তিতা গৃহজান ভুক্ত প্রদঃ ॥ দিবসেতে কাকের ডাকে তে
মূর্চ্ছা হয় ॥ রাত্রিকালে কান্তা তবে নদী পার হয় ॥ না বিকি কুম্ভীর দোষ নৃপবর ॥ নাহয় তাহারে কেন কাম্ভিরের ডর ॥ শুনি রাজা সমস্যা পুরয় নোষে =
দাসী তুষ্ট হয়্যা সুখি আসিন সেবাকশ্মী ॥ শ্লোকঃ ॥ রাজোবাচঃ ॥ দুষ্টা স্ত্রীর পতি গোহে হকি রাবেন মূর্চ্ছিতি ॥ বায়ে হামে নদি পারং হবঃ প্রাম জনা

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

পরকীয় রতি আগে যায় রাজপুরী ॥ হাকের ডাকেতে মূর্চ্ছা হয় সেই পুরী ॥ শাস্তিরের ভয় হৈতে হরিদ্রা মাখিয়া ॥ নাসি যোগে যায় রাত্রি বাদিপার হৈয়া ॥ সমস্তা
পুরিল রাজা বিক্রম কেশর ॥ শুনিয়া রাক্ষসী হৈল বড় হর্ষিত ॥ থাপুন মহিষ মেষ সকল খাইল ॥ পায়স পিষ্টক খায়্যা তুষ্ট হইল ॥ রাক্ষসীরে জিজ্ঞাসা করিল
সুমুনি ॥ কতদিন আয়ু মোর তব মুখে শুনি ॥ রাক্ষসী কহিল শুন উজ্জ্বলের রায় ॥ চারিলাখ পাঁচ বর্ষ তিন মাস আয় ॥ তের দিন আছিল তোমার পরমাই ॥ রাজা
বলে বর দেহ মাগি তব ঠাই ॥ এক মাস বেশি পরমায়ু মোর হয় ॥ কিম্বা পঞ্চ মাস হৈম কহ মহাশয় ॥ নিশাচরি বলে ইহা না পারি করিতে ॥ রাজা বলে তবে মোরে
খাইবে কিমতে ॥ রাজার রাক্ষসী হৈয়া মহাতুষ্ট হৈয়া ॥ বিপদে স্মরিলে আসিব আসিব বাহুড়িয়া ॥ যোগাসন দিয়া নৃপতিরে দিল দান ॥ কহিল বসিয়া হৈয়া
জীবে জন্মস্থান ॥ তোমার বাটিতে যাব কোন ভয় নাই ॥ রাক্ষসী বিদায় হৈল নৃপতির ঠাই ॥ রাজার পরমায়ু ॥ ৪২৬ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥ : ॥ পালঙ্কেতে মহারাজ
শয়ন করিল ॥ প্রাসি জেগে বলে রাজা নিদ্রায় রহিল ॥ দণ্ড বেলা হৈল হেনই সময় ॥ অম্বরে সুধাংশু রাস আসিয়া উদয় ॥ কিছু কিছু আসিয়া সে স্থান
সুক্তহরে ॥ মনুষ্য বসিয়া দেখে পালঙ্ক উপরে ॥ তুষ্ট আনন্দ হৈয়া পাত্র মিত্র জাগাইল ॥ পাত্র মিত্র আনুতাপ করিতে লাগিল ॥ সেই কালে উপস্থিত হৈল বিজবর

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

দেওয়ান পাঠাইয়া তারে রাজার গোচর ॥ দ্বিজ আনিয়া আশীর্ব্বাদ রাজারে করিল ॥ প্রণাম করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিল ॥ না আইল দেওয়ান হারস্থান পাশ মোর ॥
বৃত্তান্ত ইহার কিছু জান দ্বিজবর ॥ দ্বিজ বলে বারুণী তে পেয়েছে তোমায় ॥ ইহা তারি পাছাদিয় রাখিলো হেমায় ॥ কিমতে বাচিলে তুমি কোন মহাজন ॥ ঃঃ
পরিচয় দেহ মোরে শুনহ রাজন ॥ পাছির বৃত্তান্ত সব দ্বিজে শুনাইল ॥ বহু ধন আর শুন রাজা দ্বিজ বরে দিল ॥ দ্বিজ মুখে সকলে পাইল সমাচার ॥ তেঁই আর
জন ~~[illegible]~~ আহার ॥ গুবাক কদলি নারিকেল জায়ফল ॥ তেঁই নয় ছেটী [illegible] বারে চলিল সকল ॥ তেঁই দোষী তুচ্ছ রাজা হরিস অন্তরে ॥ তেঁই
১০ বা দিলেন রাজা নগরে নগারে ॥ সুমেশ্বর করহ সকল প্রজাগন ॥ বারুণীর ভয় নাহি শুন সর্ব্বজন ॥ পুত্রবত থাক সতে আমার রাজ্যেতে এইমত ১০
[illegible] আদিল আমেতে গ্রামেতে ॥ ইন্দ্রের সভায় নিত্য নৃত্য হয় গান্ধর্ব্ব কিন্নর দেখে ॥ অমর অনেক ॥ গীত নাট্য জত কত অপ্সর কেবা লেখে ॥ গন্ধর্ব্ব সভায় ॥
হুহু নামনয় বাস্তু সভার ততয় ॥ স্বরূপ সুরূপা কুরূপ সুরূপা ইত্যাদি নিয়মে হয় ॥ নৃত্য দেখে সর্ব্বাকারে দই বেশ্যা তাহা সাজ্জিতে পারে ॥ নর্ত্তকি হাল নীঃ
ইন্দ্রের নাচনী ॥ চক্ষেতে চাহিল তারে ॥ ছেলে তাল তথ্যা ইন্দ্রে দেখে বর্ণ কোরে রক্ত বর্ণ আখি ॥ তাহ কারণেতে নাচনী যোড় করি পানি ॥ ব্রহ্মা পানি কোরে দেখি ॥

লঘুত্রিপদী ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কি দোস আমার : অমর ইস্বর : বিচার করিতে হয় : তুম্বের তনয় : কামো তা বে চায় : তেঁই তার অংশ যায় : শুনি বজ্রপানি : কহিছেন বানী :
বত্রিশ গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি । কাষ্ঠ হৈয়া রবে : থাক গিয়া তবে : হেদেবে পাপিষ্ঠ মতি । বত্রিশ কোণ্ডর : মিনতি বিস্তর করিল সব পাণ্ডবে :: ।
কত দিনে মুক্ত : হব শচী নাথ : থাকিব এখন পুরে । শুনি দেব রাজ : কহে সভা মাঝ : কাষ্ঠ হবে সকলেতে । তাতে সিংহাসন : কি
রিয়া নির্ম্মান : পাঠাব মর্ত্ত্যে লোকেতে । বিক্রম ভূপতি : রাজা মহামতি : ক্ষিতিতে হয়েছে রাজা । এই সিংহাসনে : বসিবে রাজ
নে : বলবান মহাতেজা : যতদিন জীবে সেবা তু হরিবে : এই সিংহাসনে বসি : আর্দ্ধেক পালেতে : মুক্ত হবে তাতে : রাজা হবে স্বর্গবাসী : তাহার ন
ন্দন : সেই সিংহাসন : রাজত্ব করিবে তায় : সেই পাপ তায় : হইবে কষ্টায় : ইহাতে নাহি সংশয় । তাহার পশ্চাতে : থাকিবে মাটিতে : সেই হবে
মুক্ত পাপে : উর্দ্ধ নগরে : হবে দণ্ডধরে : ভোজ নামে এক নৃপে : মৃত্তিকা হইতে : উঠাইয়া তুমি তাতে : আনিবে নিজ আলয় : উঠিবে বসিতে : রাজ
ত্ব করিতে : বিশেষ করিবে তায় : কহিবে বাজায় : বুঝিয়া বিষয় বিক্রমা দিত্যের কথা : নিজ দেহ পায়্যা : আসিবে চলিয়া : কপালে লিখাছে বিধাতা :

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

মুনি সকলেতে : যোগীতে যোগীতে : কাষ্ঠ হয়ে যেন কায় : বিশ্বকর্ম্মা আনি : কহেন যুড়পানি : ।সিংহাসন হেথায় ।। আজ্ঞা শিরে ধরি : কাটাচিরাচির : ।সিংহাসন
বানাইল : বত্রিশ প্রমান পাশে পুত্তলি সারি : নির্ম্মান করিয়া দিলো : যোগ্য সিংহাসন : আদিত্যনন্দন : হরষিত হৈল মনে : দেবতা রিন্দ্র : গেল নিজ ঘর : বিদায় হয়্যা
তখনে :।। পদবন্ধ ।। শুন সিংহাসন স্বর্গে ছিল ।স্থির কাল :। যেরূপে পাইল রাজা বিক্রম ভুপাল ।। একদিন সুরপতি বাসী সিংহাসনে ।। নর্ত্তকী গানের আজ্ঞা =
১১ দিলেন রাজনে ।। রম্ভা উর্ব্বশীতে নৃত্য আরম্ভ করিল ।। মৃদঙ্গ পাখীর প্রায় নাচিতে লাগিল ।। সভা সুশোভিত হৈল সেহতু দোহায় ।। সুরপতি সকলেরে
কহিল ডাকিয়া ।। কেবা ভালো নৃত্য করে আমার সভায় ।। হেনকালে নূতন নামে গন্ধর্ব্ব তে কয় ।। গন্ধর্ব্ব সেনের বেটা বিক্রম আদিত্য ।। সেই বিনে এ বার্ত্তা কহিতে ১১
নারে সত্য ।। সেই গন্ধর্ব্বরে আজ্ঞা দিল সুরপতি ।। আনি গিয়া আন স্বর্গে বিক্রম ভুপতি ।। আজ্ঞামাত্র লোকে গন্ধর্ব্ব চলিল ।। উজ্জনে আসিয়া নৃপতিরে জানাইল ।
শুনি রাজা গন্ধর্ব্বেরে প্রনাম করিয়া ।। স্বর্গে গেল গন্ধর্ব্বের রথেতে চড়িয়া ।। ইন্দ্রের সাক্ষাতে দাণ্ডাইল যোড়হাতে ।। কহিবারে আজ্ঞা তারে দিল সচীনাথে ।।:
নৃত্য করিবারে রম্ভা উর্ব্বশী বিস্তারে ।। রবে তাথৈ নাচে দোহে মোনিমনহরে ।। বিক্রম আদিত্য কহিলেন যুড়পানি ।। কে বা ভাল নৃত্য করে এ দুই নাচনী ।।:।

মধ্যে৩

রাজা হন মোর সাক্ষী নারিব কহিতে ॥ ইন্দ্র কিন কহ তায় নাহি রহে চিত্তে ॥ রাজা হন দেহ এক্ষু ভ্রমর আমায় ॥ অর্দ্ধ তাহার দেহ জেন আজ্ঞা বহয় ॥ সেই দণ্ডে রতি স্থানে ভ্রমর আনায়্যা ॥
সমর্পিল নৃপতির আনন্দিত হয়্যা ॥ বক্তা উর্ব্বশীর স্তনে ভ্রমর দংশিল ॥ দংশনেতে উর্ব্বশীর তাল ভঙ্গ হৈল ॥ পুরন্দর প্রতি কহিল বিক্রম ভূপাল ॥ বক্তা উর্ব্বশীর কুচে উত্তম রসাল ॥
তুষ্ট হইলা দেবরাজ রাজার কথায় ॥ সিংহাসন দিল ইন্দ্র বিক্রম রাজায় ॥ বস্ত্র অলঙ্কার দিলা রত্ন ভূষণ ॥ এই রূপে পাইলা রাজা সিংহাসন ॥ গান্ধর্ব্বেতে আন দিল
উজ্জ্বল নগরে ॥ সেই সিংহাসনে বসি রাজা রাজ্য করে ॥ নবরত্নে নির্ম্মাল বিচার রাজ সভা ॥ ধন্বন্তরি ক্ষপন হামর সিংহ শোভা ॥ বেতাল ভট্ট খর্পর আর কালী
দাস ॥ বরাহ মিহির রাজ সভায় প্রকাশ ॥ অনুমতি হল্যা বিভা করিল রাজন ॥ তার গর্ভে পুত্র হইল অতি বিচক্ষণ ॥ নাম দিলা দ্বিজগণে রাজার কুমারে ॥ বালি যা বিক্রম
সেন খ্যাপিবে সংসারে ॥ দশদিক জয় কৈল বিক্রম আদিত্য ॥ সিংহাসনে বসি রাজা রাজ্য করে নিত্য ॥ এই রূপে মহিপাল রাজ্য করে বহু কাল ॥ আয়ু সেষ হইল রাজার ॥ ~~[illegible]~~
ডাকি তাল বেতালেরে ॥ আজ্ঞা দিল নৃপবরে ॥ দরশন হইব অমর ॥ সপ্তস্বর্গ দেখাইবে ॥ উজ্জ্বলে পুন আনিবে ॥ প্রতিজ্ঞা করহ দুইজন ॥ শুনি তাল বেতালে [illegible]তে ॥
কহে নৃপতির সাক্ষাতে ॥ এই কোন বিচিত্র ঘটন ॥ চক্ষু মেলি না চাহিবে ॥ যতক্ষণ উর্দ্ধে যাবে ॥ চাহিলে হারাইবে জীবন ॥ দেবলোক দেখিতে ॥ রাজার হইল মন ॥ স্বর্গ ॥
পথে নৃপের গমন ॥ নব যোজন পথেতে ॥ রাজার হইল চিত্তে ॥ চাহ্যা দেখা আনুক্ষণ ॥ চক্ষু মেলি চাহে রায় ॥ তাল বেতাল রেহায় ॥ কহ শ্রম আর [illegible] ॥

এপাদি ৪

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ধনাযুনাহিত্যার : এদেশ স্কাঁদার : বড়সুখে দিবলা ফেলাইয়া : বাজা হবাইন থান : পাড়িলেন কোনস্থান : কেহনাহিজানে বিবরিয়া : পিতা যাব নাযাইন : হেন মনে :
বিচারিলা কাশমাত্তি করিলবাজার : বাজাহৈয়া উজ্জলে : সুখরং প্রজাপালে : ধনেধন্যে শোভয়ে সংসার : পিতার যে সিংহাসন : সুক্তি মুক্তে শোন : অন্তে সিংহাসন =
: বায়ুহিরে : আযুশেষ হৈল তার : স্বর্গে কৈল অন্তসার : ভোজরাজা হৈল তারপরে : সকল ব্রাহ্মণ মেলে : রাজটিকা দিলা ভালে : বসাইলবাজ সিংহাসনে : সুখরংপ্র
জাপালে : ধনেধন্যে সরবলে : এইরূপে গত কতদিন : পরে কুন দিয়া মন : সদাগরের নবান : উজ্জলবাজ্যেতে করিবাস : সাতডিঙ্গা সাজাইয়া : চলে মোহদাই
১২ বাথ্যা : পুনহ সম্পর্ব হৈতিহার্থ : দেবর তেঙ্গযথাহা : কেহচুটি পারে তাহা : সদাগর যুক্তি বৃত্তে : জয়সদাগর বাসে : মাহিষী দোষ যাহালে : এতবাস ১২
শেষ্ঠা তোমারেতে : এতবোলে : বেসম হৈল এজন্মে : ফিরিযা আইল : যদ্যপি তেঁহোমাইবেন : শুনিয়া মহিষী কয় : মাযথা কো মহাশয় : বিদেশেবা কিবা প্রয়োজন ॥ :
পদবোঁঙ হয়ে দেয : বর্ণ্ন ভোজন হয় : সদ্যা হৈল অন্তর ভিতর : পালঙ্কে সুরূল ওত : বাসঙ্গে পুলকিত চিত : নারিসঙ্গে রত্নক্রীড়া করে : সে বিষম রতিরঙ্গ : হায়
নারিস্পর্শ হয় দণ্ড পূর্ববৃত্তিরস : সদাগরের বাহিয় : শেমাদেত মহাশয় : এত্মমোহি হইন অবস : সহজে যুবতেজাতি : নিত্য নিত্য নূতন রতি : গর্ব্ভবতী হৈল =
সুন্দরি : সন্তান জাগিনতায় : এই মাস ভুতরয় : পূত্রিবারু শীমতে বিশুবী : সুযাকন্যা হৈল হয় : আটবর্ষ গত হয় : কন্যাদেয় পোষিল পালনে : ধারেব বাক্যাপি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সদাগর হয় দুঃখী : পদ্ম পাছায় নিত্যা নিকেতনে ; থার সব সদাগর : নিমিপত্র নিজ ঘর : পাছা হৈল মনিষ্য দ্বারে : কালীদত্ত আসিউ স্থানে : ঘরে ঘরে পদ
দিলে : সদাগরে দেখিন হেথায় : তুতরনে আসিদত্ত আরে ; কর্ম্ম মোর ছিল ঘরে : তেই আগে এসেছি বাড়িতে ; তত হাতে দিয়া পাতে : কালীদত্ত বিস্মৃতমতি : পুনর্থা
মাসেই পাইনে ; সেখানে দোখিতে পায় : কালিদত্ত বিনয় করয় : কহিতে হৃদয়ে বাসিত্ব ; তুমি দিলে পদ্মলেবে : গেনা মতো মার ঘরে : সেমা দোষী বিস্ময় মুখে
র : স্বামী সদাগর কয় : মানতে হয়ে বিস্ময় : কি আজি তো ফিরা মোর ঘরে : চারি পাঁচ সদা পাবে : বসে বিবেচনা করে : তাড়াতাড়ি বিকি কিনি করে : মিনিসর
সদাগর : বেরায় পৌছিল ঘর : সেই সদাগর গেল ঘর : এতবারে কেষ্টা : এতোয়ার তার নেষ্টা : পুন গানে ডাকান সত্বর : বাড়িল বিষম দ্বন্দ্ব : সদাগর মনে
দ্বন্দ্ব : জানা হৈল তোজানু পাতিবে : সেই দাদা পাছে খু বায় : হতোর লইয়া জায় : দেখে দোষী খুঁত পাতি চাওবে : এতবারে একি দায় : একেটা কে মহাশয় : আমার
সংসার বাবানে মোর : জাকনে মোর স্থগনে : আপনার বিষ্ণু মান : জানি জাবো কেবা সাধু চোর : ভূপের হাওয়ান গৃহ : সদাগর প্রতি কন : দুষ্ট মতি ছাড়ি আপনার :
শিরিজাতে সদা পাবে : সাক্ষি দিন দরবারে : মিথ্যা কয়ে বা কোন পাম্মর : সিরা হৈল পাইনেকী : হৈল আমাদের মান্যে : হেরা বেনা ডিয়ে আনবা : রাজা তারে
একি দায় : হরিবয়ে কিউ পায় : তার হৈল আদালতে কর : নিত্য দোহে এসে জায় : নিষ্ঠা তিনারি কহয় : দেখে এক দেবের খাটন : উর্জ্জন নগর মাঝে : ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

বাখানেরাখোন গোচে : মাচে বেদি করিয়া নির্ম্মান : বিক্রম আদিত্য রায় : রাজা হইলেন তায় : নিচে সে বর্ত্তিসা সিংহাসন : কোনক্রমে প্যারা
ডা হৈয়া : পাত্রমিত্র সঙ্গে নং মুস : আদানন্দ হবে বিচক্ষন : শুন আর সদাগরে : মিত্র থানা গোনা করে : রাখালের রাজাড়া হিতায় : কেন মিত্র রাজবাড়ি :
বাটী যায় তড়াতাড়ি : কোন হায়ে কিহ মোহাপাপ : সাদাগর সরকথা : ওতাতে হারি লেন তথা : রাখালের রাজা হাঁহা হয় : একদণ্ড তারি যদি : করে দি বিচার বাদি :
গোজুহ গুপ্ত রাজা দিহয়া : জানাইল সাদাগর : আশ্রা দিল গুরুতর : পাখালী মিরামান রাজায় : এই দুই জন প্রিতি : আমি রাখালের পতি : উচিত করিবে যাহা হয় :
৩ সেই পর হাতে লয়া : হাজির হইব গিয়া : দুত সদাগর দুইজনে : কেবা দি হাজির হয়া : কহে সব বিবরিয়া : রাখালের রাজার সদনে : আমি ছিলাম প্রবাসে ১০
তে : এসে মোর আল যেতে : আমন হারিছে প্রবরাড়ি : যে আমার শ্রিমন্তিনী : সে বোলে তোকে নাচিনী : একি বিপরীত বড়াবাড়ি : শুন বলে মিথ্যা সব : এহি
কিসা অসম্ভব : এক্ষণ উজ্জ্বলেতে বাস : হনি বলেন মোর বাড়ি : করিতেছেন বাড়াবাড়ি : উচিত বিচার কর পাছে : রাখান হাজির তারে : আনাইলা খালি ঝাপি :
সদাগরে কহিল কাঁদিয়া : নারি কিম্ব দুইজন দি : ইহার বিচার বিধি : দুইজনে শুন মন দিয়া : নারি জিম্মা জার হবে : ঝাঁপির মধ্যেতে জাবে : তবে জানি সত্য বাক্য তার :
দুতরাজে ভালো হলো : মিছে নেড়া খুঁচে গেল : এই কোন পিচিশ আমার : ঝাঁপি মধ্যে ঢুকে গেল : কেহ ঝাঁপ ঢেকে দিলো : মোরে ঝাঁপি সতার মধ্যেতে :

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

[illegible]মায়ে আশীর্বাদিয়া : সদাগরে সাথেতে লইয়া : কোটাল জাবায় হস্তবাসে : মুনিরাজা ভোজরায় : উপহাস করিয়া কয় : কি আশ্চর্য্য অসম্ভব কথা : তুমি রবে অবকল্প
কুসুমনে হইতনা : গুপ্তে জালে : ভুতের বারতা : সদাগর নারি সেতা : সুমেরু হইতে নিডানয়ে : সুচে গেল মানে বনবাস : উর্জ্জয়িন নগরে বাসি : সুখে নিশি
সুপ্রকাশ : তারপর শুন হইতে হাস : পদ হন্দ :। নক্ষপতি নামে এক ছিল সদাগর :। উর্জ্জয়িনী নগরেতে প্রকারে শিবা শুর :। মগধ নগরেতে শোভাবতি
কবিতে :। প্রাকাকিনি সেইবানে করে থানা কুতে। মগধে শশধর কাইলেন সদাগরে :। বিদ্যাধান তাইথা চার্য্য যা ন্যাদেহে মোরে। উর্জ্জয়িন নগরে হরি দ্বিজ
বনগান। বিদ্যাধান নাম তাকে জানে সর্ব্বজন। সেই দ্বিজে আনাইয়া দিল সদাগর। তারে নফা জজ্ঞ কেনা অপূর্ব্ব পাশ্বর। কামনা হইল
পুত্রজন্ম বর্কনেতে। সাতটী মানিক রাজা দিন দ্বিজ হাতে। উত্তম দেশিয়া একাদিন রাসাবাড়ি। বহু অর্থ প্রচুর করিয়া দিল কড়ি। পারেন কি পতি
কেন দেশে আগমন। মানিক তাহার হাতে দিলেন ব্রাহ্মন। সাতটি মানিক দিবে আমার পিতারে। দেশে এসো সুদাগর কত দিন তরে। দ্বিজের
বাউত সেই মানিক নাদিয়া। বন নোতে সদাগর বাহ্মন হাপা সা :। দাড়ঁমাঝিগনে খুস দিল সদাগর। মিথ্যা সাক্ষি দিল বনে। সিখানো বিস্তর।
কতোদিন পরে দেশে আইল ব্রাহ্মন। পিতারে বলিল দুঃখ পাতে কি কারন। সাতটি মানিক দিয়া ছিলাম তো মারে। নক্ষপতি সদাগর রাজে

মে২

দ্বিজ বলে সে মাণিক না দেয় আমারে ॥ বিশ্বাস আছে কি বলি জানিনে অন্তরে ॥ বিমুখ হইয়া তবে দ্বিজ বিজ্ঞাবান ॥ ও তিন্নাপুর ধায়ে নৃপতি বিজ্ঞাবান ॥ দ্বিজ বলে সদাগর একেমন
কর্ম ॥ না দিলে মানিক্য হেন নাহি বুঝি মর্ম ॥ সদাগর বলে তাহা দিয়াছি আমি ॥ একেমন কথা বিদ্যাবান কহ তুমি ॥ বিজ্ঞাবান বলে তুমি রাখ গো আপনা ॥ এক্ষে
সে দ্বিজ মর্মে বাড়িল হাজিত্যা ॥ নালিস করিলে দ্বিজ সদাগরের নামে ॥ উজ্জ্বল নগরে ভোজ নৃপতির স্থানে ॥ লোক দিয়া সদাগরে ডাকাইয়া নৃপতি ॥ বিচার করেন ভোজরাজ
শুদ্ধমতি ॥ দ্বিজ বলে থাকি আমি নগর বাহিরেতে ॥ সপ্ত মানিক্য দিয়াছি নাম এর হাতে ॥ এবে মোর নাহি দিয়া কহিছে আপনি ॥ উচিত বিচার কর শুন নৃপমণি ॥ সদা
১৪ গর বলে আমি দিয়াছি মানিক্য সাক্ষী আছে দাড়িমাজি এক বণিক ॥ তবে সাক্ষী দিল করে যুক্ত করি ॥ দিয়াছে মানিক বটে এই নৃপতি ॥ দ্বিজ বলে ১৪
মিথ্যা সাক্ষী দিল সর্বজন ॥ উচিত বিচার কর শুন রাজন ॥ এই রূপে কত দিন থানা গোনা হৈয়ে ॥ পুন সেই দ্বিজ পেরা মা নেরা মেলা করে ॥ বামানের রাজা ডাকাইল সর্বজনে
শুনিল বৃত্তান্ত সব বিজ্ঞাবান স্থানে ॥ বামানের রাজা বলে জানাও রাজায় ॥ এ বিচার করা দিতে অলেক্ষন নয় ॥ দ্বিজ গিয়া জানাইল রাজার গোচরে ॥ শুনিয়া আচার্য্যে
রাজা জানিল অন্তরে ॥ কেবা দিয়াছে আমি পরাইল নৃপবর ॥ বিচার করিতে হইল রাজার গোচর ॥ দ্বিজ বিজ্ঞাবান কহে বামানের স্থানে ॥ দিয়াছি মানিক আমি দিতে
পিতার স্থানে ॥ নাহি দিল সদাগর আমার আমার পিতায় ॥ বিচার করহ রাজা উচিত জাহায় ॥ সদাগর বোলে মোর সাক্ষী সাতজন ॥ মানিক দিয়াছি পিতার সাক্ষাতে

সাক্ষীগনে ডাকাইল রামালের রায় ।। সদাগর মানিক দিয়াছে তার কথায় ।। দ্বিজের কহিল তবে রামাল ইশ্বর ।। আজি জাও হাটে তুমি আইস দ্বিজবর ।। সাক্ষীগন স্থানে
স্থানে রামের বাক্তি হবি ।। আডরা হরিদিনা রামালের অধিকারি ।। দিয়াছে মানিক তার গঠন কেমন ।। মুক্তিকা দেশেরা আগা দেহাও তেমন ।। বাসায় বসী যাও তারা মাতৃভী
আনিয়া ।। কেমন মানিক চিন্তা হইল আসিয়া বাসিয়া ।। ভাবিয়া হইল কেহো বর্ধমান আকার ।। শীল শিলা সমপ্রায় হইল তাহার ।। আমজাম আমড়ার মত
কেহো কহে ।। হাজির করিল সব রাজার গোচরে ।। আসামী কেবা দিতেছে হাজির করিয়া ।। সদাগরে জিজ্ঞাসিল হরি বিবরিয়া ।। মানিক দিয়াছে তার
গঠন কেমন ।। সেই স্থানে ছিলত সকল সাক্ষীগন ।। কেমন গঠন তার কহ সাক্ষীগনে ।। একে একে মিথ্যা দেখাও এখানে ।। রামালের রাজা সদা
গবেষ বাক্তিন ।। আনেক্সে মানিক বলিয়া আথাদিল ।। মানিক হাজির করি দিল সদাগর ।। সন্তুষ্ট হইল বিদ্যাবান দ্বিজবর ।। রামাল দ্বিজবরের
বিনয় বচনে ।। আসামী কেবা দিজান রাজা বিদ্যমানে ।। আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বর ।। রামাল নিকটে গেল ভোজ নৃপবর ।। দ্বিপ হৈতে
রাজা দোহে রামাল উঠিল ।। বিচেতনা মতে রামালের রাখিলেন ।। রাজা তারিনের এই দিনের ভিতর ।। বসুকি রামালের সাথে কোন নৃপবরে ।। স্তুত
গান আড়ম্বা দিল ।। ভোজের ইশ্বর ।। দ্বিপ বেড়ি চারিদিকে ।। রত্নাশ্বর ।। আডম্বর মাত্র ওমারি ।। উর্য্যা ফোঁড়াগনে ।। মুক্তিকা হইতে উঠাইল সিংহাসনে ।।

আনাইতে হয় রাজা গ্রাহে নয় সে জেনা ॥ বসিব বলি যা রাজ ধামিতে বাশ্চি না ॥ পুনসেই সিংহাসন বেষ্ঠিত করাইল ॥ কালি শুভ দিনে হবে বসিব ভাবিল ॥
প্রথম পুত্তলিকা কথা ॥ ৩ ॥ ॥ ॥ রূপে মনহর : তেজা নৃপবর : ভাইয়া এতেক কালে : ছিল সুলক্ষণ : জানিয়া রাজনে : জ্ঞান বলি তির্দ্ধ ভালে : লোবত্নকাঞ্চন :
ছিলেশ্চেয়ে দান : পাৰি হরি ধাক্তে বাস : সিংহাসন পারে : জান বসিবারে : পুত্তলিকা বিনুহাস : করিল কুরূপ : সুন সুনরূপ : রাবসো প্রাসিংহাসনে : বিক্রমথা
দিত্য : হইতে বসিতো : রাজা মহাপুরুষ বানে : কবিতেন দান : কাল্পেব সমান : সত্য যুধিষ্ঠির গনে : তেজো দিবাকর : রাজা বিন্দুক্কর : ছিলেন পার্থ সমানে : রুপা
১৪ জিত্যা সিন : ছিব বিয়াবন : বিক্রমাদিত্যের কথা : কাহিছে শুন দীপ : সুন হরুপ : সেগুন কাহিনি গাথা : রাজ্য দেবরাজনে : রাজত্য করেন : রাজারে পুষ্প বাগা ১৪
নে : বসন্ত কালেতে : পুষ্প বিকশিত : রাজার বিকশিত মনে : আসিয়া রানী লি : যত মানুষ দাসী : রাজা তাদিন আসিয়া : পুষ্প বিকসিত : সুন হরূপাতে : সাক্ষী
তেজে খসাইয়া : গেন পুষ্প দানে : রানীতে হাস্য নে : দাস দাসিন সঙ্গে : চলিনা বাগানে : নৃপতি সদনে : কৌতুক বিশ্রাম রঙ্গে : ভ্রমন ভ্রমন : ॥
করেন রাজন : বাগানের চারিপাসে : সেই বাগানেতে : বসেতে দাসীতে : তপকরে মোহাষ্ক্লেসে : দেখি দাসীগন : সেই ত ব্রাহ্মন : উপচিন হেন মন : রাজা
বসাক্কাতে : কাহে ছিজা সুত : সুন এক নিবেদন : দুই চারি দাসী : পরম রূপসী : ভিক্ষা দেহ নৃপবর : নৃপতি সুনিয়া : দাসী ভিক্ষা দিয়া : পুষ্প বন ছিড়বে :

।। সর্ব্বত্থভবন : সর্ব্বাঙ্গে ভূষন : দিনা এক সতদাসি : পায়্যা দ্রিড়াবর : হরিস অন্তরে : মানে হৈনা বড় খুসি : সেই পুষ্পোদ্যান : সহিত বাগানে : মান কৈল
উপাখ্যির : হেন মুনবানে : ভোজের বাড়নে : হনে পারে বসিবারে : কহিল ভোজরায় : দেহ পরিচয় : ওমি বোলে মোহাজন : পরিচয় দিয়া : আসিয়া
পড়িয়া : স্বর্গেতে কৈল গমন : ।:ঃ: ।। দ্বিতীয় পুত্তলিকা কথা : ।:ঃ: ।। আর দিন প্রাতে উঠিয়া ভোজরায় ।। পুনরাই আগম মন্দির হৈয়া নায় ।।
গোবর্দ্ধন [illegible] দিয়া দান ।। শুভক্ষনে সিংহাসনে বসিবারে জান ।। পুত্তলি বলিল কেন না বৈস ইহাতে ।। বিক্রমাদিত্য রাজার রাসি
উঠি হাতে ।। তার সম হতে আগে ভোজের ঈশ্বর ।। তবে সে বসিতে রাজা সিংহাসন পর ।। রাজা বলে কহ শুনে কেন দণ্ডধর ।। বলে পুত্তলিকা
হাসিয়া বিস্তার ।। শুন দিপ পুত্তলি কহে ভোজ রাজা স্থানে ।। বিক্রমাদিত্য গুন কহ এক বানে ।। একদিন বিক্রমাদিত্য নৃপবর ।।
উত্তর করিতে ইচ্ছা হৈল অন্তর ।। নানা দেশ হৈতে আনেন ভারী চাক ।। শত শত দ্বিজ আইল [illegible] কার্য্য ।। সন্ন্যাসি পরম হংস ব্রহ্মচারি
যুগ ।। বিত্ত ভাট অগ্রদানি দেবদত্ত ।। কানা খোড়া কাঙ্গালি কেবা নিবারে পারে ।। আরো খাসা [illegible] আইল উজ্জয়ন নগরে ।। এক দ্বিজ পথ
নিমি বিক্রম ভূপতে ।। জেন নিমি স্থান পাব হয় সিংহাসনে ।। অনেক দিবসে দ্বিজ পোহাইলেন [illegible] ।। পথ দিয়া [illegible] বিনায়ে বাকি বোলে ।।

মাহাদপি সাক্ষাৎ হইয়া কর বেথা ৷৷ কহ দ্বিজ নৃপতির মনের বারতা ৷৷ কেমতে আছেন বাপ ৷ বিক্রম নৃপতি ৷৷ স্বাকি না সাধুমতি কহ মোর মতি ৷৷
সম্প্রতি হইয়াছে কর সেদেশে কেমন ৷৷ দ্বিজবলে বৃষ্টি শস্য প্রচুর আছেন ৷৷ তাগেতে প্রতিদান আছিন তো জানে ৷৷ রাজার বিশ্বস্ত সংযম দাতার
প্রজাগন ৷৷ রাজ্যেতে সকল সুখি দুঃখ নাহি পায় ৷৷ কানা খোড়া কাঙ্গালি কেহ রাজা অন্ন দেয় ৷৷ তথা করিবেন ইচ্ছা হইয়াছেন মনে ৷৷ নিমন্ত্রন পাঠা
নেন তোমার সদনে ৷৷ ওষ্ঠ হেরিয়া চারিমানি দিনা রক্ষা কর ৷৷ রাজার হস্তেতে দিও সুন দ্বিজবর ৷৷ দ্বিজবলে তান নিধি করি নিবেদন ৷৷ দয়া করি
১৬ কহ কোন মনির কি গুন ৷৷ অনুগ্রহ করিয়া কহেন রত্নাকর ৷৷ এক মনি ধন কড়ি দেনে দ্বিজবর ৷৷ এক মানি চাহিলে বস্ত্রানুলঙ্কার দেন ৷৷ এক মনি স্থানে যো ১৬
ড়া হস্তী ঘোড়া পান ৷৷ এক মনি স্থানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া জায় ৷৷ মারে দিয়া তা নির্বাদ জানাবে রাজারে ৷৷ তাইতে বিলম্ব হইল উজ্জয়িনী নগরে ৷৷
সে আজ্ঞা পুর্ন্ন করে হেন নৃপবরে ৷৷ দিয়াছে তাহা ওষ্ঠ দানে প্রাপ্ত নৃপতি ৷৷ হেন কালে সেই দ্বিজ হেন উপস্থিত ৷৷ চারিমানি দিল দ্বিজ নৃপতির
হাতে ৷৷ আশির্বাদ জানাইল রাজার সাক্ষাতে ৷৷ সুনিয়া হইল ওষ্ঠ বিক্রম রাজন ৷৷ সে মনি তোমার ইচ্ছা নহে আমার ৷৷ দ্বিজ বলে ধাম্বা দেও
তাই নিজধাম ৷৷ পরামর্শ করিয়া আসিব নৃপবরে ৷৷ বাড়ি যানে বনে রাজার প্রার্থনা দিল ৷৷ বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া বিদায় করিল ৷৷ আপনার ঘরে
আসি দিনের প্রাক্কা নিবে ৷৷

নারি পুথের বাক্তে জানা এ দ্বিজবরে ।। ব্রাহ্মনি বলিল তাখে বস্তু অতবল ।। পুস্পবনে তারে গেড় পাচয় অর্থধন ।। ব্রাহ্মনের ইচ্ছা তাতে স্থান প্রর্থ হয়ে ।।
নিসিযোগে ধ্যজেয় হইল বড় ন্যায় ।। একথা চিন্তিয়া চারি মনি মুর্ছিল যথা ।। বিক্রমআদিত্যে দিয়ে গেছ হরির বিয়া ।। সুনে রাজা তিন মানি দিলেন দ্বিজরে ।।
এক মানি আপনে নিলেন দ্বিজবরে ।। হেন পুর্ণবান রাজা বিক্রম মর্দ্দন ।। তুমি কি বসিতে পার সিংহাসন পর ।। সুনে তুষ্ট হইয়া রাজা কি কর ভাবনা ।।
নারাসিল সেইদিন সিংহাসন পরে ।। পুতলি খসিয়া পড়ি গেল স্বর্গবাস ।। অমনি বহিল রাজা সারিয়া নিস্বাস ।। ঃঃ ।। ইতি মণিপুত্তলিকা কথা ।। ঃ
এইমতে ভোজরাজা : মনেতে পাইয়ে লাজ : পুনর্ব্বার উদ্যম হইল : কতিদিন পুনরপি কৈল : বেনু সর্ব্বস্ব বিদায় : সিংহাসন যেন বসিবে বিলেল : গুরুপ পরাজিয়া
কয় : সুন ভোজ মহাসয় : নারসিওহ রাজ উপর : একতিস সিংহাসন : বিক্রমাদিত্যের হইল : হস্তে আগে তাহার সোসর : চিন্তিয়া ভোজের পতি : জিজ্ঞা
সেপুতলি প্রতি : কহ তবে রাজার বচন : পুতলি পরাসিয়া কয়ে : সুন রাজা দত্তবায় : যতগুনে ছিলেন রাজন : উজ্জয়িনী নগরে স্থিতি : বিক্রমআদিত্যপতি :
নগরে ব্রাম্মন ছিলেন : এক বৃদ্ধ দ্বিজবর : সন্তান নাহি তার : ব্রাম্মনি চিন্তিত অনক্ষন : দ্বিজ পুত্র সেবায় গিয়া : হরগৌরি আরাধিয়া : পুত্রজন্মে ব্রাম্মনি গা
লৈতে : দেশে আইলা দ্বিজবর : ছেব পত্তনা সঙ্ক তার : দিনে আনায়ে পুরোহিত : দিনে দিনে বাড়ে : হইল সেই সন্তান : পড়ে সুন্দর হইল পণ্ডিত : দ্বিজগন ডাকা

তাজেরা পাইতা দিয়া : ব্রাহ্মন হইল হরষিত : অন্তকাল উপস্থিত : দ্বিজ দেখা সর্প পাসে : দেবদত্ত ব্রাহ্মন সান্তাইল : তপস্যায় দিয়া মন : দেবদত্ত ব্রাহ্মন :
গহন সঙ্কেতে প্রবেসিল : চক্ষু মুদিয়া বসে ধ্যান : দেখে দেব ভগবান : তপ করিবে উইহ চোর : দি[illegible] বেঢ়ে খায় : ঘোর তপস্যায় বসে : চারিদিগে জ্বালি বৈস্যা
নর : পারে সুন দিয়া মন : বিক্রমাদিত্য ভাল : সেইবোনে মৃগয়া আইল : স্বিকার না হৈল পায় : হরিন অন্যে খায় : দেখ্যা খেদ কি রায়বাজন : হরিন প্রবে
সেবন : দিবা হৈল অবসান : অস্তাগত দেব দিবাকর : চিন্তিত উজ্জয়িনী রায় : পথ না দেখিতে পায় : ঘোর তর কানন দুস্তর : দেবদত্ত সেই বোনে : আইলা কনাস্থের
১৭ নে : রাজা দেখি জিজ্ঞাসে তাহায় : কেবা তুমি দ্বিজবর : জিজ্ঞাসিলা নৃপবর : সত্য করি দেহ পরিচয় : দেবদত্ত বলে মোর : উজ্জয়িনী নগরে ঘর : রাজা বিক্রমা
// দিত্য হরষিত : আপনি কে মোহাসয় : দেহ মোরে পরিচয় : সুনে রাজা লাগিল হাসিতে : বিক্রমাদিত্য আমি : দেখে আইস দ্বিজ তুমি : আমি পাস্ব হইয়াছি ১৭
হারা : হি[illegible] দেখাইয়া : বিক্রমাদিত্যের নয়ন : উজ্জয়িনে লৌকিন আসি প্রবা : দ্বিজের বহু অর্থ দিয়া : বাড়ি দিলা বানাইয়া : নিরন্তর থাকেন সভায় : ভালো
বা সেহ[illegible] : [illegible] জবন নিরান্তর : অর্থ কড়ি মোহরাজা দেয় : কত দিন এই মতে : রাজা দ্বিজ সেই সভাতে : নৃপতির মন বুঝিবারে : রাজার সমাধি নষ্ট : রানী লেন
হাপাইয়া : [illegible] কার হৈল রাজপুরে : [illegible] খানি নিসাচরে : আজ্ঞা দিল নৃপবরে : হাত্তানে বহু সন্ধান : তত্ত্ব করে ঘরে ঘরে : না পাইল নিসাচরে : ।

অমৈষী লাকোটী লেবআন : দেবদত্ত দ্বিজবর ; হাওয়ালেব কন্ঠ হার ; তাড়দত্ত সিদ্ধ হাতে দিয়ো : বাজি বেধি [illegible] কন্যা : টাকা পানে দেওনা বে : জিজ্ঞা
সিল কই বিব বিয়া : হারতাড় সিদ্ধ হাতে : কোটান চিনিয়া পাছে : রাজা খমাবের সেই হার : বাজে হাতে দিয়া দড়ি : নফা লেন রাজবাড়ি ; বিক্রমথাদিত্ত
রয়বর : নৃপতি জিজ্ঞা সেই তায়ে : এ হার পানি কোথায় ; তাড় বোলে দেবদত্ত দিল : দেবদত্তে ডাকি বায় : জিজ্ঞাসা হইল তায় : এই হার কোথা পাই
লেবন : দেবদত্ত বোলে বায় : আমার দুর্বুদ্ধি হয় : আমি তব পুত্রে মারিয়া : লই আছি অলঙ্কার : শুন শুন নৃপবর : বলিনাম আমি এই সক্রিয়া : সভা
সুধা চন্দ্রমকার : দ্বিজে এই যুক্তে মার : হৈল কম্প্রাম্বিন হইয়া : বিক্রমাদিত্য রায় : প্রত্যেকে নাহি কিছু জানি : দেবদত্ত করেছে এ ক্রিয়া : দিয়া বহু অর্থ
ধন : তুষিলে দ্বিজের মন : কহিলেন শুন দ্বিজবর : যাতে মরে আপনার : শুন এক শ্লোক মোর : যাতে ইহা জানে চরাচর :।। শ্লোক :।। বরং পণ্ডিত সনুনা :
নচ মূর্খেন মৈত্রতা : বানরেন হতো রাজা : বিপ্রচৌরেন রক্ষিত :।।::।। পণ্ডিত যদ্যপি শত্রু হয় তবে শ্রেষ্ঠ :।। মূর্খ যদি মিত্র হয় তাও জ্ঞান কষ্ট :।। বানর
মৈত্র বে রাজা প্রায় মরে ছিল :।। চোর হয়ে ব্রাহ্মণ সে রাজারে বাচাইল :।। শুনি ও মর্ম দ্বিজা [illegible] নিদ্রা জাগে [illegible] আনি সভা মধ্যে সাক্ষাৎ করিল :।। দেখি রাজা
আনন্দিতে : দান কৈল দেব মাতে : দেবদত্তে বহু অর্থ দিল : এ তত্ত্ব জানে নৃপতি : শুন তাজা মোহামতি : কহিয়াছিলেন স্বর্গে জান : বিমর্ষ হইয়া বায় : [illegible] : পুন

সঙ্গে যায় : রহিলেন আতি ম্রিয়মান ;।।:: ।। চতুর্থ পুত্তলিকা কথা :।।:: :।। এথা উঠে উঠি যাত রে ভোজ নৃপবরে ।। বসিতে বাসনা হৈল
সিংহাসন পরে ।। রবিজা খুসিত বাস পরিয়া নৃপতি ।। নানা গন পুষ্প আম্রব মত নেয়াতি ।। বসন কাঞ্চন দান করিল ব্রাহ্মণে ।। সুভ দিনে বসি
রাজ্যান সিংহাসনে ।। চতুর্থ পুত্তলি হাসি কহিল বচন ।। নাহি সৈয় সিংহাসনে ভোজের রাজন ।। ইহাতে বসিত রাজা বিক্রম নৃপতি ।।
দয়া দীন দুঃখী দানে ক্ষেমা গুনে খ্যাতি ।। সুনি রাজা জিজ্ঞা দিন পুত্তলির স্থানে ।। বিক্রম আদিত্য গুন কহ তো শ্রবনে ।। শুনিয়া পুত্তলি কহ
১৮ অপূর্ব্ব কাহিনি ।। শ্রবন করেন রাজা ভোজ নৃপমনি ।। বিক্রম আদিত্য রায় পূর্ব্বের সাগর ।। উজ্জানের রাজা হৈল খ্যাত চরাচর ।। ১৮
রূপাবতী আইল এক রাজার বাটিতে ।। দিব্য চারি বর্ণ নয়া বিক্রয় করিতে ।। অদ্ভুত কার দুঃখে তাহার বস্ত্রে কর্ম যত্নে ।। আট লক্ষ টাকা দিয়া
রাজা তাহা নিল ।। রূপারে কহিল পুনঃ উজ্জানের রায় ।। আর কোথা হেন রত্ন নর মহাশয় ।। এক ক্রোর টাকা দিয়া নাহি দেহ মোরে ।। তবে সেই ধনে
বস্ত্র দিবা হয় পরে ।। সুনে রাজা দিন চাটি রূপা বিবরিতে ।। উপযুক্ত লোক দিন রূপার বাসাতে ।। অপ্সরা হইন স্বর্গে পেলা আসি রূপসায় ।। রূপা
বিবসন কেচ করা এতে যায় ।। দশ রত্ন রূপার চাকরে দিন আনি ।। রত্ন শুনি আইসে জামাই দমামি ।। পঞ্চম কহে মহানদি তাকে পার হতে :।।

পঞ্চবর্গ দিন সেই নৌকার মেনেতে ।। অষ্টাদেশ মধ্যে তেসে পৌছে সেচাকর ।। পঞ্চবর্গ দিয়া কহে নৌকার অপর ।। অষ্টাদেশ মধ্যে তবে আইনু পা
বরসে ।। সুনে ওষ্ঠেন পারব কহেন হাসিয়া ।। বাকি পঞ্চবর্গ দিনা চক্রবেরধাম ।। বিক্রমাদিত্য ছিলা হেন দুর্জ্জবান ।। সুরূপ পুতলি মুখে সুজান
ভাবায় ।। কহিয়া পুতলি আমি স্বর্গবাসে যায় ।।৯।। পঞ্চম পুতলি কালকল্যা ।।৯।। ।। বাজাবারুক রবে : কান্তি অন্তরে : পরে মানেথনু
মানি : সুলক্ষন কারি : ভোজা অধিকারি : সেই সিংহাসন আনি : রাজ্যবাবেজান : ভোজবর্বাজান : পুতলি কহিল মানা : সুন ভোজরায় : নাবসো
ইহায় : বারের করিমানা : সিংহাসন মাঝে : বিক্রমের রাজ্যে : তিনি বাসিতেন যবে : হইয়া তেমন : ভোজের রাজান : তবে সে বসো ইহাতে :
গুনের সাগর : ছিলা দণ্ডধর : দানের সমান দাতা : ভোজরাজা কয় : সুনাই কথা মায় : তাহা কহ গুনের কথা : সুনিয়া উত্তর : কহে সুন গুন :
বিক্রম আদিত্য ভব : বুদ্ধে বৃহস্পতি : ছিলা নরপতি : উজ্জ্বলো কীর্ত্তি বাজন : একদেবরাজত্ব : করেন একাদিন নরপতি : যাইবা নিকারে : হবির সথারে : :
ত্রাস্কর কীর্ত্তিগতি : আজ্ঞা দিবেছরি : হইল ত্বরারি : গুপ্ত সেনাপতিগন : ঘোরিল জঙ্গলে : শালিয়া সহলে : সুরঙ্গিয়া বিমন : হানন ঘেরিয়া :

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

পাতেজাল দিয়া : পিছে দিলেক তাড়া : পশু হালাইল : ধরিতে নারিল : রাজা খুঁজাইল ঘোড়া : সৈন্য ছাড়া হইয়া : গেলেন চলিয়া : মহাঘোর স্থান যেতে :
বৃদ্ধা রিষি : বয়েস অনেক : রাজা দেখে থাচাইতে : সেই বৃদ্ধা মায্যা : আসেন ধরিয়া : বাঙ্গীয়া হাতের বোঝা : বিনয় বচনে : কহেন রাজনে :
শুন উজ্জ্বলের রাজা : হাতে বোঝা নহ্যা : ভারি হইয়াছিয়া : তুলে দেহ মোর শীরে : ঘোড়া হৈতে উলি : যান মহাবলি : হাতে পাতে ধিরে ধিরে : বোঝা
উঠাইতে : পড়িল ভুমিতে : বুদ্ধা শিবু পেবহয় : হয় পরিহার : মোনবতি পাল : আচিনে কি সোতা পায় : গলবস্ত্র হয়্যা : কহেন বিনয় : সেই
২৩ কন্যা কোন দেশে : বৃদ্ধা বাবিকয় : শুন দণ্ডরায় : কহি আমি সবিশেষে : দক্ষীন দেশেতে : হাগুনন খণ্ডেতে : মোন বতি কন্যা ঘর : শুনিয়া ভুপতি : ২৩
হাসিত মাত্র : বোঝা দেন শিরপর : দক্ষীন দিগেতে ঘোড়া বেড়াবেতে : বিক্রম থাদিত্য যায় : অবাবান হয়্যা : ঘোড়া ছুটাইয়া : উপাস্থিত হৈল
তায় : তাল বেতালেতে : জায়থল ক্ষেতে : নৃপতি হিত হাবনে : সবিয়া পার্ব্বতি : চলিল ভুপতি : হাগুন খণ্ড গাসনে : বৃদ্ধা পারি কয়্যা : গুণ রাজানি
তথা : জিজ্ঞাসেন মহীপতি : কহে প্রজাগন : সরূপ বচন : এ দেশে কেবা ভুপতি : মোনাবতি কন্যা : নারি রাখিন্যা : ঐ ইবার হতাঁর : শুনিয়া
ভুপতি : আন জীতি আতি : হাস্য কৈল হিপবর : চলিলা সত্বরে মোনবতি দ্বারে : নাক মানা কৈল যেতে : জাটায়ু পক্ষীরে : হয় পরবরে : ঐ রাজে আসিতে :

ধরিতে রাজন : গেলা তত্ক্ষন : উড়ে গেলা পক্ষীবর : বসিল বৃক্ষেতে : তাহারে ধরিতে : গাছে চড়ে নৃপবর : গাছ তমে রহে : নারে ধরিবারে : চিন্তিযা ভূপাল
পতি : তাল বেতালেরে : স্মরেন্ নৃপবরে : তারা যে লো সিংহাতি : অনন্ত তরেতে : পক্ষীর অগ্রেতে : হাত দিয়ে ধরিতে রা : রাজা হাতে দিলা : হেন বাদ্যে মিল
ফিরিয়ে পাড়ন ধরা : সারি ছাড়ে সার : বাড়ির ভিতর : গেলেন বিক্রম রায় : এক পদে খাড়া : হয়ে তত দাড়া : এক ভূপ মহাশয় : ভূপতি শীলরাজা : হইমরা
// গেলা : কেন থাক এক পদে : হইলে তুপাতি : আজ্ঞা মৌনব্রত : গৌরীর আহির আগাদে : মাঝ ছয় মাস : খাড়া মোর পায় : রবে ছবি বীতাকে : চারি মাস
গত : হয়া ইথে সঙ্গ : মালা বলে হে মোরে : শুনিয়া রাজন : এক পদে বন : গেল সে মলায় দিয়া : পূর্ব্ব ছয় মাস : মৌনব্রত : ধজলে গেলা চালিয়া : রাজ্য কর আজি :
শুন মৌনব্রত : কোনা রাহা মোন হয়া : সেবা জানা পারি : গেল বিজয়ার : বিক্রম থাকেন বসিয়া : মৌনব্রত প্রীতি : হইলেন ভূপতি : রব মাত্র দেহ বামা
প্রাতে আছিল : পরে তারা হেল : আর সব দেও ক্ষমা : দাসী সব হয় : শুন মহাশয় : বাকি যে প্রতিজ্ঞা বাণী : মৌন আছিতে : হাস্য করি হত :
যাত্রা পাব আপনি : শ্রীনি চারি পর শুন নৃপবর : প্রহরে প্রহরে কমা : পাব হইলে তে ধরিবে তোমাতে : প্রতিজ্ঞা তার সকলি : শুনিয়া রাজন
করিলা স্মরন : তাল বেতালে সুজনে : মাক দিছেতে : মৌনব্রত বেষ্টিতে : হেলা রাজ্য এখানে : মৌনবতী মরে : নিশীর ভিতরে : হইবার
জবাব দিবে

চাহিরে যতায় : ইতাবদ্দশ হয় : ওবেকর্ম্মা গার্ম্মিহবে : হথা শ্রীবকতাঁ মোনবতি ঘরে : যাইতে কিকসবায় : দুগার্ন কবিবে : কন্যা আছে দ্বারে : দেখিয়া রাজা
বিস্ময় : তুষ্ট প্রাবেতে : বাসেগাধাবেতে : সিংহ চতুর্ম্ম প্রযারে : রাজারে দেখিয়া : সিংহগুলি তিহয়ে : একভিতে সেহসারে : ঘরের ভিতর : গিয়া নৃপবর :
দালানাই উপরকশী : ঘরের ভিতে : অষ্টপালাঙ্গেতে : মোনবতি জেরূপাকি : প্রাদিপ যার্যেতে : তাগ বোলেতে : আছেন্ত থাকে মজলে : কহেন ভূপতি :
শুন মোনবতি : মোরস্তক নিবেদনে : বহুদুর হৈতে : তোমার যুইতে এসেছি তাতে উদয় : কথা কহে বামা : যবদেহ ক্ষমা : ছিদুষ মোনবাহিয়ে : উজ্জল
২০ রূপতি : শুনগুনবতি : ছবিয়াতববাসনা : অনেক দুস্থতে : পৌহোছি ঘরেতে : কিকথা কবেবলনা : মোনবতি মোনে : আছেন সেখানে : প্রদীপ ২০
হাইনবায় : মোনবতি কৈলা : নাবিম্যাইহবো : কেনরাহি কমাস্তিয় : জিজ্ঞাসা উহায় : দয়াপাহি হয় : দেখিল বিদেশী লোকে : প্রদিপ হইনা কিবা
কিবা থাবরোগ : এইরূপ যোগ মোকে : রক্ষজোগতিরে : ছিনর্পবরে : আমিন দুর্গ্গ : সমারে : প্রদিপগা যায় : আছিলে পোড়ামুখা : রোচিন
রাজকন্যারে : গতিসেনাদিয়া : জিজ্ঞাস্যলা হয়া : দয়ুকিরে দিবা সাঙ্গ : এহঃ মহাহারে : কহনৃপবরে : সাঁয়ে এই রূপশী : শুন নরপতি : নক্ষের
সুরতি : এমন তোমার ঘরেতে : কিকমবাজনে : কেবানাহি জানে : এইঘাত্রা বিকিতানে : ওমানপবর : মাড়েবিশারব : নক্ষের সমান দাতা : ২৭ ।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

দয়া হবিবায় : কহ হে আমায় : অপূর্ব্ব কাহিনী হিমা : প্রাদিপে সম্বোধি : কহে শুন প্রিয় : অপূর্ব্ব কাহিনী রস : ও হিমুমন : কথা আর ৷ ছিল : শুনি
লোক হয় বশ : ৷৷ ৺ ৷৷ প্রথম প্রহরের কথা আরম্ভ ৷৷ ৺ ৷৷ পদছন্দ ৷৷ শুন হে প্রাদিপ এক রাজার বায়েতে ৷৷ অ ৷৷ রাজপুত্র উপদ্রব করে নগরেতে ৷৷
আর তিন জন সঙ্গী হবিয়া সেবতা ৷৷ সেহরা চুতার জাতি সহিত বন্ধুতা : নারিগন জল আনিবারে যায় ঘাটে ৷৷ ঽ গাংকার করে তারা যাবে দেশে বাটে ৷৷
তাগ্য সত্ত জন ধরে প্রাপ্তী ভেজায় ৷৷ বলে যেনে দায় দিব যত টাকা চায় ৷৷ এজনের মত আমি কেনো হবতার ৷৷ [illegible] তাগ করিবে শুনে তাতাব তাহার ৷৷ এই
কালে নোক্সান হবেন ঘরে ঘরে ৷৷ সঙ্গী তিন ৷ প্রতারণে পাশে পাশে ফিরে ৷৷ এসে কারো মেয়ে ছেলে বাহির না হয়ে ৷৷ মহাসঙ্কট্ক্ত সব রাজ পুত্র ৷৷
২১ প্রজালোক সকলেতে পরামর্শ করি ৷৷ আর রাজ দিলেক নৃপতির বরাবরি ৷৷ শুনি রাজা ক্রোধে হৈল জনক আগুনি ৷৷ ত্যাগ কৈল রাজ পুত্র নৃপ চূড়ামণি ৷৷
আপনার তিন বন্ধু সঙ্গেতে তাহার : হানলেত রাজপুত্র কৈল আগুসার ৷৷ [illegible] কানন মধ্যে থাকে চারিজন ৷৷ রাত্রিসময়ে ভয় মেতে রাত্রি জাগরন ৷৷ প্রথম
প্রহরে জাগে চুতারের পুত্র ৷৷ কাষ্ঠেতে গাড়িল এক কন্যা অদভুত ৷৷ দ্বিতীয় প্রহরে উঠিল [illegible] সর্ণকার ৷৷ যথা যে যা সাজে দিল সব অলঙ্কার ৷৷ তৃতীয় প্রহরে
বেহুঁতি বস্ত্র দিল তারে ৷৷ প্রান দান রাজপুত্র দিলেন তাহারে ৷৷ কন্যার কারণে চারিজন দ্বন্দ্ব হলো ৷৷ আমারে এই কন্যা এই বলে সকলে কহিল ৷৷ঃ

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

জ-ত

সবেবোলেযাহিকত্রা হইলেআমার ।। চারিজনেমহাদুঃখ রোনের উত্তর ।। বলোনাহে দ্বিপশেইকন্যাকে পাইবে ।। তোমরে বিচারেরোবেবরমান্যদিবে ।। প্রাদিপ
কাইলকন্যাপাবেসুধীর ।। মুনিমৌনবতি কোরেকিবিলউত্তর ।। এঅন্যায প্রাদিপ কেমোকহিহেনকথা ।। সেইকন্যাতন্তুবায পাইবে সর্ব্বথা ।। জন্মদাতা
সুধীর পিতারসমান ।। বাঁচাইল প্রান দিলতাহে প্রতিব্দান ।। আমার প্রাদিপ হত্তে কহিথাবিচার ।। সুধীরই কন্যা পাবে সুতার আমার ।। শুনিরাজা
প্রাদিপে দাগিবে সাক্ষীহবে ।। হেমাকাইলেনকথা প্রথম প্রহরে ।। মৌনবতি রাজত্বরীহিবিযাবাজন ।। পালঙ্কেবাসিযারাজাহন্ন চিন্তমন ।। : ।। :=
২১ দ্বিতীয প্রহরেরকথা আরম্ভ ।। ❋ ।। ।। তুপাদি বিক্রম আদিত্ত রায ।। স্বর্গবান মহাকায ।। কিনাসম্মোধিকনকথা ।। শুনেতালরেতা ২১
লেতে ।। বাহ্বলস মরিতে ।। রাজা কহে শুনহ সর্ব্বথা ।। কুলাধিরাজারেকয ।। শুন শুন মহাশয ।। আমিসান ।। রোবরমাটী ।। সেইকবি থানিযবে ।।
চাকতানিমানকবে ।। সুমাইল হরিপারিপাটী ।। থাকিতে পোড়ায মোরে ।। কিসাকেল সিদ্ধুহারে ।। মৌনবতি কিনিলআমারে ।। বামই আমার
ভাবি ।। কহনকহ ইতিহাস ।। এই নিবেদন মহাশয ।। কুলাধিরত্তানিবারি ।। বিক্রম আদিত্ত মানি ।। বলেনঅপূর্ব্ব ইতিহাস ।। শুনিবাক্যঅবদেশে :
একসদাগরবেনে ।। চারিপাঁচভাইকরিবেবাম ।। পাঁচভ্রাতা পাঁচনারি ।। অতি পরম সুন্দরি ।। ছোটবধু ধনগ বুদ্ধিতার ।। স্বামীনিদ্রাগেলে পরে ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যায বাড়ির বাহিরে ৷৷ খোলা আছে খিড়কি দ্বার ৷৷ বুঝি কোন পাপে বিবরণ ৷৷ বাড়ির কর্ত্তারে বলে ৷৷ কেবা দিও দ্বার খোলে ৷৷ মহাশয় হও সাবধান ৷৷ বিচার করিবে
তুমি ৷৷ অনুভব করি আমি ৷ বাড়ি হৈতে বাহিরে কেবা যায ৷৷ পিরীতি যোগে এ কেমন ৷৷ বাটী মধ্যে কোন জন ৷৷ এ অনুভবে কি দুষ্ট কায ৷৷ ছিদ্র খুঁজে পাইও তাই ৷৷
তেরে খুঁজি পায নাই ৷৷ একবার কি করিলেন স্থির ৷৷ জেগে থাক বড় নিশি ৷৷ কেবা জায বাহিরে ৷৷ দ্বার খোলা থাকে খিড়কির ৷৷ দেখ তাই জেগে রয ৷৷
নিশি শেষে প্রসব ৷৷ সেই বুঝি জানে সেই হৈথা ৷৷ শেষ দুষ্ট ঘুমাইল ৷৷ হোত বধূ বার হৈল ৷৷ উপপতি বাটী থাকে যথা ৷৷ উপপতি কেন নারি ৷৷ [illegible] গর্জ্জন
করি ৷৷ উপপতি করে অভিমান ৷৷ তোমারে প্রত্যাশা করি ৷৷ জানি নাম কি তোর বরি ৷৷ [illegible] প্রান ৷৷ যোনাহি হয চিত্ত ৷৷ এলে তিন প্রহরে ৷৷
এমন পীরিতে কার্য নাই ৷৷ উপপতি পায ধরি ৷৷ সেবা বিনোদন করি ৷৷ বলে মধু লইয়া বালাই ৷৷ হেন তোর মানভঙ্গী ৷৷ আর বাড়িল রতি রঙ্গী ৷৷ মুখে
মুখ বুকে বুক দিযে ৷৷ কত মত রতি রঙ্গী ৷৷ কেলি উপপতি সঙ্গী ৷৷ সাঙ্গ করি রতি রঙ্গী ক্রিয়া ৷৷ দোঁহে জাগে থাকি সুখ ৷ উপপতি সঙ্গ ছাড়ি ৷৷ আইল নারি
দ্বারে আপনার ৷৷ যখন সেই উঠিলো ৷৷ স্বামী তার খিল আদিল ৷৷ দোষী বানারির কেলেঙ্ক ৷৷ আর দোষী দ্বার রুদ্ধ ৷৷ মনে ভাবিল মন্দ চুপি চুপি—
ডাকিল স্বামীরে ৷৷ দ্বার খোল প্রাণনাথ ৷৷ এত নিদ্রা অকস্মাৎ ৷৷ ভ্রম বড় হয়াছে আমারে ৷৷ স্বামী বোলে গেছে জানা না কর নষ্টামি কোন ৷৷

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

৫২

আমি ত্যাগ করিনু তোমায় ।। কি কার্য্য এমন নারি ।। পুনর্ব্বার বিভা করি ।। ধরকর্ণা কি বিব রজায় ।। বন্ধুজনে মন্দ কহয় ।। হইল এ অধর্ম্মময় ।। কাজ নাই এমন যুবতি ।।
দাসীতে কহ কাই উঠে ।। ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবা পুছে ।। দেশে যুড়ে হইল অখ্যাতি ।। যথা ইচ্ছা যাহ তুমি ।। আর না কহিয় তুমি ।। রজ নিত্য আছি নিদ্রা জাই ।।
বাড়ি হৈতে দূর হও ।। মিছা মিছি না বকাও ।। তোকে কোন প্রিয়জন নাই : ।। কান্দিয়া যুবতি কহে ।। ক্ষমা দেও মহাশয় ।। আর না করিব হেন কর্ম্ম ।। তোমা
২২ বিনা জানাইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ।। না হইব কিছুই অধর্ম্ম ।। আর না অঞ্জুলি লেও আমি ।। জলে ঝাঁপ দিব আমি ।। এহা বলে নীলা নিল গিরে ।। ঘরে ২২
পশ্চাতে গিয়া ।। সরোবরে ফেলা হইয়া ।। আপনি কি করে থাকে দূরে ।। নারী হত্যা হইল বেত ।। এবস্ত মাথের মতে ।। খুজিতে চানন তার পতি :
জলে খুজিতে না পাইল ।। দোষ নারি মুখে লোলো ।। অসতী কি করে হেল সাত ।। নীলা দিয়া সেই ঘরে ।। কুস খুটি কোলে হবে ।। ঘুমে নিদ্রা জায়ে
সেই ঘরে ।। সেবা পতি দেখ নোকে ।। পতি তার জলে থেকে ।। প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতারে ।। না পাইয়া কুল ধরে ।। পতি তার হইল কেকো ।। হাসে
জেনকি হিন্দলির পাত ।। ঘরের দুয়ারে গিয়া ।। দ্বার ঠেলে হাত দিয়া ।। বন্ধু দেখ্যা বোলে কি উৎপাত ।। উঠে বাপ রামে স্বর ।। দ্বার খোলো [illegible] কি হয় ।। চুরে
মেল তোমার জননি ।। নারি উঠে কেবা কয় ।। একমা কি গায় সথ ।। ইচ্ছা হয় মরিতে থাপানি ।। গার পতি বোলে চুপ ।। জাদি ইহা শুনে ভূপ ।। ।।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তবেজাতিপাওআহারতার ।। নারিবেলে আর আর ।। এতহৈলে হাটিনাহি ।। কিকরিব হওজে তাতার ।। পারেবরঅবিতালো ।। হইনে আসিওত্যালো ঃ
জাতিপাওঅমেমুখাদিয়ে ।। নাহিকড়ুথজহার ।। হেসেজাতিনাদিপার ।। তাতোবেনে বেঙ্গৈছে সেসেয়ে ।। অহজনাবগণ্ডগোলে ।। বাড়িগুর্কেউ
ঠিয়াবোলে ।। এবারে কিলেবঝগড়া ।। মাগিধারখুলেবলে ।। কোরবেমোরথঅঁজলে ।। এত ছিতে হলসা গরেজা ।। সবধারে বিওজল ।।ঃ
মখোনাদিপারতায ।। দেমসাপাঁতিজিবণ্ডথাবো ।। হালে ধচিখাকেকোলে ।। বামেস্কন্ধ উচেবলে ।। ঘাতাগেলকারসাথে ।। দ্বারখুলে
বিওজায ।। হুতস্তনহতায ।। বলেকারনাহরে পূর্তয ।। সতারে দেখারবলে ।। নাদিবাসি দ্বারখুলেন ।। সুনহিতাশুর মহাসয ।। কিঃসন্তোষ
সদাগর ।। নাহিকরে প্রভুতের ।। তাহেবধু দোষ আচরন ।। শুনহে কলসৃতাম ।। জিস্তাসী তোমারে থামি ।। বড়বুদ্ধিমান কোনজন ।। কলাসি
শুনিযাকথ ।। শুনরাজামহাসয ।। বড়বুদ্ধিমান সদাগর ।। বোলেমোনবাতিবলে ।। ও কোপে অর্থঅঁজলে ।। এসত্যা একলাসিবলেমোর ।। বড়বুদ্ধি
মতিনাহি ।। বুজই বিচারকরি ।। শুনথাহে বিক্রমরাজন ঃ ।। ওহারকলাসিমোর ।। থাকেতো হারেওতর ।। শুনেথঅঁ হারিতেছে হন ।। বিক্রম থাদিত্য বলে ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

সুনহ দাসি সকলে ঃ সাক্ষি থাকো কলাসি আপুনি ঃ তুমি সুন মৌন বতি ৷৷ কেমা কেনা ধরিয়া বাতি ৷৷ জিজ্ঞা সিলে কহিবে আপুনি ৷৷ঃঃ ঃ৷৷
ছাড়িয়া প্রহর কল্য আরম্ভ ঃ ৷৷ঃঃ ঃ৷৷ দুতিনির মুখে সুনি ভোজনের পাতি ৷৷ কহিছে বিক্রম সুনে কন্যা মৌন বতি ৷৷ কাহিনি কহেন রাজা হইয়া হরসিত ঃঃ
মতি ৷৷ পুনর্ব্বার মন দিয়া সুন মৌন বতি ৷৷ বিক্রম আদিত্য কন পানপী সুরায় ৷৷ দেস মৌন বতি এক পাষান রাখিয়া ৷৷ বড় দুঃখ পেয়ে তেনু তোমা
র পাসে ছে ৷৷ ঘসুর ঘুর করিয়া নাচা [illegible] ৷৷ সুরাবনে হিনু আমি নরকি বোন মাঝে ৷৷ [illegible] আরে কাটিয়া সুরো বনানে জরভ ৷৷ আমাকে
২৩ পাকে বসে থাকে মৌনবতী ৷৷ [illegible] দোষ তিন নাপাইবে এ পাতি ৷৷ তুমি রাজা তেনেহ সাগর স্থাপিলা নি ৷৷ কহ রাজা সুনী এক অপূর্ব্ব কাহি ২৩
নি ৷৷ সুনি মা সুবার কথা বিক্রম ঈশ্বর ৷৷ কহেন কাহি নি উজানের দণ্ডধর ৷৷ সুন পানপীর সুরা কহিয়ে তোমাতে ৷৷ আশ্চর্য্য সুনহ এক রাজার রাজ্যেতে ঃ৷৷
এক গোয়ালিনি দুগ্ধ বেচিয়া বেড়ায় ৷৷ প্রতি দিন দুগ্ধ রাজবাড়ি তে যোগায় ৷৷ সেই রাজবাড়ি তে পুন যোগায় মন হরি ৷৷ মানুষ নিব সাপে দেখা
কেন গোয়ালিনি ৷৷ গোয়ালিনি বোলে শুন মিকুড়ি তোমা হইতে ৷৷ [illegible] অসাধ্য তাহা পারি লোক কহিতে ৷৷ মানুষ নিব দিন মোর হা পাকে কোন কাজ ৷৷ কড়ব না হতে
দার মুখে নাহি লাজ ৷৷ গোয়ালিনি বলে কাঁদ পাতিব সহজে ৷৷ তোমারে কহিলে তবে যাব আমি যবে ৷৷ এত বলি গোয়ালিনি রাজবাটী তে গেলে ৷৷

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সপ্তাপনে করে কেন্সা রাজার কন্যায় ।। সুনরাজা নন্দিনি মোর নিবেদন ।। বন দোষী এতো মার চরিএ কেমন ।। তুমি তো নগরাকে তে মুসরাড়া হয়া ।।
বসুপতি সদাগর তোমারে দেখিয়া ।। এক্ষুজন ত্যাগ হবি বিবাহর মাঝে ।। নক্ষত্রাহী সমর্পন করিবে তোমারে ।। যাবে হিনা যাবে তোর রাজার কুমারি ।। কন্যার লোগ
যে যাদি বলে তরে পারি ।। তবে তোর পীসি বলে কিছু নাহি হয়ে ।। নক্ষত্রাকী পাওয়া যাবে গেলে এহ ঘরে ।। বসুপতি পাযে গোয়ালীনি চলি গেলো ।। কন্যার বৃত্তান্ত সদাগ
র জানাইল ।। গবাক্ষের দ্বারে কন্যা দেখেছে তোমায় ।। রাজকন্যা তিনদিন অন্ন নাহি খায়ে ।। পীসি বিনে কন্যা আমি তো নাপারে ।। নক্ষত্রাকী এই বেড়ে নাগিরে তোমারে ।
সদাগর বলে পাঁচ লক্ষ দিতে পারি ।। এক রাত্রি পাই যদি রাজার কুমারি ।। সদাগর সঙ্গে গোয়ালিনি গেলো ।। দেবীর বাড়িতে এহ মারত বাগুন ।। তবে গোয়ালিনী গো
গো রাজপুরে ।। রাত্রিমধ্যে হয়াইল কুমার অন্তরে ।। যেকুমার কেল তার সত্যমুদ্রা দিল ।। কুমারের দ্বার দিয়া কন্যারে কহিলো ।। সেইপাসে রাজকন্যা হইলা বাহির ।
মোর মন ওজান হয় দ্বিতীয়া মাহির ।। গোয়ালিনি সঙ্গে যায় রাজার নন্দিনী ।। মোর অন্তকার বাস মধুশনা চিনি ।। দেবির বাটিতে আগ হৈলো উপস্থিত ।। সদাগর সাথী
তে ধনি তাহা যাইয়া হৈল উপস্থিত ।। অক্ষতি দর্শন উভয়ে দোসর যা ।। এক ঘরে গোয়ালিনী ঘরে চারিদিগে ।। কপাট দিল সহরের কোটাল নেব হাতে ।। কহিল বৃত্তান্ত সব গোপনে
তাহাতে ।। এই দন্ড কহ গিয়া ভূপতির পায় ।। দেখো জেন কাঁচা মাথা কাটা নাহি যায় ।। সহর কোটাল গিয়া রাজে জানাইল ।। প্রভাতে হাজির হয় রাজা আজ্ঞা দিল ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

দেশেবা ঠিক তব আসি বিশ্বাস ॥ খুবই যাবে চৌকি থাকে চারপর ॥ তেচক্ষুদার মালি রেখে চাবি পানা ॥ বাপযাদীয় যতবার নাহবে বিশ্বাস ॥ এইরূপ হর রূসেব
গোয়ালিনী ॥ জানাইল হবা ধার থাইয়ে মাগুনি ॥ বিরস হইয়া সে মালিনী বাবহলো ॥ ক্রমে ক্রমে তিন দিবস তেমন হইলো ॥ বিশ্বাস করি সহস্র কেবা নাপাইয়া সাড়া ॥
২৪ এক দেশ মালঞ্চ বিশ্বাসা দক্ষিণ পাড়া ॥ পাকুড় বৃক্ষের তলে গাঁজার দোকান ॥ দাড়া যেই বৃক্ষের তলে করে অনুমান ॥ এমন সময়ে চৌকিদার একজন ॥ গাঁজার দোকানে এলো
গাঁজার কারণ ॥ গাঁজা দেও বলে যাড়া কিল দোকানীরে ॥ এতরেতে গাঁজা নাই সেবাই লোকের ॥ চৌকিদার বলে তাই মোর মাথা খাও ॥ বড় হে কাদ তাহা উঠে গাঁজা দেও
দোকানি কহিছে এতো বেত ফেলে এলি ॥ চৌকিদার বলে হবা পড়েছে পইনালী ॥ বধূপতি সদাগর রাজা নাঞ্জী ॥ বাঞ্জিকরে চাবি দিয়ে গেছে গোয়ালিনী ॥ সারা ২৪
বসী চৌকি দিই দেবীর বাড়িতে ॥ সেই সময় গাঁজা চাহি মেকে হবে বেতে ॥ মালিনীর প্রেরতলে সকল শুনিল ॥ ডাকা দিয়ে জানায়ে চৌকিদার গেলো ॥ বধূপতি
সে মালিনী গেলেন চলিয়া ॥ বধূপতি গৃহে পারে উত্তরিল গিয়া ॥ সদাগর পিতা বৈড়ায় নীশুকরি ॥ আড়াই প্রহর তখন হয়েছে শর্বরী ॥ কুলবধূ জড় কৈল প্রীতি
রাখিতে ॥ রাত্রি করে তমনি আনায় শতশত ॥ সদাগর বধু কোলে শিশুপুত্র দিয়ে ॥ নাপিত নইল সাথে রক্ষা করিবে ॥ নহলো শাশুড়ি মুখ তোড়া বাঞ্জি করি ॥ এসাকুমা
দেখ ভাষা ॥ মনেতে বিচারি হবে তেনাগায়ে আনি রাজা নাবর্ ॥ জাগিল সকল লোক [illegible] হিলো ঘুমে ॥ দৌবর বাসী লেনিয়া ফেলে উপাধি ॥ কোটাল দোষীয়া কাহা

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

জিজ্ঞাসেন তারে ॥ কহ তোমরা সব যাইবে কোথায় ॥ পরে মাল্যানি কোটাল লোয়ের হাতে হয় ॥ প্রত্যুষ হইলে তে অর্ঘ্য আসন রবে ॥ রাণী মহাকালী করে পূজা দিতে রে:
দ্বার খোলো যাই বাঁধা বাটীর ভিতর ॥ যাইতে বাস্তা রে মালা কোন নিশাচর ॥ গলবস্ত্রে মাল্যানী কহিল কোটালেরে ॥ এতগুনন্যা যাই কালি তে দেবিরে ॥ দেবির পূজায়
কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ছেড়ে দেও বাটী মধ্যে যাই তিনজন ॥ মায়ে পোয়ে যাইব না পতি সর্বেশ্বরী ॥ যদি বাঞ্ছা ছেড়ে দাও ত রে যেতে পারি ॥ পূজার করণ দ্রব্য মাগিয়া বাহিরে ॥ এই
বহুমতে তারা দিলাম তোমারে ॥ মিনতি করিয়া বোলে শুনরে কোটাল ॥ মায়ে পোয়ে ছেড়ে দেও প্রসারি দয়াল ॥ ছাড়হ নাহিতে আর মাল্যানী মাগিরে ॥ টাকা পেয়ে
দ্বার খুলে দিল নিশাচর ॥ চারিজনে প্রবেশিল বাটীর ভিতর ॥ রাজকন্যা কোলে দিল সেহলো কোঙর ॥ বধূ সাথী শ্রী থাকে বধূ পাতি পালে ॥ রাজকন্যা সঙ্গে হইয়া যা
পায়ি বাসে ॥ চারিজন হইলেন বাটীর বাহিরে ॥ চারি বঙ্গ করিল কোটাল মহারিবে ॥ সকল রমণী গোলা খাওয়াইল নহিয়া ॥ বাড় হয় লোক সব বিদায় হইয়া ॥ রাজ
কন্যা সঙ্গে মাল্যানি গোলোসে মাল্যানি ॥ তখন গগনে থাকে হেমন্ত যামিনী ॥ সিঁদ পথে রাজকন্যা গেলেন বাটীতে ॥ মাল্যানি চলিল শীঘ্র রাজার বাটীতে ॥ ওরে রে
শীকারেবেলা ক্ষমা গিয়া ঘরর ॥ জানরা জগৎ এক মোদ করবো তোমার ॥ যোগাবিবে বাটীতে ফুলাতো বাখানিন ॥ প্রভাতে জানাব হাল রাজার সদন ॥ রাজকন্যা
মাল্যানির বাড়ি মুচিপাড় ॥ রক্ষা মা শশী মোর দায় এবার আমায় ॥ মাল্যানি বলিল সিঁদ বুজায়ে রবায় ॥ প্রভাত হইলে জেনো চিহ্ন নাহি পায় ॥ মাড়া

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যাড়া সেমাল্যানী ।সাঁদ বুজাইয়া ॥ কোটালের বাটী যায় অবাক্তী হয়্যা ॥ কোটালের মাতা বলে আয় মালী দিদী ॥ বলিছে মাল্যানি গো তোদের দুঃখ হইল দিন ।
তোবরে চায়ে কথা কয়েছি নৃপবরে ॥ প্রভাত হইলে সর্ব্বনাশ তোর ঘরে ॥ এই দণ্ডে ।গীয়া তোমার রাজা দেউটায় ॥ গলায় কাপড় দিয়া নৃপতির বহু ॥ কোটালের মাতা
গীয়া নৃপতির বালে ॥ বিষম কন্দন শুনি রাজা উঠেছেন ॥ জিজ্ঞাসে নৃপতি কেটা কাঁদিছে বাহিরে ॥ কি দোষ হইল নৃপ ক্রোধ হইলে আমারে ॥ কুপিয়া কহিল তবে কোটা
লে জননী ॥ আমী কোটালের মাতা শুন নৃপমনি ॥ ছেলে মোর মন্দ সেষ কয়েছে কিরূপা ॥ গরিব নেওয়াজ মাপ করহ সকল্যা ॥ রাজা বলে কোন নাম তোর মুখ চেয়ে:
২৫ দাবলে এমন কথা কিবে মন্দ সেথে ॥ কোটালের মাতা গেলো আপনার ঘরে ॥ মাল্যানী চলিয়া গেলো আপন মন্দিরে ॥ প্রভাত হইল রাজা বসিল দেওয়ানে ॥ আজ্ঞা দিল ২৫
নরপতি কোটালের গণে ॥ আদালতে হাজির হইল সদাগর ॥ আজ্ঞা দিয়া আনাইল সেই নিশাচর ॥ মালতী নিগোয়ালিনী দুজনে দেখে বসী ॥ বসুপতি আছে তথা
উগ্র ক্ষেত্রের সাথী ॥ রাজা বলে এইসারি ক্ষেমে তোমার ॥ বসুপতি বলে এতো রমনী আমার ॥ গোসা করে এসেছি দুজনে ঘর হৈতে ॥ কথা মোর বাদে বিহুতে চিন্তায় নিশীতে ॥ গো
য়ালিনী বলে আমার কোথা কাব নারি ॥ হরি মোর প্রিয়া আইল তোমা বরাবরি ॥ উচিত বিচার কর ধর্ম্ম অবতার ॥ সকলে কহিল এই রমনী উহার ॥ সেই দণ্ডে বি
দায় করিল দুইজনে ॥ কোটালের বলে রাজা তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥ ছেড়ে দিয়া এর মাথার গর্দান ॥ কোটালের মাতা কাঁদে রাজা বিদ্যমান ॥ করুণা করিয়া দান

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

রাজা মহাশয় ॥ পরের কথায় কভু না কর প্রত্যয় ॥ স্মরণ হইল রাজা যা কহিল বাতে ॥ প্রণাম করিয়া পুনঃ হাতে দিতে ॥ মাথ্যা নিল গোসাঞি দুই
// জগের বড় কেবা ॥ কহ পাপ খুবা বুদ্ধি মতি যেবা ॥ খুবা বলে গোয়ালিনী বড় বুদ্ধিমতি ॥ শুনি ক্রোধে অগ্নি কোপে কহে মৌনবতি ॥ মাথ্যা কে বিচারে হয়
বুকের সাগর ॥ এত্রায় বলিছে খুবো পুরুষ বর ॥ রাজা বলে খুবো সাক্ষী থাকিলে আপনি ॥ তৃতীয় প্রহরের কথা কহিলেন বীর— ॥ ৩ ॥ চতুর্থ প্রহরের কথা ॥
গোপী ॥ পুত্তলি নৃপতি ঃ ভোজনরপতি ঃ জিজ্ঞাসা করিয়া কয় ॥ পুত্তলি কহিল ঃ শবে যে হৈল ঃ কহি শুন মহাশয় ॥ বিক্রম ভূপতি ঃ রাজা
মহামতি ঃ সম্বোধি কহিতেছে তারে ॥ ওহে মৌনবতি ঃ ওবি যশ মতি ঃ কথা না কহিলে মোরে ॥ কহ শুন আহার ঃ কেন না তোমার ঃ কি জানি বে মৌন
ব্রত ॥ নিজ পরিচয় ঃ শুন মহাশয় ঃ ওহে উড়ুগণের পতি ॥ ছিনু সিন্ধু মাঝে ঃ চড়িয়া জাহাজে ঃ বাদশাতি যাযাথানী ॥ আমিতে না পায় ঃ লোহ
গাঁড় দিয়া গেল পুন মনি ॥ কিনিল জহরি ঃ অতি যত্ন করি ঃ রেখেছি মৌনব্রত রে ॥ থাকি ত্রিগণাতে ঃ মরিছি জ্বালাতে ঃ এ কথা কহিব কারে ॥
// কোন দুখ নাই ঃ শুনহ গোসাঞি ঃ নিবে দুনুত্তর পায় ॥ কহ হে কাহিনি ঃ শুনি নৃপমনি ঃ বিক্রম আদিতে বায় ॥ শুনিয়া নৃপতি ঃ কহে রব
প্রতি ঃ এক নৃপতি বাগানে ॥ শুনহে তাপস ঃ বকিলেন বাসা ঃ বৃক্ষ শাখাতে যতনে ॥ অন্য শাখে মোদরে ঃ কাকে বাসা করে ঃ দুই জন বকীর সনে ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বরিহহে হাকে ।
বরিহিহে শুন ।।
একপ দুজনে ।।
বরিহিপেরিথে ।।
বরিবাণানেকে ।।
বরিবোলেশুন ।।
ঠাকুমনে কে ।
চারিজনাগিয়া ।
শুনানয়ন ।। ।।

আমিহাইতোকে ।
পুরুশ্রী বদন ।।
দেখিকরি মনে ।।
হরিয়া বিনয় ।।
নাগারেথাকিতে ।।
বাজেরবজন ।।
চলিলেনবাগে ।।
অঙ্গবেপাগিয়া ।
ভজিয়াসমতুল

দুই যাথশু বাগানে ।
আমিনাহোবিকথাব ।
:পোহিলাবাজমতায় ।
:শুকর্থ নাযেবিআমি ।
এইনিবেদন করি : ।
এইরূপ ভিব দেখে : ।
বেকো খোবহানকে ।
কোমলেএককপাগি ।
তুথুয়াগোতিতোয় : ।

হাকহাসিবলে ।
একুপবগানে ।
বাকিনুপোগিয়া ।
হরি নিবেদন ।
শুনিমাতুমাত ।
বাজার শুমাব ।
যোনের ভিতর ।
স্বর্গেরপুত্তনি ।
আবমুক্তা হাব ।

যাহোথগুখুনে ।
দুপ্রুজ দুজনে ।।
একামজান্যায়া ।
শুনিয়াবাজন ।।
এসব তাবাত ।
পাবপ্রুথাব ।।
অপূর্বসুন্দর ।।
যেসেগোইস্তুপী ।
শ্রীচোসরেতাব ।

শুনাবরি তোবেবালি ।
বলেজাবোদ্দবার ।
দুভাগু সবহাইল ।
দীপবব্বরহস্তামী ।
দুখালেবাব বিতি ।
শুনহাই মরিগেছে ।
দৌশীলোপাকবাড়ি ।
যেনকুসেআছেশপী ।
কিসুন্দরগোলেতালে ।

নারিববদন ।
বাজাবকান ।
হাবেব্বদনে ।
হাহপুপেছে ।
হরনীহাবন ।
সংগাগাবেসুতে ।
বাড়িব ভিতবে ।
যেন সৌদামিনী ।
নাতিসরোবর ।

নাহেবিহমন ।
যাবোপাবকান ।
শুনিযাবাজান ।
শুনমোহাসং ।
কেনথুভ নে ।
হোচালেরমে ।
বাজার শুমার ।
বাসিযাছেশপী ।
অতিমনহব ।

তাহেমাহিধহিলি ।
তাব বিগরেজাইয় ।
শর্ণ শুলহবতো ।
নারিব মুখনারোবি ।
যাহবেহাই শুইতি ।
সোনিপহগাবজিন ।
চালিলেনতাড়াতাড়ি ।
মুখপদ্ম সুবর্ণবায় ।
হেবেমুনিজনভুলে ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

রামবস্তাউঁক ।
আর তিনজন ।
তাহার আসীয়া ।
সোমবারে যেতো ।
হারীবেবর ন ।
মাত্তেহার্জনষ্য ।
পুইকাশ আছে ।
তিহর বেনাম ।
কিতানোলেস্তন ।
এইত উপায় ।
সেইক্ষণেযেতো ।

রাজীহে খুগুরু ।
ইন্দ্রার সমান ।
চেতন হরায়তা ।
মোদের বিকট: ।
হেন অনুমান ।
আপনিক হয়তা ।
দেবের বিপাকে ।
তাবাদি বারবার ।
রাজার নন্দন ।
হাইনু তোমায়ে ।
যেকোতিন সুমা ।

কনুক নুহরিতায় ।
সেক্ষানে থাকতথাবি ।
হাবিল শ্রীরং হাস: ।
আইলোহে ফিরাবনে: ।
চারিজনে মানে হরি ।
গালো দিন চারিজনে ।
রাজকন্যা গর্ভবতী: ।
পাছে তিনজনে মার ।
ত্রিশী তে রাক্ষসী যায় ।
পুনরায় প্রিয় বেদন: ।
আইল হলে ক্ষণী ।

গজেন্দ্র গমন ।
বয়েস বরন ।
পাইয়া চেতন ।
কোথায় গমন ।
আজ্ঞা হকজাদি ।
রাজকুমারে কে ।
হইল স্বামীরে ।
রাজার কুমার ।
হালা বিরাদীয়া ।
ও সদ থানীয়া ।
সাবধানে ররে: ।

তাহার চলন ।
তিনের গমন ।
মেয়ে চারিজন ।
হেরা চারিজন ।
চারি জন নিরি ।
রাজার কন্যা তে ।
অতি বিবেষরে ।
হইয়া কাতর ।
যায় বারবর হতা ।
দিল সোই মন্ত্রা ।
দিবানাই যাবে ।

রাজহংসগতি প্রায় ।
সে তিন মানুষী নয় ।
চাহে চারিকন্যা পাস ।
কেমনে কবে হেমায় ।
তবে সে থামবা পাবি ।
সুখে তেক্করে নবাস ।
শুনহ প্রাণের পতি ।
উজ্জ্বল সেকোরেন কতারে ।
পলাও সোইসময়ে: ।
সুদাগ কথাদি তিনে ।
উঠিয়ে যাবে ক্ষণী ।

হেরি চারিজন ।
তাহারা রাক্ষসী ।
চারিকন্যা হয় ।
শুনরি বেদনে: ।
শুনি চারিজন: ।
সে তিন রাক্ষসী: ।
এই তিনজন: ।
ওসিব রাজকন্যা: ।
ঘোড়া পক্ষিরাজ ।
দিয়ারে বাসরে ।
শুন তিনজন: ।

মোহিত তখন ।
সমান বয়সী ।
দিয়া পরিচয় ।
মোরা চারিজন ।
আনান্দিত মন ।
হস্তার কভুশী ।
নারি বিচ: কন ।
রূপেতে নেকন ।
আসেযে মারে ।
দিবা নাহী যারে ।
তথা তিত হন: ।

হইয়া পড়ে যাবি ।
রাজকন্যা সমস্যায় ।
তারা মোরা চারিজনে ।
বিবাহ না হইল ।
এখন দিন বালাবে ।
সোন মনে বাড়ে আশ ।
রাক্ষসী মনুষ্যনয় ।
উপায় বোল আমারে ।
তাতে তাই চারিজন ।
রাক্ষসী যেন বাজালো ।
রাগ ক্ষণ পাসে বলো ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

পক্ষরাজ ঘোড়া ।। আনি মাড়া মাড়া ।। পাঁচেতে সোয়ার হলো ।। চলে শূন্যপথে ।। বসীয়া মক্কাতে ।। গার্জ্জীরাজকুমার ।। বাঙ্গশী সাহিতে ।। দেখা হলো সনে ।।
চাহে ঘোর চক্ষু মেলি ।। ঘোড়া উড়াইল ।। ধরিতে নারিল ।। বাঙ্গশী ডাকিয়া কয় ।। চাহিছে মানুষে ।। মারিকি সাহসে ।। এক্ষণে দেশে আমায় ।। যদি চাহ জানে ।।
বলো তারি মনে ।। এইতো বাঙ্গশী হরে ।। ছেলেকে লেতে তায় ।। বাঙ্গশী কে আয় ।। রাজকন্যা হাদে তারে ।। পিসে মধুরস ।। নিদায়া হিয়া পরান ।। [illegible] কি আর ।। ।।
প্রকৃত দুঃখের ।। নাহি হেরি বরত্তান ।। মরে হেনু বকি ।। আমি কুড়দাস ।। নাচাই সুরূপ পানে ।। তোমারে বিচারে ।। এড়াইকিরা মোরে ।। যাহা হয় তব মনে ।।
২৭ শুনিয়া রাজন ।। রাকি প্রতি কন ।। কাক কি বলে তাহারি ।। প্রণামি রাজনে ।। কাক হাঁটে মনে ।। কহে আপন কাহিনি ।। পদ জন্য ।। কাক হাণে অবরীতে নৃপ হরাজন ।।
সদাগর এক বাহে বড় মহাজন ।। আপনার রমনীকে বড় ভালো বাসে ।। সদত বাম যেতা রে আপনার পাসে ।। বহুদিন গৃহে থাকি হৈল বিরক্ত ।। বানিজ্যে যাইব ২৭
মনে করিল নিযুক্ত ।। জননীর হাতে হাতে নারিরে সঁপিলো ।। সর্বদা থানি রতে তে রাখিতে কহিলো ।। যদ্যপি জননী যদ্ধু মরে তো তোমারে ।। লোভাই যাত্রি নাকি
বিষ ভক্ষ জার ।। সিন্ধুকের মকেরে মোসুত্তে ভাসিয়া ।। আসিয়া না দেখিলে মারি [illegible] ।। [illegible] নাবতরি সমুদ্রকে ।। তরি গিয়া দক্ষিন পাটনে
উত্তরিল ।। রাজার দেশেতে গিয়া কামান দাগিল ।। বহুসুখ বহু দ্রব্যে রাজারে ভেটিল ।। বাপের কথা বার্ত্তা কহিলেন স্থির ।। [illegible] হেতে দ্রব্য সব করিল বাহির ।।

॥ পুনর্ব্বার বর দ্রুত বিয়া তব নিতে ॥ কি কি বিনি করিয়া থাকেন সে দেসেতে ॥ তোমা পীড়িত হয়্যা রমনি তাহার ॥ আযু যেন হেন তেন হইল হা
হাকার ॥ ছত্রতাজি সেই দেহ রাখে সিন্ধুকেতে ॥ কান্দিয়া বহুত থান সব রাত্রি নোকেতে ॥ [illegible] হৈরিয়া সদাগর থাইন খর ॥ রমনি কোথা
য়ে বান্যে ডাকে সদাগর ॥ কোন দিন থাকিন হেন তাহার জানি নি ॥ শুনি সদাগর কাজে নোষ্টায়ে ধরি নি ॥ সব পুত্রা সিন্দুক আনিয়া দিন রাতে ॥
শুনিয়া সবির দেসে সুখম হইআছে ॥ সিরে সিন্দুক করিবা ইরিহন ॥ মহা ঘোর অরন্যে তে প্রবেশ করিন ॥ বিষ্টির ধার ওলট কেবল
দিব ॥ খাইয়া বোনের ফল বাঝেন সবির ॥ খুটি খুটি ফল ফেলে দেনে সিন্দুকেতে ॥ ধরকন খাও খিয়া বানন তাহাতে ॥ এরূপ সিন্দুক সিরে
নায়ে সদাগর ॥ দিবা নিসি ভ্রমে সেই বনের ভিতর ॥ বৃষবাহনে জান মাহেস পার্ব্বতি ॥ দেখি সদাগর হরি কাহেন তা শুনি ॥ প্রেম বতি হর কেন রে
না বেধনে ॥ কহ প্রান নাথ এর ঘটিল একেমন ॥ মৃত নারি সিরে করি ফান নেকে কাথ ॥ দয়া করি দয়া মরে বাচাও যুহায় ॥ প্রাকিন গম্ভুনি রূপ পরি
বিষু হনে [illegible] কেও মরি বানিয়া সাত সদাগর বলে ॥ প্রাক্ষি সিরে প্রনাম করিয়া সদাগর ॥ রমানির বৃত্যানু কহেন সবিস্তর ॥ শুনিয়া পার্ব্বতি কাহেন শু
নধার বাপু ॥ বাঁচাব রমনি তোর নাহি শুন বাপু ॥ দয়া মহাদয়া করি দিন প্রান দান ॥ উঠিয়া বাসিন নারি পাইয়ে চেতন ॥ কহেন পার্ব্বতি

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ধনভাণ্ড সদাগরে ॥ এনারি তোমার সাথে জদি ধন্দ করি ॥ সুমেরু নখনো করি অগ্নে দিয়া বারি ॥ এখানি মরি রে জান পায়ে এই নারি ॥ কাইয়া কেনা
সে লেনা মাহেষ পার্ব্বতী ॥ এনামিন স্ত্রিপুরুষ সে নৌকাই রাত্রি কাটি ॥ পিপাসায়ে সদাগর কাতর হইল ॥ জান পান হেতু সমুদ্রের বারি লিল ॥ জান পানি করি নি
দ্রা গেল আদর্শন ॥ রমা নিবেদ্দ্য ইলেন কবির সয়ন ॥ উকি দেখে সয়ন করি রাম মানিব ॥ হইল আখোর নিদ্রা সমুদ্রের তীর ॥ এমন সময়ে দেখ দেবের অর্চন ॥
অবিধ্যা যাত্রা এক সাধুর নন্দন ॥ দেখিয়া সুন্দরী নারি সমুদ্রের বারে ॥ তরি হৈতে জিজ্ঞা সাধু বিমনা বমানি রে ॥ কহ বানিকে তোর কোন দেশ জায়ে ॥
২৮ পাইবা নেকড়ই কে বিচিত্র রূপ ধায় ॥ কতক্ষনে নিদ্রা ভঙ্গ হইবে ইহার ॥ কি কাবির হৈনি স্বামি হয়েন আমার ॥ কি মায়ে আসয়ে পাপুণ সেই সদাগর ॥ কাহি
নআইস মোর তরির ভিতর ॥ কান্যা বোলে জান আইসে তরি হৈতে ॥ মুক্তি কার ডেনা এক দেউ তোমার হাতে ॥ ডেনার্ধ পরে বাধিয়া লের মাথে । তবে সেডা ২৮
ইব আমি তোমার নৌকাতে ॥ তরি হৈতে জুনে সাধু ডেনা দিল হাতে ॥ সেডেনা লইয়া দিল স্বামির মাথাতে ॥ শেজিয়া স্বামিরে কন্যা হৈল হৃষ্টমতি ॥
নৌকায়ে চড়ে নিয়া তাহার সংহতি ॥ থারে হৈতে সদাগর জখন আইল ॥ বিনা [illegible] অব এর সঙ্গে তরি ছিল ॥ নৌকায় লইয়া কন্যা চলিল নাও ওরে ॥ বিনা তিন্ন
[illegible] অর সঙ্গে গেল বারে বারে ॥ যেখানে প্রবেস কৈল নিজ অন্তঃপুর ॥ পিছে পিছে [illegible]য়া প্রম দেখিল অন্তঃপুর ॥ সেখানে অন্তঃপুর গিয়া বাসে পরবেসিল ॥

যেতহে বহিলো কন্যা দেগিয়া আইলো ।
চক্ষুমেলি সদাগর উঠি যাব সিলো ।
যে দেশে কন্যা তথা করিল গমন ।
ঘোর নিশি অন্ধকার হেনই সময় ।
দেখা যায় ফকির দিলেন আলা আলো ।
কোন জবোগিয়া আর কন্যে তার গলা ।
এই ভিক্ষা করি আমি দান দেও ।
সদাগর বলে তথা যাই নিজ ঘর ।
পুত্রা তেজ ফকির কথা কি তেঁতে তেঁ যায় ।
সেই বনে মোরে জোগ্মানেকবা ইয়া ।
ফিরিয়া আইল যথা আছে সদাগর ।
শি যবে নাদে হিনা বিকাঁজে সদাগর ।
যে গ্রামে যে বাটীতে আছেন সে রমনী ।
সেই সময়ে ফকিরের সঙ্গে সদাগর ।
ধিরি ধিরি সদাগর দেখিলেন অরে ।
হাঁজিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা হৈয়া সেই কালে ।
সদাগর বলে কি চিনিতে না বোমোরে ।
এর্থকড়ি নিল কন্যা পেটে বান্দিয়া ।
জগা করি কন্যা কহে গায়ে জর এলো ।
শুনি সদাগর সেই ফকিরে কহিল ।
নিজা নিয়া সেই সমুদ্রে র তীরে ।
জাকিয়া ফকির পশ্চাদে থাকি রসও র ।
সে দেশে গেলো ছিলো সদাগর শুনে মনি ।
সর্বোপানে ধরি শিল বাটীর ভিতর ।
হাত্ত পা রি গাছে কন্যা তোর শক্তি করে ।
আমারে নাকাপে এসে এই কথা বলে ।
কন্যা বলে চিনি তুমি ধানের সংসারে ।
কপালে তাবমধ্যে নিলেন শুদ্ধো বি ।
শুনি সদাগর ভাবি কাতর হইল ।
বনে স্নান কর্যা হৈতে কন্যা প্রাণ লৈল ।
দন্তেতে চরণ ধরি নিদ্রা গেল কৈল ।
ফকিরের সঙ্গে করে শেই মগাজন ।
রন্ধন ভোজন করি ফকিরে যায় ।
যে ঘরে আছেন কন্যা ঠাই দিলাম ।
ঘরের মধ্যে ছিলো তব যাগ যোগা ।
ঘরের স্থান আছে সব লইয়া যায় ।
কি করিব আজ্ঞা মোর ফিরো পালে ধর ।
পামে যেতে যেতে তার মুখ পড়ে যায় ।
সঙ্গী পাশে কন্যা বলে ফকিরে কাটি যায় ।
সেই ফকির শিরে তে রহিল যুবতির ।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

২৯

সেইবোতোদিয়াবক্ত পড়ে জেন নির ।
খ্যালিয়া সেইবা দেখাইল সামীমুখি ।
ইনলোকে কাটিলেন মোরথানরাখে ।
দাগিস্যা চিহ্নাণ সেইরো চব ন: ।
মিথ্যাকথা কহিয়েই আমারবনসী: ।
কন্যা লে সব মিথ্যা শুনরসবর: ।
প্রত্যক্ষ দেখই আরে মুণ্ড দেইখ বি ।
দেখি প্রসহাসি বা প্র কে মারবমোরে ।
কে বাগানে বুরে থাজ্ঞাকরহ তুপাতি: ।

চিহ্ন পেয়ে চোকি দার বুরিল পাথেতে ।
কাটামুণ্ড দেখিয়া কোটাল উড়াইল ।
আমারে কাটেন স্বর্ণমক্ষ জমায়ে: ।
মেঘবর্ণ বক্ষ কাক বেশুন চোকিদার: ।
শুনিয়া সব কথা বিস্ময় কোটাল ।
দৃষ্টি বুদ্ধি করিয়া কাটিল মোর পা তি ।
মুখে জল দিল ঘুল খেলা দিলো তায় ।
শুন রাজা সেই আমি তোমার বাগানে ।
ইহ মোন [illegible] চাবা: ।

কেবা দুইজন তোমা যাও তোমারেতে ।
এ মুণ্ড কাহার হতা সত্য কহি বলো ।
কান্দিয়া কহে বধ বিরাম দুটি পায়ে ।
সেই মুণ্ড তোমা এই রাখে আমার ।
দুজনারে পাঠাইল যমা মহীপান ।
হয় নয় এই মুণ্ড দেখ হ তুপাতি: ।
পুষ্প ২ শুনি মরা গড়াগড়ি জায়: ।
কান্দিয়া আর্তি [illegible] কথা কহেলে ।
ইহ [illegible] কেবা গানে আর [illegible] রবাজার ।

সেইবা মোনাই কিরে খেয়ে তারা দোষী ।
কিন্তা বণে এই যে পুরুষ মোর সাথে ।
শ্রীহস্তা করিয়া তবে কোন প্রয়োজন ।
সদাগর কোটালের কহিলেন বাণী ।
সকল বৃত্তান্ত শুনাইল সদাগর ।
সদাগরে বলে দুষ্ট মতি নো বনারি ।
নৃপতি বিস্ময় পেয়ে কহে সদাগরে ।
নাহি বিনা বির মুখ শুনন ব পাতি: ।
হার বোলে আমার বিচারের কি মাকে ।

২৯

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

বিদায় করিয়া দিতে হয়ে গোসাঞি তাকে ॥ শুনি মৌনবতি কোপে জ্বলন্ত শরীর ॥ হত্যা অন্যায় ফকিল আর হার ॥ রক্ত যাবে রাজ্য রবে রাজার বাগানে ॥
আমার বিচারে এই মুনি হে রাজনে ॥ বিক্রমআদিত্য বোলে স্বামী আছে মোর ॥ হইলেন কন্যা মৌনবতি মনস্থির ॥ স্বামী মাহো দাসী গান শুনিলে নৃপে ॥
রাণী অবগা নেহ নি এই কথা কহিলে ॥ শ্রীপাদি হঙ্গ ॥ ঌ ॥ পারে কেপ মহাশয় ॥ মৌনবতি প্রতি কহিয ॥ স্মরিলেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥ মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হৈল ॥ বিল
মোর কিছুল ॥ মাগ্য দেই আমার গনায ॥ কন্যা বলে দুর্গা নি ॥ দোহন করিহ হাসি ॥ তবে স্মরণ হবে ইপরব ॥ হাতি আছে স্থূত হেয়া ॥ ভাল বেতালেতে গিয়া ॥ সুম
চেপে রবি সর্ব ॥ জাগিবে দোহিন করি ॥ দুগ্ধ দিল তাম্বু হরি ॥ মৌনবতি আমোদিত আনি ॥ হাসি মৌনবতি কন ॥ শুন শুন দাসীগন ॥ ভন সিন্ধু রাজ হৈন রানি ॥
পরিহর চাহিবারে ॥ মোরে কিন্তু লজ্জা হবে ॥ রাজা নিলে বারবর কেমন ॥ রাজা দিলে পরিচিত ॥ উজ্জল দেখে তে স্থিতি ॥ বিক্রমআদিত্য সবে জানে ॥ মৌনবতি প্রেম করি
এমতি বিহর বেরি ॥ রসাইলা আসি নারবাসে ॥ শ্রমা করিব নবপতি ॥ আমি হে অবলা জাতি ॥ তুমি জ্ঞাত আখ বিজনামে ॥ রবমাণ্ড দিল গানে ॥ তুষ্ট হৈয়া বস্তু হলে ॥
তাম্বুল জোগান বামে বাসি ॥ রতিরঙ্গে হৈল মন ॥ উন্মত্ত দুইজন ॥ দাসী বাসনায় দোষ হাসি ॥ প্রথম বয়স ছিল ॥ রাজা তত মৌ দিলো ॥ আরাজি ভাব তৈর মেলা
রাজা শুভ রাগিনী আতি ॥ সেই রূপ মৌনবতি ॥ উভয়ে হৈয়াছে ভালো মেলা ॥ এই রূপে এক মাস ॥ ছিল মৌনবতি পাশ ॥ উজ্জল যাইতে হৈল মন ॥ সাথে লোনা মৌনবতি ।

বিক্রমাদিত্য নৃপতি : উজ্জানে জে ছিল রাজন : হৈল না হবে বনয় : হেন রাজা দয়াময় : পুন রাজা ভোজ দেবর : তাহার সদৃশ হবে : তবে ত বসিতে
পারে : পুত্তলিকা কহিল উত্তর : পুত্তলিকা আসি পাড়ি : জনিম বিমানে : চড়ি স্বর্গবাসে : নিজ দেহ পেয়ে : পঞ্চ পুত্তলিকা ক্রেমা : যৌবনবতী তার নাম :
ভনিলেন কিতহেন হিয়ে : পঞ্চ পুত্তলিকা কথা সমাপ্তং :॥ ৫ ॥ : ॥ ষষ্ঠ পুত্তলিকা কথা আরম্ভ :॥ ৬ ॥ : ॥ পারে দিয়ে মন : শুন সর্ব্বজন : বিক্রমাদিত্য কাহিনী :
কবি সুতাদিন : ভোজের রাজন : বসিতে জায় আপুনি : চক্ষুপা পুতলি : কহি কুতাঞ্জলি : ভোজের নিকটে কয়ে : নারে সে রাজন : এই সিংহাসন : বিক্রমাদিত্যে
৩০ বহয়ে : রাজা পূর্ণবান : নাহি সমান : উজ্জানেতে রাজা ছিলো : তাদের সন্ততি : কন্যা রূপবতি : বিবাহ তারে কর বিহিলা : জন্মিল সন্তান : মহাগুনবান :
বিক্রমসেন নামেতে : সেই রাজা : শিক্ষি সর্ব্ব কাজ : বালি হইল যুদ্ধেতে : আছেন আগারে : বিক্রম কেশরে : পাত্র মিত্র প্রজা পালে : ভাবিয়া দেওয়ান : সংবাদ পা ৩০
ঠান : লোক দিয়ে বাক্য স্থানে : শুনি নৃপবরে : আসিয়ে বাহিরে : প্রজা পুত্রবৎ করি : রাজ্যের পালন : করেন রাজন : পাত্র মিত্র সঙ্গে করি : রাজা কহে শুন :॥
কারিকর আনা : সন্দু তোমে দেয়ো তারে : গড়ি তার মূর্তি : আনি শিঘ্রগতি : রাখিবে মোর নজরে : আনি কারিকরে : সন্দু দিলো তারে : গড়িতে সোনা
রবানি : সোনা লৈয়া গেল : গড়ি আনি দিলো : তার মূর্তি মুক্তি আনে : দেখি সর্বজন : হরষিত মন : বনে হৈয়া ছেরোনে : বক রুচি কয় : অন্য নাহি হয় :

উঠে তেনাই কাতরে : ক্রোধবাণী কর : জ্বলিত অন্তর : কেনে দিলো আজ্ঞা ছাড়িয়া : জানি ছিলো তাতে : পাপিনী উঠিতে : হলো কেন তাহে মিয়া : সু... নবা
জন : মানিতে মোচন : বররুচি প্রতিকয় : রাজার সভাতে : রাজা থাকি সুমাতে : ... নাই কি আসয় : বররুচি তবে : কহিতে হইবে : মনে মনে ... করে :
তিনি উঠি দেশে : কেমন সাহসে : এক আকবর বুলোরে : কহেন সুমিন : উঠি দেশে তিন : আমি হইন মোকনাগে : একাকিনী আমি : হয়ে নাই বাণী : ব . তি
সভার মাঝে : শুনিয়া নৃপতি : বররুচি প্রতি : ক্রোধেতে অগ্নি সম প্রায় : দূতেরে ডাকিয়া : কহেন কুপিয়া : মসানেতে কাটো হয় : দূত আজ্ঞা পায় : বন্ধন
করিয়ে : বররুচি নিয়ে যান : তাহারে তেজি যে : অক্রুর কাটিয়ে : রাজার কে ওকে যান : দেখিয়ে নৃপতি : হরষিত মতি : ক্রোধ নিবারিল তায় : বররুচি
পরে : বৃন্দ পরিবারে : নৃষ্কা ছিত হয়ে রয়ে : রাজ্যের ভিতর : এক দ্বিজ ঘরে : রহিলেন মহাশয় : [illegible] : গোপনেতে স্বপন : শুনে তাজ মহাশয় : এই কে
পোরাজা : পানে সর্ব ছাড়া : সোমদেবের স্বপন : রাখা রাকিল জন : মৃগয়া কারণ : জাইবার কেন মন : দূত আজ্ঞা পেয়ে : চড়ি অশ্ব গজ : নানা প্রকার
দড়ি : নানা তরোয়াল : ধরি কোন খান : দুয়ারেতে ঘোড়া চড়ি : মৃগয়া কারণে : গেলেন কাননে : রাজা বিনা ধনি যাতে : মহিষ গণ্ডার : মারিল বিস্তর :
পশু ধরে নানা মতে : মারিল হরিণী : জানিয়া অগ্নি : কাননের দুই পাশে : এমন সময় : হরিণী পলায় : রাজা অশ্ব দোড়াইয়া সে : ছুটাইল তাড়া :

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মাংস পায় তারা : বায়ুবেগে পলায় : পশ্চাতে পশ্চাতে ; ধায় রাজসুত : দিবা অবসান হয় : নিবিড় কাননে : প্রবেশে রহিলে : আচ্ছাদিল দিবা
কর : রাজা বনপ্রান্তে : গহন কাননে : হারাইল সবে খবর : মুনির পথের : আনো না কুমার : চিন্তিত উদ্ভ্রান্ত মনে : বনে বাজে পুষ্প : হইল চিন্তিত : ধাবদে
শালাইয়া পায় : প্রবল উত্তরে ॥ যদি মারে মোরে ॥ গম্ভীর কাণ্ড মাইয়ে ॥ তারিয়ে কুমার ॥ বৃক্ষের উপর ॥ চড়িলেন ক্ষেত্রবাসে ॥ দৈবের ঘটনে ॥ দেখা
৩১ সেইখানে ॥ ব্রাহ্মণ তপস্বীকে দেখা ॥ ধ্যানের ভয়ে পলায় বেতালে ॥ তারপর হইলা ধ্যানবাম ॥ যেথা আছে রাজার ॥ আইল কুমার ॥ তথানুই চড়িলো তায় ॥ ৩১
রাজার নন্দনে ॥ আশ্বাস বচনে ॥ তুমি পুত্র অবোধ দেয় ॥ সেই ব্রহ্ম খানি ॥ শইল শৃগালী ॥ তাহা রাজকুমারে ॥ বৃক্ষের তলায় ॥ কাঁপিয়ে ক্রন্দন ॥
ফেলে দেও এনবে ॥ শার্দুলের বাণী ॥ তথাপি কেন শুনি ॥ রাজকুমারে কয় ॥ এই না হইলে ॥ নাহি হও ভিত ॥ দিবারাত মোহ ভয় ॥ তৃতীয় প্রহর যামিনী
অত্যুগ্র ॥ ব্যাঘ্র বলে তখন কেবে ॥ ফেলে দেই নর ॥ খনা হইব ॥ খুলে আছো বৃক্ষের পারে ॥ তথাপি নির্ভয় ॥ মেরে উঠাইলে ॥ কাইন রাজকুমারের ॥
শুনও রতাই ॥ আমি নিত্য জাই ॥ তুমি জাগো মোর পরে ॥ উঠায় কুমারে ॥ সেই শাখে কোলে পারে ॥ দিবা গতপ্রায় জাতি ॥ ব্রাহ্মণ সেই কয় ॥ রাজার ক্ষেত্রনয়
নাহি বলো তোরে এ রাতি ॥ নিজ তোলে মারে নো ॥ মোর কথা শুনো ॥ পাপুরে ফেলো ঠেলিয়ে ॥ ধুলি উত্তনয়ন ॥ কোপ ক্ষত্রে চান ॥ কুমারের কাঁপে হিয়া ॥ বুদ্ধি [illegible]

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

রাজার কুমার। ওলসুকে ঠেলিয়া ফেলে। ডালে বিন্ধিল খ। হইল আচম্বিত। নাম্বিল বৃক্ষ তলে। ওলসুক বিস্ময়। শুক্ক হইয়া রয়। দুষ্ট মাত্র বরজাতি। [illegible]র।
বিহিত। হরিবর্ড চিত। আগেত তোহার ধাতি। বিশাগত হুয়ে। তানু বর্ডদয়। হইল প্রভাত কালে। পলাতো সাধুন। ভয় দূরে গেলো। নারিলো বৃক্ষের তলে।
ওলসুক তাহারে। রাজকুমারে। বৃক্ষ হৈতে উচ্চ বোলে। বালি সঙ্গে মিরা। রাজ্যের কুমারে। চারিচঙ মারে গালে। সঙ্গে মিরা বিনে। বাঞ্চিনা হি জানে। ক্ষিপ্ত হইল।
কুমার। আসিয়া স্বদেশে। পথে ছিলো বাসে। রাজা দেখি চমৎকার। উৎসব পাগনে। সঙ্গে মিরা রণে। উত্তর দিতে নাহি কথা। ক্রিম থাদিত। হইলো চিন্তিত।
চিন্তিত কুসার বোহিথা। হাজারে হাজারে। বেড়ে আনি খরে। না বিনা তালা পরি। বরকাচ হতে। তবে ভালো হৈতে। ছাইল উজ্জল নামে। কহে সখা জন। শুনহে রাজন:
সন্ন্যাসে মেলে তাহারে। কহে ফানীদাস। নাহি তুমি পাশ। সোমে সর্বদা কুমার। গুপ্ত বেশে কোথা। আছে মহারথা। তবে হৈতে বুঝি তায়। ফণী দাস প্রতি। কহিল নৃপতি:
চিন্তা হতার উপায়। যৌবনা নকারে। দিলো নৃপবরে। সকলে খুনিতে পায়। বরকাচ নিয়ে। শুনে বধু হৈয়ে। সংবাদ কহি পাঠায়। উজ্জ্বল [illegible] ভাণ্ডার। দেন আদি
শ্রীপ্রকৃতি। তবে থামাগিয়ে। কুমারে দেখিয়ে। তাহার বিবরে পাব। রক্তের ভাণ্ডার। ফেলেন সবর। বরকাচ মান সত্য[illegible]। রাজা হৈল চমৎকার। রণেতে বান্ধিতি। ক্রোধে
ভাণ্ডার যমা। । * । ত্রিপদ ছন্দ । * । বধূ হ্বাণ বরকাচ নিয়ে রাজবাড়ী। ভাণ্ডার ভিতর বাসিলেন পাতি পিঁড়ি। সেই খানে রাইলেন রাজার কুমার। বরকাচ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অমাবে জিজ্ঞাসে বারেবার ॥ সাসে মিবাবাক্ত কহে রাজার নন্দন ॥ বররুচি বুঝিলেন অর্থ বিবরন ॥ পুনই অমাব এক শ্লোক মোর স্থানে ॥ বিবেচনা করিয়া বুঝই মনে মনে ॥
শ্লোক ॥ * ॥ সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তে কিন্নাম পৌরুষং ॥ ॥ সদ্ভাবেতে প্রতিপন্ন অর্থ বুঝে বে সবে ॥ মেতো হরণ কৌতুকাদি
রবে ॥ পুনর্বার বঞ্চনা করিলে কেমন ভাবিয়া ॥ নিদ্রিত ছিলোম মেই কোলেতে তুলিয়া ॥ আপনের তেলা দিকে ঠেকিলো সেহানে ॥ কই রাজপুত্র তাহে বিক্রম হেলে ॥ ॥
সেই রাজার অস্ব বররুচি ভাষে ॥ শুনিয়া সোমবিবা বালি কেন অর্থ প্রকাশে ॥ পুনরপি এক শ্লোকে ভাবে কহেন ঘ্রাণকনী ॥ শুনিয়া হয়ে কানেন অমাব গুননিধি ॥ শ্লোক ॥
সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥ ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈঃ মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥ ২ সেতুবন্ধ সমুদ্রাদি যদি কেহ যায় ॥ ব্রহ্মহা জনের পাপ ক্ষয় হয়
তায় ॥ বিশ্বাসঘাতকী মিত্রদ্রোহী যেই জন ॥ সেই জন তুমি পুনরাজার নন্দন ॥ বড় দুঃখ কম্ম কৈলে রাজার কুমার ॥ এ সোব পাপেতে তব নাহিক নিস্তার ॥
বুঝিলেন রাজকুমার কন বররুচি কথা ॥ অধোমুখে লজ্জিত হইয়া থাকে তথা ॥ সমে তো আজি মিবাবাক্ত কহেন নন্দন ॥ পুনএক শ্লোক পাঠ কৈলেন ব্রাহ্মণ ॥ শ্লোক ॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৩ ॥ মিত্রদ্রোহী পাপে কভু নাহিক পাবার ॥ হরিয়াছ মোহিনী সব রাজার
কুমার ॥ নরকে গমন হয় নাহিক সংশয় ॥ নিরুপন চন্দ্র সূর্য্য যত দিন রয় ॥ মিবাবাক্ত হইল তাহা এই শ্লোকেতে ॥ রারাবাক্ত মাহ কহে নৃপতির সুতে ॥ প্রথমই ॥

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

শ্লোক ॥ ✽ ॥ বররুচি পাইবে ॥ এখন কহবেন সেই রাজা বক্রমারে ॥ শ্লোক ॥ রাজা সেই রাজপুত্র হাসি যাদিক গান ঐ জ্ঞাসি ॥ দেহি দানং দ্বিজায় চ দেবতা বরনং করু ॥
রাজা বনগঞ্জন শুন কথা মার বচন ॥ আপন কন্যা না চিন্তা কর স্মরণ ॥ দ্বিজগণে দান করো পুণ্য প্রাপ্তি হবে ॥ দেবতা বরিন করো ভক্তি যোগ দিয়ে ॥ বিধান থানীয়ে
যত্ন করাও বাটীতে ॥ শুনেই আছো নিরন্তর আপন গৃহেতে ॥ তাতো হৈল সেই বররুচির কৃপায় ॥ ধনা মূলরাজ পুত্র বররুচি পায় ॥ গুরু কৃপা হৈতে মোর ব্যাধি গেলো
দূর ॥ হইল না মত কর প্রায়শ্চিত দয়াল চারবর ॥ চমৎকার হৈল সর্ব্ব বিক্রমাদিত্য ॥ আপনি বেবাদি কন হইবা নিমিত্ত ॥ এক শ্লোক পাঠিবে উজ্জয়ন রায় ॥ শাবেদেতে বর
রুচি শুনি বর পায় ॥ শ্লোক ॥ ✽ ॥ গৃহে বসি কেমন বিপ্র তব ব্যাস নেবাসৎ ॥ মহক ত্বাত্র মনুষ্যানাং কথং জানাধী শুন্তরি ॥ ৩ ॥ গৃহে বাস কর্তাম শুনহ
আক্ষণ ॥ বনমধ্যে কেমন তোমার আপনি ॥ ব্যাঘ্র ভল্লুক কতে বলে হৈল কথা ॥ কেমনে শুন বিবরণ জানে এ বারতা ॥ শুনি বররুচি কন শুনহে রাজন ॥ এমন কহিবেন
রাজা মহা মাত্য জন ॥ ॥ শ্লোক ॥ দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতি ॥ তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যা তিলং যথা ॥ ৬ ॥ দেবতার কৃপা আর গুরু কৃপায়
জিহ্বাগ্রে সারদা বৈসে মহাশয় ॥ নহু এক দুঃখিনী কোন জনে জানে ॥ ভানুমতীর উরুদেশে তিলের সন্ধানে ॥ পরিচয় পেয়ে রাজা আনন্দে তাহার ॥ দ্বিজ বেশে
বররুচি কে প্রণাম ॥ স্বপ্ন কোলে করিলেন উজ্জয়নের রায় ॥ বররুচি প্রাণ পাইল রাজার সভায় ॥ সাল জোড়া হাতি ঘোড়া দিলো মুক্তাহার ॥ বিক্রমাদিত্য

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ন-৫

সর্ব্বসত্য পাতালে সত্য তিন সর্ব্ব করে ।। সেই দ্বীপ পাইত্ত আজ তোমাকে কহি সম্প্রতি ।। তবে সেবা সিংহ এই সিংহাসন পাব ।। কহিয়া ভক্তজনি আসি
পাইনু সত্তর ।। নিজ মূর্ত্তি দেখি দিলেন স্বর্গের বসতি ।। দাবা সিয়া সেদিনাত দিন নৱপতি ।। ।। সমাপ্ত পুতলি [illegible] ।। ।। ত্রিপদী ছন্দ ।। ।।
আর দিন পুন : মনদিয়ে শুন : প্রভাতে ভোজরনাথ : দিন শুভক্ষণ : করিয়ে রাজন : কহিলেন সব সমাচার : সিংহাসন পরে : যান বসিবারে : রাজ্যেতে যেন ঘো
সনা : বাদ্য কর্ণন : শ্রী আকরি আনো : রাজা কি সবে বাজেনা : সিংহাসনোপরে : যান বসিবারে : পুতলি হাসিয়া কয় : এই সিংহাসনে : বসিলে রাজনে :
৩৩ গুনাহি সমর্থ : বিক্রম ভুপতি : ত্রিজগতে খ্যাতি : গনের সমান ছিল : সত্যে ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির : ছিলো [illegible] : ধন ঐশ্বর্য্য সমারিধ : তার সম হবে : ইহাতে রে ৩৩
তবে : বৈসন ভোজনর পাতে : রাজা কহে শুনি : পুত্তলির বাণী : শুনিব তব মুখেতে : সেই গুনাগুন : কহিতে এক্ষন : রাজার হইল মন : কহিতে পুত্তলি প :
পুন পুন রূপ : সে সব গুণ কথন : এই কহি সেই বাজা : পালে সর্ব্ব প্রজা : এক দিন পুন প্রভাতে : পৃথি সর্ব্ব জনে : দুঃখ মনাই জানে : বিক্রমাদিত্য রায় :
দিলেন ঘোসনা : বিশ্ব রত্ন জানা : সর্ব্ব আগমন ভার : [illegible] : পুনা যে সর্ব্বদা : নিকটে রবে থাক : ঘোসনা শুনি যা : দেশ হিতে [illegible] : সকল
তপস্বীগন : সন্যাসি মহন্ত : [illegible] : উদ্ভানে হৈল গমন : একত্রি হৈল : পুন মহামত্ত : [illegible] নিবেদন : ভুমি [illegible] : [illegible] :

আচার্য্য দেখি রাজন ॥ একাদশী ব্রত সাধে দোয়াদশে ॥ মহেশ দৈত্য দলনি ॥ কত কত ঋষি ॥ তপস্বী সন্ন্যাসী ॥ পূজা করে কায় মনে ॥ দ্বিজ শক্তি পূজি ॥ দৃঢ় [illegible] মানি ॥
সেই চণ্ডী পূজিবে ॥ নদী তীরে গিয়া ॥ উত্তরিল যাইয়া ॥ অগ্রে এক ব্রহ্মচারি ॥ অমাবস্যা রাজা দেখে ॥ কেলি স্নান পূজা ॥ সেই নদী জলে বলি ॥ পূর্ব্বে সেই নাম ॥ দেখ তাহা পূজিয়ে ॥
দুর্গা দশনি হরিনি ॥ দেখিল রাজন ॥ সম্মুখে ব্রাহ্মণ ॥ বসিয়াছে ধ্যান লইয়া লন ॥ মুদ্রিত দুই আঁখি ॥ মন স্থির রাখি ॥ তার বিভেদ কেমন ॥ জিজ্ঞাসে রাজন ॥ ওহে ব্রাহ্মণ
ভাবিয়ে কিবা বনে ॥ আসিয়াছ মম সাথ ॥ দোষ হে তোমার ॥ কহ শুনি বিবরণ ॥ চাহি চক্ষু মেলে ॥ দ্বিজ নৃপবরে ॥ দেখি তো কহ হে স্বামী ॥ মুনি নৃপ কয় ॥ শুন মহাশয় ॥ দ্বিজ
মথাদি তত্ত্ব আমি ॥ কেন তপ করো ॥ ওহে দ্বিজবর ॥ বিশেষ কহ আমারে ॥ শুনি যে ব্রাহ্মণ ॥ তপের বিবরণ ॥ শুনান সেই নৃপবরে ॥ একাদিনে মোরে ॥ দেবী স্বপ্নে বলে
ছাইলা জগৎ মাতা ॥ শুন দ্বিজ বানি ॥ দিয়ে বাজ বলি ॥ মারিবে শুম্ভ জিতা ॥ যা রবে অক্ষয় ॥ হইব সদয় ॥ সিদ্ধি হবে মনস্কাম ॥ মুনি স্বপ্ন বাণী ॥ পোহালো রজনি ॥
আইলু চণ্ডীর ধাম ॥ বন্দী নৃপবরে ॥ কহি বারে বারে ॥ না শুনি নো কহ সেহে ॥ কি কহিব বল ॥ জালিয়ে আনল ॥ চতুর্দিকে আহিবসে ॥ রাজা বলে শুন ॥ শুন দ্বিজ
ব্রাহ্মণ ॥ চিন্তা নাহি কিবা থাক ॥ আমি হইব বলি ॥ হয় কুতুহলি ॥ পূজাইব সন্তোষ ॥ শুনি যে ব্রাহ্মণ ॥ প্রফুল্লিত মন ॥ ক্ষত্র তুমি নিলো হাত ॥ দ্বিজ কৈল পূজা
মনমোহন রাজা ॥ কাটে [illegible] নামে ॥ এই সময়ে ॥ সদয় হৈয়ে ॥ মজানেন আহিবিয়া ॥ মমবাক্য শুন ॥ রাজন বর লন ॥ সন্তোষে মহামায়া ॥ হাদি তারি
এ তাহা মাগি যাও ॥ নৃপতি চণ্ডী কেন ॥ শুন গো তারিনি ॥ লোলজিহ্ব জননি ॥ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ॥ যাহা কহে আমি ॥ পূরাও অভিলাষ ॥ এই নিবেদন হরি ॥

৩৪

আমি মহামায়া ৷৷ বিজয়ের সদয়া ৷৷ হাতে হাব দিগম্বরি ৷৷ নৃপবারে স্মরি ৷৷ জগজ্জননি ৷৷ দ্বিজ হিন বর মাগো ৷৷ শুনিয়ে প্রাপ্তক্ষণ ৷৷ কৃতাঞ্জলি হিন ৷৷ পদতলে স্থান দেগো ৷৷
পুনরূপ বানি ৷৷ শুনেতে বানি ৷৷ অধিরে সাবাসধারি ৷৷ মুরারি পরাক্রম ৷৷ ধর্ম্মে যশম ৷৷ হবে উজ্জ্বলাধিকারি ৷৷ লোতি দেবীবর ৷৷ আশী বিজয়র ৷৷ পুমেবসে প্রবর ৷৷ পরের
জীবনে ৷৷ ক্লেশপ্রান পন ৷৷ সুম তিজ জগতেশ্বর ৷৷ সপ্তম কিরাতি ৷৷ হইত্যাসা দেহি ৷৷ গেলেন অমরাবতী ৷৷ পুত্তলি বচন ৷৷ শুনিয়া সাধন ৷৷ ক্ষান্ত হৈল নরপতি ৷৷ সপ্তম পুত্ত
লিকা কথা সমাপ্ত ৷৷ * ৷৷ অথাষ্টম পুত্তলিকা কথা ৷৷ ৷৷ ত্রিপদ ছন্দঃ ৷৷ শুভক্ষণে সিংহাসনে যাবেন বসিতে ৷৷ অষ্টম পুত্তলি কহে রাখিতে হাসিতে ৷৷ ক্ষিমা
দিবরবাঞ্ছা সিংহাসনে ৷৷ শুনহে হাতে শ্রীমর্ঘাসিংহ রাজন ৷৷ আমেতা বতার হুল্য হও তোজ হস মানি ৷৷ রাজা বলে কহ বিক্রমাদিত্য কাহিনী ৷৷ পুত্রূপ
পুত্তলি কহে শুন দিয়া মন ৷৷ একদিন সিংহাসনে বসিয়া রাজন ৷৷ নানা দেশ দিনের সব সহিতে ৷৷ বিচার করেন রাজা বসিয়া সভাতে ৷৷ অকস্মাৎ এক যোগী
আসিয়া সভায় ৷৷ আশীর্ব্বাদ করিলেন বিক্রম রাজন ৷৷ মৃত এক তোতা পক্ষী হাতে ভিতর ৷৷ সন্ন্যাসী কহিছে শুন শুন নৃপবর ৷৷ তুমি বড় দাতা খ্যাত দেশ বিদেশেতে
শুনিয়াছি আসিয়াছি কিছু যাচিঞা করিতে ৷৷ রাজা বলে [illegible] আমার সোব স্থানে ৷৷ যোগী বলে সত্য কর মোর বিদ্যমানে ৷৷ সত্য ফিরাইবে রাজা বিক্রম [illegible] ৷৷ ৷৷
যাহা চাহিবে তাহা দিব নাহি [illegible] ৷৷ যোগী বলে [illegible] নিভৃত স্থানে ৷৷ যানি [illegible] তোতা বাচা [illegible] ৷৷ এবারে কহে এক কথা কহি যোগীবর ৷৷
এই তোতা পক্ষী দেখ মৃত কলেবর ৷৷ শুনি অাপি রাজা ওঁগি বড় দুখ যান ৷৷ মৃত্যু শরীরেতে আমি দেহ প্রাণ দান ৷৷ এই তোতা [illegible] মোর প্রাণ ওষ্ঠাহ্য ৷৷

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

এইতো প্রানপাইনু মহাশয় ॥ রাজা বলে মৃত পক্ষী বাঁচাইলা কেমনে ॥ যোগী বলে কি তা জানো শ্রী আগুরু কেনে ॥ রাজা বলে ... দিব বাঁচাইয়া ॥ ॥
চক্ষু হবে মলিন হবে তোমা পানে চেয়ে ॥ সন্যাসী বলি লোভ তো হিব নৃপবর ॥ শুনি পক্ষে প্রান ছিল কিমবা কিরূপ ॥ সেই কথা যানে যোগী মনে মনে হাসে ॥ নৃপতি
স্বপ্রান প্রবিষ্টল পক্ষী দেহে ॥ সন্যাসী দেব সুরেল নৃপতি শরীরে ॥ রাজা তোতা পক্ষী হয়ে বৃক্ষে বৃক্ষে ফিরে ॥ সোঁটা হাতে সন্যাসী মারিতে যান তারে ॥ বিপত্তি
পাইয়া রাজা ডাকেন ঈশ্বরে ॥ পবনের দয়া হেতু বিপত্তি দোসঁয়া ॥ গবাক্ষ দ্বারে বেগে গেলা পলাইয়া ॥ এইমতে সেই পথে রাজা পাইল প্রান ॥ সেই পক্ষী
বেলক্ষ বুঝায় বাগান ॥ সন্যাসী হইল পক্ষী উড়ে গেল ॥ এই দিন সিংহাসনে নিজে বৈসাইল ॥ সেই সিংহাসনে রাজপুত্র বেউজ্জ্বল বেবকে ॥ সন্যাসীরে দোর্ভয়
পাইবে রাজন ॥ তোতা দেহে তুমি আছে কেন পলায়ন ॥ সন্যাসী ভয় পাইয়ে মনে ভেদ ॥ সোনা প্রাণে তারা কি নাগিলা কহিতে ॥ আইস তত পক্ষী দেখো আশা ও
সহিল ॥ প্রত্যক্ষ: হাণদে মোর সম্প্ন থমর্থন ॥ যেথা বৃক্ষ তোতা দেহে আইল রাজন ॥ সেই খবরি সন্যাসীর উংকণ্ঠিত মন ॥ মৎস্য তপ পক্ষী থানি রাজিব কহিল ॥
স্বাবই রাজ্যের তোতা রাজা আড্ডা দিল ॥ শত শত বাইথা পক্ষী হইয়া ॥ ধরিলো রাজ্যের তোতা জালে দড়ি দিয়া ॥ তোতা প্রতি সন্যাসী মোহবন্ধে দিয়া ॥
ধরিয়া কিনো ভজে তোতা সন্যাসী নিদয়ে ॥ সেই রাজ্যে পুত্র মোর নামে বেড়ি মারে ॥ রাজা আত্ম সত্য আগে তোমার নিজে তারে ॥ লোক দানা ইক্ষু রস খণ্ড পাইবো
এক মান মোহর গত হই রাজা দিতো ॥ সন্যাসী হইয়া রাজা কিছু নাহি দেয় ॥ চেড়ি মার লোক মোর কিত গালি দেয় ॥ মোহরের বাবতা পাই যে চেড়ি

এইস্ন

জাগাহুতি আগেনাংবনে থাগুগাব। হরিল রাজার তোতা চক্ষের নিমিষে ॥ তোতা দেহে বিক্রম আদিত্য দোসহায়ে ॥ আপন ইচ্ছায় রাজা রহিলা দিগোত্তায় ॥ গুরবানাছ্যা
দৃষ্টিমাত্র উড্ডাতেরায় ॥ তাদোর্ষমা চূড়িমার বিমুম হইয়া ॥ দোস ইচ্ছায় পক্ষী পড়িল থাদিয়া ॥ পায়ে রজ্জু দিয়া ব্যাধ করিল বন্ধন ॥ নবোসহিন পক্ষী করলো
গমন ॥ তোতার পড়িবে বিল দাঁড়ে বসাইয়া ॥ সুহাগুণ্ড পোষ্ছমোর পক্ষীরে দোসিয়া ॥ কতদূর গিয়া রাজা উড্ডা দিলো হাতে ॥ ঔর হিংসা করিবে কেনা বিনা
অপরাধে ॥ কারিবলে পক্ষী প্রতি মোহর নাহির ॥ সেহরিনে প্রিয়াছাদি পালান হরিব ॥ রাজা বলে হেডে দেহো সকল তোমায় ॥ হাজার মোহর আমি দিব হে
তোমায়ে ॥ রাজার বচনে পোষ্ছ মোর স্থান লোয়ে ॥ হেড়ে দিল পক্ষী অবরজন খুলি যে ॥ বিক্রম আদিত্য পোষ্হমোর নইয়া যায় ॥ তোতা দেহে মহা
৩৫ ঃ রাজা রায় প্রিহের ॥ পার মুন যোগী রাজার থসুর্বকাহিনী ॥ অন্দরে আছিল যত বিক মেবরাবী ॥ কোন বার্তা যোগী রাজার মনে নাহি রিলো ॥ বিরাহ ঃ ৩৫
হইবারে বলে সাজে জানাইলো ॥ মাজাহ্নি বহুকন্যা ছিলো পরম সুন্দর ॥ সেই কন্যা যাহে শ্রাই মনে স্থির ইহি ॥ শুভদিন বিরপোন করিল পড়িতে ॥ এই
সময়েতে দেব মাইনেতে ॥ বিবহ সুনি যাহে কন্যা লোন সবোরব ॥ দাসদাসীগন সবে হইল থন্তর ॥ সবোবর ঘাটে থাকে পোষ্ছ মোর বর ॥ পক্ষীরূপে পান করে
বিক্রম অমর ॥ গতিশুনি সেই কন্যা হইল থণ্ডাল ॥ দাসিপাচ হইল পোষ্ছ মোর বিদ্যমান ॥ গিয়া দাসী বিবরে আপী কহে সমাচার ॥ কেঙা নে কোন কবে থাকি
চমৎকার ॥ শুনি কন্যা আপুনি চলিল তার সাথে ॥ দোসিলো অপূর্ব পক্ষী কালের মৃহতে ॥ কন্যা বলে কোর পক্ষী দেহ মোরে ॥ যখন চাহ আমি দিবহে তোমারে

গেলা এই লোহের দিয়ে কন্যা নিন পাখি ।। পাখেন যে যেন পক্ষী বস নেত ভাবী ।। সর্ব্বদা রে বাঝিলেন আপোনার মুখে ।। পক্ষীরূপে বাড়া কন সেইত
কন্যারে ।। সহস্র লোহের দিয়ে আনিলেন আমায়ে ।। চিন্তা করি তাহাতে তোমার স্থান হয় ।। সত্যপোনে শুন কন্যা মোর এক বানি ।। বিক্রম আদিত্য রাজা
রসহস্রেক বানী ।। বিবাহ করিলে চির কাল তারে হঃখে ।। উপায়ে শুন হ কন্যা ভাগের বলে সুখে ।। বৃদ্ধ এক মেঘ আমি থান হ সুজিয়ে ।। পালঙ্কের পাশে
তারে বান্ধিবে বান্ধিয়ে ।। বিবাহের পরে যাবে কৌতুক আগারে ।। রতি রাঙ্গায়ে কালে করিবে প্রণাবরে ।। আমি বোল মেঘ মোর সখা এই তেজাই ।।
ইহার সাক্ষাতে পারি হাস্য নাহি পাই ।। অতি সয়ে গ্রহা রিবে মেঘের শরীরে ।। মেঘ মেলে আমি কান্দি কহিব রাজারে ।। আমি রাজা পুরুষবান মাতা
দিয়াগতে ।। প্রাণ দান দেহ মোর ভ্রাতার দেহেতে ।। মোরে নুক্কায়িত করি রাখি রবি সনে ।। মেঘ বা কি হইলে বের করো সেই স্থানে ।। এইরূপে হেন দেখি
হেক মোপক মন ।। পারে মন দিয়ে শুন পর বিবরণ ।। যো তি রাজা বিবাহ করিলে সেই কন্যারে ।। সয়না গারে তেজে না থানজ অন্তরে ।। সহ কন্যা সমন্ত
পান লোতে মুখ রাখা দেশিয়া শান ।। কন্যারে কহেন রাজা মধুর বচন ।। কেন কন্যা
কহিন মাত্রো পারে ।। কন্যা সহযোগি রাজা পারি হাস্য করে ।। মোন তারে আহ হরাসিয়া ।। নাহি কেনো কথা কিসের না দিলে ।। কন্যা যৌবন পান

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অন্ধরাত্রিকালে রতি বাঞ্ছা করো নাই ।। শুনিয়া নিবাগ্য গোবরৈনা কম্পবান ।। একমুষ্টি ব্যাধ্যাতে মেষের বৈল প্রাণ ।। কন্দুন করিয়া কন্যা কহে মেষ ব
নয় ।। মেষ বাচা হয়া আমি দেহ মোহাশয় ।। রাজা বোলে মরিলে না বাঁচে কদাচন ।। কন্যা বলে শুনি সত্য কি তুমি বিচক্ষণ ।। কন্যা বলে বাঁচা হতে হবে
মহাশয় ।। রাজা বলে বাঁচা হৈব তোমার বর পায় ।। এই কথা যোগী রাজা শুনিয়ে কন্যারে ।। নিজ প্রাণ দিয়ে রাজা বাঁচান মেষেরে ।। জেতে পক্ষী বা
হিকে কবি যথা গুণবতি ।। রাজার থাণ্ডেতে প্রবেশ করান যুবতি ।। নিজ প্রাণ আইলো বিক্রমাদিত্য শরীরে ।। মেষ হৈয়া যোগী রাজা রহিল সেখানে ।। কন্যা
৩৬ লয়ে গেল রাজা উজ্জয়িন নগরে ।। মেষেরে বান্ধিয়া লয়া গেলেন সত্বরে ।। এতো তে বসি যা রাজা রাজা সিংহাসনে ।। পাত্র মিত্র ডাকি পূজা হৈল বিবরণে ।। ৩৬
আচার্য শুনিয়ে সবে হৈল চমৎকার ।। মেষ হয়ে যোগী ভাবে কি হবে আমার ।। দয়া করি রাজা আজ্ঞা দিলেন পাষারে ।। যোগী দেহ আছে থান মাটির
ভিতরে ।। আশা মাত্র উঠ্যা হয়া আনে দূতগণ ।। মেষের দেহ তে তার প্রাণ করাল প্রবেশন ।। প্রাণ পেয়ে যোগী রহে অধোমুখ হয়ে ।। বিক্রমাদিত্য আনে কেন
ধরো ধিয়া ।। হেন কর্ম্ম কদাচ না করো যোগীশ্বর ।। স্তব করি বিলক্ষণ দিলেন বিস্তর ।। এমন বিক্রমাদিত্য ছিলা পুণ্যবান ।। ওই মাত্র হৈত রাজা তাহার সমা
ন ।। এমন বিক্রম গুণ শুন ভোজ রায় ।। নাব সিয়ে শুদ্ধি হয়ে কি বিশ্বকে যায় ।। এই কথা কহিলেন প্রথম পুত্তলি ।। আসিয়ে পাড়ায় চলে গেল অগ্রে চলি ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

এতদষ্টম পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ॥ * ॥ অথ নবম পুত্তলিকা কথা আরম্ভ ॥ * ॥ ত্রিপদী ছন্দঃ ॥ আর দিন সিংহাসনে ॥ বসিতে যান রাজনে ॥ সুরূপা হাসি ডাকে বোলী ॥
ওহে ভোজ নরপতি ॥ শুন কথা যথামতি ॥ বিক্রমের মানে না নৃপমণি ॥ নাহি কর সিংহাসনে ॥ শুন রাজা নিবেদনে ॥ সিংহাসন যোগ্য তুমি নও ॥ এই সিংহাসন পরে ॥
বসিতে কি কহে স্মরে ॥ ও মিথ্যা কেতাব বহু শত হও ॥ তবে সেবা সিংহে তুমি ॥ বিনয়ে কহিছে থামি ॥ রামরাজা মোর নিবেদন ॥ পুত্তলিকে কথা শুনি ॥ কহে ভোজ নৃপমণি ॥
কহ শুনি সেই রাজা কেমন ॥ সুরূপা পুত্তলি কয় ॥ শুন ভোজ মহাশয় ॥ যত গুণে ছিলেন ভূপাল ॥ অর্জুন সমান রথী ॥ শ্রীমান গুণে যথা প্রাণী ॥ দানে হেতু সমান যেন ॥
উজ্জ্বল নাগরেশ্বর ॥ ছিল এক সদাগর ॥ ধনপাল নাম তাঁহার ॥ অসংখ্য তাহার ধন ॥ ভক্তি থাকে সর্বজন ॥ মন নাহি করিল বিচার ॥ মায়াময় সংসার সকলেন
কতনা কে যায় ॥ দেখিতে দেখিতে [illegible] ॥ ব্রহ্মা মোহে বাঞ্ছা হয়ে ॥ গুরুদেব মাতা বিনে ॥ কেমনে আচরে তখন ॥ পাবে তোমা মহাজনে ॥ চারি অংশ করিয়া বিভব ॥ এক অংশ দ্বিজে
দিলা দান ॥ এক অংশ ভ্রাতায় দিল ॥ এক অংশ আপনি নিলে ॥ তীর্থ পর্যটনে তিনি যান ॥ এমনি চলিল সবে ॥ কাননে প্রবেশে অবশেষে ॥ যান কানন পাল সদাগর ॥ প্রবেশ [illegible]
কাশীকে ॥ প্রয়াগ মিলা বিশ্বনাথে ॥ পিণ্ড দিলা বিষ্ণুপাদপর ॥ বৃন্দাবন মথুরায় ॥ বাঞ্ছা তার কেবা যায় ॥ দেখিলো না বিশাল কানন ॥ যমুনা যে কোন স্থানে ॥ [illegible]
কেণ দুই জনে ॥ আর্চ বংশী বটে দেখেন ॥ জনক রাজার বন্দর ॥ দম্পতি দর্শন করি ॥ অযুক্ত যবান সঙ্গে দোষী ॥ দর্শন জলধি তীরে ॥ জগন্নাথ দেখে হরে ॥ প্রণাম মাধবে

মুতীর্মাশীকিতাল ৷৷ কহিলেন ধরহেলে ৷৷ দেখেএক পর্ব্বতউপরে ৷৷ মাঙ্গিবেথাছেন হর ৷৷ নানাবঙ্গে রেইশ্বর ৷৷ আলোকরি যাহে ধ্বজ্ঞকোরে ৷৷ হেথাএক সমুখে ৷৷ বক
বাবা চারি দিকে ৷৷ মৃত দেহ দুর্গে থাহে খাড়া ৷৷ পরম সুন্দরি নারি ৷৷ নিজস্বামী মুখ্য হেরি ৷৷ দাণ্ডাইয়ে থাহে দুঃখমড়া ৷৷ দেখিয়ে আশ্চর্য্য লীলা ৷৷ সদাগর চলি গেলা ৷৷
শ্রীস্থলে থাপনা বদেসে ৷৷ দেখে আসি সদাগর ৷৷ বোঝিলেন নৃপবর ৷৷ আলিঙ্গন করিল হরিষে ৷৷ তিমের বাক্য [illegible] শুক লোক বালে [illegible] ৷৷ সদাগর কিমা
তুমি ৷৷ পর্ব্বত উপরে হর ৷৷ কিআশ্চর্য্য মনোহর ৷৷ দেখে আসী যাহা নৃপবরে ৷৷ আছে সমুখে খাড়া ৷৷ মুখের দুঃখমড়া ৷৷ চক্ষের নিমেষ নাহি তার ৷৷ দেখী
৩৭ শমি সুচক্ষেতে ৷৷ মুনেমুনেহে ভূপতে ৷৷ মানিমা নিকেতে গোবেশ্বর ৷৷ শুনি রাজা চমৎকার ৷৷ ইচ্ছা হৈল জানিবার ৷৷ সদাগর নিল সঙ্গে করি ৷৷ পর্ব্বতে ৩৭
মহেশ যথায় ৷৷ পুজিলেন নানা তথা ৷৷ ধ্যান শিলা দেখি নিরুবারি ৷৷ যাকহিল সদাগর ৷৷ প্রত্যক্ষে দেখে নৃপবর ৷৷ মনমধ্যে দোষ [illegible] যানে ৷৷ [illegible] ৷৷ কহিলেন
নৃপবরে ৷৷ যোড়হস্তে শিবে বেচানে ৷৷ শুন প্রভু মৃত্যুঞ্জয় ৷৷ আশুতোষ দয়াময় ৷৷ দেবাদেবস্থ নামে ঘেরনাম ৷৷ আমী দীন হইন অতি ৷৷ শুন প্রভু পশুপতি ৷৷ মোর
নিবেদন বিশ্বনাথ ৷৷ এহেন সুন্দরী নারি ৷৷ স্বামী সংআছে মরি ৷৷ দয়া কর ধর্জ্জনে ৷৷ রাজার বক্ষ কন্যা রাখী ৷৷ শুনি দেবশূলপানি ৷৷ দেবরা [illegible] কেল তত্ত্বকলে
আপন মস্তক দিতে ৷৷ পারো যাদি নরপতে ৷৷ তবে নারী মৃত্যদেহ বাচে ৷৷ শুনি রাজা সুখ পায়ে ৷৷ [illegible] শ্রমা আমে ৷৷ হরআসী দাড়াইল [illegible] ৷৷ আপি [illegible]

মালোবর নৃপবর ।। ভাগ্যত বোরা সনা মনেতে ।। ধরনী লোটায়ে রায়ে ।। কহেন হরের পায়ে ।। শব দুষ্টী বাঁচাও ঝুরিতে ।। [illegible] দর্শন
বানী ।। শুনি দেব শূলপাণি ।। বাঁচ হয়ে দিলেন দুজনে ।। সব দুই পায়ে প্রানে ।। কহিলা শিবের স্থানে ।। স্তব করে বিনয়ের সনে ।। দেব দেব ত্রি
লোচন ।। অসংখ্য ব্রহ্মা আমার ত্রম ।। অনাদি করোল পরাৎপর ।। ত্রকানি দুইজন ।। করিল বহু স্তবন ।। মহাতুষ্ট হইলেন হর ।। পূর্ণো মিয়ে বি
কুং নাথে ।। দুই জনে প্রবেশিতে ।। গমন করিল হর সিতে ।। বিক্রম ভূপতি মুখে ।। সদাগর বরি সঙ্গে ।। শুনামীনা শিবচরিত্রে ।। ভক্তজনেথা ই
লোবয়ু ।। পাপ মিত্র সমুদায় ।। সন্নিধানে হইল সুউদর ।। শুন রাজা ভোজপতি ।। হেন পুন্য বান অতি ।। ছিলো রাজা বিক্রমাদিত্য ।।
তব রানি সে পুত্তলি ।। আসিয়া যে স্বর্গ স্থানে ।। স্বমুক্তি বিক্রমার্ক হয় ।। ভোজরাজা নিজ বাসে ।। চলিলা দিবা শেষে ।। কাহিনী শুনি যন্ত্রপূর্ব হয়ে ।।
নবম পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত ।। ৯ ।। অথ দশম পুত্তলিকা কথা ।। ত্রিপদী ছন্দ ।। ৩ ।। আরবার দিন প্রভাতে উঠিয়া ভোজরায় ।। শুভক্ষণে সিং
হাসনে বসিবারে যায় ।। সুধীর বিক্রমার্ক বাস পাইয়ে স্বরাজক ।। দানকেলা দ্বিজনা গোবর্ন হাসন ।। রামারণ হনু পুন জয় স্থানে হবে ।। বাসকে
চলিলো রাজা সিংহাসন পরে ।। পুতুল পা হাসিয়া বড় হইলো থাম্বন ।। কহ ভোজ রাজ এ কি হইলো [illegible] ।। হতে বাসি সে রাজা বিক্রম হর ।।

হাঁস যাহা হৈত রাজা তাহার দোসর ॥ শুনি রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির স্থানে ॥ কি কারণে মুণ্ড হৈল বিক্রম রাজনে ॥ এতেক কথা শুনিলা কহে ভোজপতি ॥ একদিন
মহারাজা বিক্রম নৃপতি ॥ নবরত্ন সহ রাজা বিচার করিতে ॥ হেনকালে এক দ্বিজ আইল সভাতে ॥ আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিলো সভায় ॥ রাজা জিজ্ঞা
সিলো তব নিবাস কোন ঠাঁয় ॥ দ্বিজ বলে আমার নিবাস কাশ্মীরে ॥ আশ্চর্য্য শুন ই রাজা উজ্জল নগরে ॥ তথা এক সাধু বৈসে এক সদাগর ॥ কার্য্য
গুণ মানো হবরন্ত সবার ॥ আচার্য্য বামা হৈল তার অতি বড় সুন্দরি ॥ তাহাতে স্থাপন করিলেন হর গৌরি ॥ বৈকুণ্ঠ হৈলো সেই মুক্তি নগরে ॥
৩৮ জীল নাড়ী চলো তায় দেবের নিকটে ॥ তারপর দৈববাণী হৈল অকস্মাৎ ॥ রত্নমণ্ডলে তে যেই হইবে বিখ্যাত ॥ সে মুণ্ড দিবেক আসি আপন ৩৮
শেষ কায় ॥ তবে জল ডাঁড়ি বেক আপনি তথায় ॥ মুনি সহিত যবমান চলিলেন উপায় ॥ আপনার তুল্য সর্ব্ব পুতলি বানায় ॥ যোগিনা পচায় যাদি লো
সকল বাড়েতে ॥ বিধিবে রত্নমণ্ডল যেই দেখ তে ॥ আপন মস্তক যদি কাটিয়ে সে দেয় ॥ এইসব পুতলি দেখি দিবেক তাহায় ॥ কং রতন বন আমা দি
রত্ন তাহারে ॥ এইকথা দ্বিজ মুখে শুনি নৃপবরে ॥ চলিলো দোসর সঙ্গে রাজা দ্বিজ যাবে হিতো ॥ সবরে দিশেষ বিক্রমাদিত্য গেলো ॥ দ্বিজা গারে
শ্রম করিলেন স্বর্ব্ব তিরে ॥ খড়্গ হস্তে করি মুণ্ড প্রায় ছেদ করে ॥ হেনকালে পার্ব্বতি কহেন নরপতে ॥ মাগবর মহারাজা মনে বড় চিন্ত এ জার ০ সাধ্য

রবে্ডচিবেজন এক নাহি অন্ত রবে নাই কিছু ফল ।। পাব্বতি বলেন রাজা বাজাব মনেতে ।। পরিপূর্ণ জল হবে থাম্ব কুপাতে ।। সরোবর নাহি হেনো থামার
দেখি রূপায় ।। শুনি সেই সদাগর আনন্দিত আয় ।। যোড়হস্তে সদাগর কহিল রাজারে ।। সন্তোষ প্রাণ নিয়া আম দিলাম তোমারে ।। রাজা বলে পুত্তলি তে
নাহি প্রয়োজন ।। দ্বিজগণে মহানন্দে দিয়া দিলেন ।। সেইসব সকল ব্রাহ্মণে দিয়ে দান ।। উজ্জ্বল নাগরে রাজা করিলো প্রয়াণ ।। এই মত দিলেন কি
মনর্পতি ।। ভোজরাজা শুনি কহে এবার সঙ্গতি ।। সেদিন না বসি হইবে গেলেন ভূপতি ।। কিয়ে মাস পড়িলো যথা মবাবতি ।। ।। * ।। ।। অথ [illegible]
পুত্তলিকা কুমারত্ব দ্বিপদ হঙ্গ ।। * ।। পুনঃপুন একদিন ভোজ নৃপবর ।। বসিতে যাননা হেল সিংহাসন পর ।। হাসিয়া বলেন দেখি রূপ পুত্তলি ।। :
[illegible]কের সদৃশ কেনো কহিতেছ বলি ।। এ সিংহাসনে বাস করিতেন রাজা ।। কিসমথা দিত সর্ব পালিতেন প্রজা ।। তাকহুতে গুণ যদি থাকে ভোজ নৃপমণি ।।
তবে এই সিংহাসনে বসিবে আপনি ।। পুত্তলিকা প্রতি কন ভোজ নৃপবর ।। কতগুণে ছিলো বলো বিক্রম ঈশ্বর ।। পুত্তলি কহেন বিক্রমাদিত্য থাক্টীন
নি বিচেষ্ট হইয়ে শুনে ভোজ স্থির মন ।। শুন ভোজরাজ সেই উজ্জ্বল নগরে ।। পুরোহিত নামে সে দ্বিজ বাস করে ।। পরম পণ্ডিত দ্বিজরাজ সম ইতর
সর্ব শাস্ত্রজ্ঞানে দ্বিজ [illegible] ।। ২৭ ।। কমলা [illegible] নামে তার [illegible] ।। সতীর নিকটে নারী নাহি করে থাক যশ ।। অনেক কুমার বিশ কমলাকান্তের ।।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মুর্খ হৈলে এ সংসারে কেহ না আদরে ॥ বাহ্মা সভায় মূর্খ নাপায় বৈসিতে ॥ অতএব পাঠ শ্রদ্ধা বিচারি মোনেতে ॥ এইরূপ বহু বিধ যুক্তি আসন থাকন ॥ শুনিয়া
কমলাকান্ত নাহি বৈসবেন ॥ আমুলেতে হেলামেলা পুথিকৈর পড়িং ॥ কেতু ইত্যাদি [illegible] করিলা তাকি ॥ থাকন ভোজন [illegible] ॥ উত্তরে থাকেন
[illegible] শ্রদ্ধা [illegible] ॥ প্রনাম না কইলে কেহ দোষ যাতা হয় ॥ কিঞ্চিৎ হইল তখন দ্বিজের ইথায় ॥ একাগ্র মনে [illegible] বাহির ॥ [illegible]
[illegible] ॥ চক্রমনি নামে এক পণ্ডিত আছয় ॥ সিদ্ধপানে বিদ্যা দেন [illegible] ॥ নিয়ত তাহার সেবা করেন সজ্জন ॥ হেনমতে কমলাকান্ত দেখা
৩৯ সন্তুষ্ট থাকেন ॥ যের বিদ্যা যত কিছু দেলেন তাহারে ॥ গোপনে রাখিবে জেন নায় প্রচারে ॥ এই বিদ্যা পাইয়া কভু জে সাধু দোষে রে ॥ অনায়াসে ॥ ৩৯
সেই সাধ্য অভ্যাস হইবে ॥ চারি বেদ পড়ি সাঙ্গ [illegible] ॥ পড়িয়ে সাদেতে দ্বিজ করিলা গমন ॥ নানা দেশ পর্য্যটন কোথা যা দ্বিজবর ॥ উপস্থিত
হৈলা কালীবাড়ি [illegible] থাকেন কহিয়া এই পরম সুন্দর ॥ এখান কমলাকান্ত ভাব রূপ হৈলে ॥ সাধিলেন উত্তম [illegible] প্রতিবাসী [illegible] ॥ এ হয়ে সুন্দ
বিকট [illegible] কোন স্থানে ॥ প্রতিবাসী হলে সুন নির্জ্জনে থাকন ॥ [illegible] হেরো নারী কন্যা বর বদন ॥ বাকিম [illegible] সহ [illegible] বিহার ॥
যে চাই তাহা বের ভাব করে সে সংহার ॥ [illegible] আইলা যথা [illegible] তুষ্ট [illegible] নব পতি ॥ কাশী বিশ্বেশ্বর [illegible]

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

শুনি রাজা বহুরত্ন দিলেন দ্বিজেরে ।। দ্বিজ সহ কাশীতে গেলেন নৃপবরে ।। পুজিলেন বিশ্বেশ্বর দেব দিগম্বরে ।। অন্নপূর্ণা স্থানেতে প্রসাদ পাইয়া ।। : অসহ
সেই কন্যা দেখাইলেন গিয়ে ।। কন্যা দেখে কহেন রাজা বিনয় বচন ।। অর্জুনে আমার সহ করহ গমন ।। কন্যা বলে এইখানে কহিবে আমায় ।। প্রথমে দেখনা আপন
কর মহাশয় ।। রাক্ষস ভূতের হাতে হারাইবে প্রাণ ।। কহিতে কহিতে ভূত হৈল বিদ্যমান ।। অর্জুন গমন করে রাজার নিকটে ।। অর্জুনে নেবে প্রাণ দিলেন সঙ্কটে ।।
:: মহাযুদ্ধ অর্জুনে ধরিলে ভূত পর ।। রাক্ষস ভূতের সহ বিষম সমর ।। তারপরে তেজ্য বধরিলো পরাণ ।। কাশীর ব্রাহ্মণ দেখে রাজার কল্যাণ ।। কমলাকান্তের
সেই কন্যা বিভা দিয়ে ।। কহিন কাশীর রাজা তথায় থাকিয়ে ।। কাশীতে শুমেন্দ্রে রাজ্য করেন ব্রাহ্মণ ।। বিক্রম আদিত্য তেজে উজ্জ্বলে গমন ।। স্বদেশে তে পাশিয়া
নরপতি ।। শুন ভোজ রাজা ছিলো বিক্রম ভূপতি ।। শুনি ভোজ রাজা মনে ভাবিয়ে বিস্ময় ।। ক্ষান্ত হয়ে গমন করিলো নিজালয় ।। পুত্তলিকা পুত্তলি কহে আসিয়ে পড়িয়ে ।।
স্বর্গপারে যাতে পারে কেন স্বাদ খাইয়ে ।। :।। * :।। একাদশ পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত :।। :: :।। অথ দ্বাদশ পুত্তলিকা কথা :।। :: :।। ত্রিপদী ছন্দ :।। :: :।। উঠিয়ে প্রা-
তে : ভোজ নরপতে : দিন শুভক্ষণ করি :।। সিংহাসন পারে : মানব আসিবারে : রাজা ভোজ আবিষ্কারি :।। পোষক্ত লক্ষণ : দ্বিজেরে দিলেন দান : সুগন্ধি দ্রব্য বাস :।
পাইয়ে নৃপতি : মান দীপ্ত গতি : সেই সিংহাসন পাশ :।। কহেন পুত্তলি : শুন শুন ভূপ : ইহা তেন বেশো তাম :।। এই সিংহাসনে : বসিতে রাজনে : ওকে সমু পেরথায় :।

হইল যেমন ভোজর রাজন ভাবে বৈসে সিংহাসনে। শুনিব পিতি ॥ সেইবাসে নৃপতি ॥ সোজা হিলহেমর ॥ হইয়ে তুকম ॥ শুন শুন ভুপ ॥ বিক্রম আদিত্য হয়া ॥ মুনমল দিয়ে ॥
হাইবির বিয়ে। সেতন হাইবী গাথা ॥ উজ্জ্বলের রাজা ॥ হিলমহী তেজা ॥ বিক্রম আদিত্য রায় ॥ দেবের অর্চনে ॥ রাজার বাগানে ॥ সন্ন্যাসী আইলা তায় ॥ আছে যোগাসনে ॥
বাগিয়া বাগানে ॥ ভাবেন ধর্ম্মের পায় ॥ সেই বাগানেতে ॥ রাত্রির হেজেতে ॥ সূর্য্য উদয় রায় ॥ হরিভোর হাতে ॥ রাজার সাক্ষাতে ॥ বাগানি কহিল গিয়া ॥ একমহা ঋষি ম
একস্থান আসি ॥ তব বাগানে বসিয়ে ॥ হেনমনে লয় ॥ রবির উদয় ॥ সদা আরে পরায় পর ॥ তুষ্ট হৈয়ে রায় ॥ দিলেন তাহায় ॥ এক সঙ্গে মোহর ॥ বাগানি সঙ্গেতে ॥
৪০ চলিলা দেখিতে ॥ সন্ন্যাসী আছে যে স্থানে ॥ হয়ে হৃষ্টমতি ॥ চলিলা ভূপতি ॥ সন্ন্যাসী যেই বাগানে ॥ গিয়া সে বাগানে ॥ সন্ন্যাসী স্থানে ॥ প্রনাম করিলা রায় ॥ ৪০
ইষ্ট আলাপনে ॥ তুষ্ট হয়্যা মনে ॥ সন্ন্যাসী কহে রাজায় ॥ কহি এক কথা শুন মহারাজ ॥ জুজুরবা দ্বিজ মুই ॥ বিবিজ্ঞ যজ্ঞ ॥ দিবেক মুই ॥ যদি এক ফল
আছে ॥ খাইলে সে ফল ॥ হবে মহাবল ॥ যুবা হবে চিরকাল ॥ শুনি হৃষ্ট হয়্যা ॥ মন্ত্র শিক্ষা লয় ॥ যাইলেন মহীপাল ॥ আনি সরহীতে ॥ যজ্ঞ আর ফিতে ॥
আজ্ঞা দিল মাহীপতি ॥ ঘৃত শত ঘড়া ॥ আনি আড়া আড়া ॥ আগ্নিতে দিতে আহুতি ॥ হুতাগ্নি জ্ঞান ॥ হুআহুতি করেন ॥ রাজা সেই মন্ত্র পড়ে ॥ যজ্ঞধূম হেতে উঠে
চলো সখি দিতে ॥ এক সন্ধ্যা সে আগ্নি আড়ে ॥ পুরুষ উত্তম ॥ যেন অগ্নি হৈল ॥ হস্তেতে করিয়া ফল ॥ হপ জিরহাতে ॥ দিলেন ভূপতিতে ॥ কইলেন আইসাল ॥ খাইলে

হয়ে মহারন ।। ধরা লোক সুবা হয় ।। চিন্তিলেক রাজনে ।। প্রাণিন প্রাণ্য লে ।। শুনহ ইনদমহাশয় ।। স্ম ইহেতে কনে ।। সেইতো প্রাক্তনে ।। সুরাসুর হন
তখনাএ ।। বলে কন্যা দিয়ে হরিনো বিদায় ।। দ্বিজগ্রে হেতে নিজায় ।। হয়েনা হবে না ।। রাজার তনে না ।। ধর্ম্মাহিলগুন মাঝে ।। শুনি ভোজরায় ।। পুতলি
কহে কয় ।। রাজ্য যোগ্য সেই রাজে ।। অধিষ্ঠিত তুল ।। সত্ত রাজা ছিল ।। পুণ্যবান ক্ষিতি মাঝে ।। তাহার সমানে ।। হইলে রাজনে ।। তবে বৈস ভোজরা
জে ।। কহিয়ে পুত্তলি ।। যায় স্বর্গপুরি ।। আপনার মূর্ত্তি ধরি ।। দ্বাত্রিংশত অঙ্কে ।। ভোজ নৃপবরে ।। চলিল আপন পুরি ।। ০ ।। ❈ ।। অথ প্রথম পুত্তলি
নিবাকরণ ।। ❈ ।। দ্বিপদচ্ছন্দ ।। ❈ ।। একাত্রিংশ চিয়ে ভোজাদি ভোজ দিয়ে দান ।। শুভক্ষণে সিংহাসনে বসিবার যান ।। উক্ত পুত্তলি হাসি কহে
ন থাকুন ।। তুমি বুঝি ভোজরাজা হইলে রাজন ।। এই সিংহাসনে বসি বিক্রম আদিত্য ।। প্রজার পালন রাজা করিতেন নিত্য ।। তার তুল্য হয়ে আগে তারপর
পশ্চাত ।। তবে বসিবা সিয়ে এই সিংহাসন পরে ।। পুত্তলির বোলে রাজা ভোজ চূড়ামণি ।। কহে দেখি তোমার রাজার গুন শুনি ।। কহেন পুত্তলি শুন ভোজ নৃপবর ।।
।। বিক্রম ভূপতি ছিলা গুনের সাগর ।। সিংহাসনে বসি রাজ্য করেন রাজনে ।। এক দিন মহারাজা করিলেন মনে ।। রাজ্যের মধ্যেতে মোর নিন্দা কেবা করে ।। ::
লোক না মার্গ দুর্নাম জানির আবে আর ।। ভিক্ষা হয়েন ভ্রমন করেন নৃপমনি ।। প্রতি ঘরে যোগ নাম শুনি নোখা ধ্বনি ।। সমস্ত দিবস রাজা নগর ভ্রমিয়ে ।।

সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতেতে থাকি আসি নিয়ে ॥ আসন পাতিয়ে এক বৃক্ষের তলায় ॥ সেই বৃক্ষে বিহঙ্গম বিহঙ্গী নিবসে ॥ পাখি দুই নিত্য তার থাকয়ে বা
সনে ॥ নিশাকালে উপাসি তরে হেন চারি জনে ॥ বঞ্চন করিন তত আমি নিন আহার ॥ মৌন তার বহিন করি নিষ্ঠুর তার ॥ অর্দ্ধ নিশা মহারাজে সে তারা বিপ্রে দিন ॥
বিহঙ্গ বলে বিহঙ্গীকে শুন জাগে দিন ॥ কিহ দুঃখ কিবা বলে বিষাদ বদনে ॥ শুনি পিঙ্গলা তো প্রতি কহে বিবরণে ॥ পূর্ব্ব জন্মে ডালিমে ছিলাম দ্বিজ ঘরে ॥
আমরা ছিলাম মাতা দুই সহদরে ॥ মরিয়ে তো মারে তেই জন্মে দ্বিজ ঘরে ॥ নিত্য নিত্য তার সঙ্গে দেখা করি নিয়ে ॥ আজি সেই তাহার বিপ্রপুত্র বাকে
৪১ তে ॥ মরন হইবে তার বাক্যে সেই হাতে ॥ তাহা তার এ কথন করিন মোর চাহিয়ে ॥ তোমারে প্রাণ তার অদ্য শেষ পরমায়ু ॥ এই বাক্যে বাকি সেব থাকয়ে প ৪১
ক্ষ ॥ অদ্য মোর তবে হেন সেই অনর্থক ॥ তার মুখ দেখি মোর বিদরে পরাণ ॥ অতএব বিমর্ষ আমি শুন বিস্তারমান ॥ শুনি পক্ষ শুন তারা কান্দিতে লাগিল
দুঃখ অতিশয় রাজা ডাকিয়ে কহিল ॥ শুন পাখি গন চন আমারে কহিয়ে ॥ বিশেষ কারন আমি সম্প্রদান দিব নিয়ে ॥ পক্ষি বোলে হেথা হৈতে আছে যে সহরে ॥ মনিপ্র
হইয়ে তুমি কেমনে জাইবে ॥ রাজা রে বোলে বিপ্রায় করি আজ্ঞা বোলে ॥ শুনি পাখি গন হেন হরিষ অন্তরে ॥ তবে রাজা নিকটেতে কহিয়ে সে আসন ॥ সমুখের বারে
গেলা বিক্রম রাজন ॥ হয় পাখি উড্ডিবন বিপ্রপুত্র বাসেতে ॥ রাজারে দেখিয়ে সর্ব্বে আনন্দ মনেতে ॥ সখি বসিয়ে দ্বিজ কাঁদিয়ে কাতর ॥ রাজা নিজে বারি কর

দ্বিজা বোলে আমি হই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ।। মোর লাগি কেনো রাজা হারাবে জিবন ।। রাজা বলে প্রনত্ত মিতাও লি[illegible] নরে ।। তোমা বিহা বলে প্রান দিব রাজকুমারে ।।
এতো বলি মাতিরে বাহির হইল ।। রাক্ষসি আইয়া না রিপুতি মহাহর্ষ ।। রাজারে সন্তুষ্ট দেখি রাক্ষসি জিজ্ঞাসে ।। স্থিসিত্তব সিলে আহার্জে মন সাহসে ।।
রাজা বলে তিন বাসে মোর মিত্যু হবে ।। পুনর্ব্বার জন্ম মোর হবে মী ইত্যাতে ।। সংসারির বন্ধনে না সকল পুড়া হবে ।। কুবানন তোমার নিষ্টুর করা হবে ।।
মাও সিশু বিনয় না করো কাঁদনি ।। রাক্ষসি সন্তুষ্ট স্তুনি রাজার বচন ।। রাক্ষসি বলিলো আমি আজি লোতে আয় ।। বর মাগো রাজা জেবা যাহা
হইয়া যায় ।। রাজা বলে ত্রিমাংস না আইসু আর ।। হারিয়ে বিসমুর বাড়ু তাহে স্থানান্তর ।। হারিনু বিসমু বায় রাক্ষসী কহিলো ।। আবনা মাস
:: মাংস [illegible] হবিনো ।। মাতির হইতে বার হইয়া ব্রাহ্মণে ।। আখ্যা দিয়ে আনা হলো সেই তো আখ্যান ।। বহর কুবন রাজা সেই দ্বিজে দিল ।। সেই হেলো
রাজা হবি আইলো রাজমধ্যে ।। দ্বিজ হেম উজ্জ্বলো আইলা স্বপ্নে ।। এতো শুনে তুলো রাজা বিস্ময় মর্ম্ম ।। রাইলে এখন আশ পড়িলেন ক্ষিতি ।। দ্বিজ মুণ্ড বর বিলোনা
স্থানের বসাতি ।। ।। * ।। অথ চতুর্দশ পুত্তলিশী কথারম্ভ ।। ।। ত্রিপদী ছন্দ ।। * ।। পরা দিন সুপ্রাভাতে ।। উঠিয়ে ভোজের নাথে ।। শুভক্ষণ জানিয়ে রাজন ।।
বারিবারে সিংহাসনে ।। চলে রাজা হর্ষমানে ।। আগে লোজি ক্রমে ক্রমে চঙ্গন ।। চুন্দপাক্ষ হবি তো মানা ।। সিংহাসনে রাজা শুনা ।। শুন রাজা ভোজ মহাশয় ।। : ।। ::

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বিক্রম থাকিতে রাজা স্নেহবান মহাতেজা ।। রাজবাড়ী হইল গোহাইয়া ।। শুনে ছিলা রূপ মাহির ।। বিক্রমাদিত্য মহাশূর ।। তাঁর গুণ তত্ত্ব যাচি শুনে ।। অবধান করবায় ।। তার
সেবকো হইয়া ।। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে ।। রাজা অবতার প্রীতি ।। জিজ্ঞা শীলা তেজপতি ।। শুনিলেন রাজন ।। কহিলা পুত্তলি পুনি ।। তাহার ঘুন কাহিনি ।।
শুনি মোর যুদ্ধ এ প্রবন ।। শুনিয়ে রাজা রিতাস ।। কাহে শুন ইতি হাস ।। বিক্রমাদিত্যের গুণ বাখানে ।। শুন তেজ দিয়ে মন ।। সে রাজা ছিলা জো
মন ।। তাং কিছি তকরি তার কথা ।। বিক্রমের রাজ্যে যেথা ।। সুখে রহে নিরন্তর ।। রাজা মূদিনা মনজ পাস ।। রাজা রতি চালা দিয়ে ।। ধনে তে সেরে
৪২ রহয়ে ।। থাকু সেখে সোনা স্বর্ণ রাশ ।। তার পুত্র পুরন্দর ।। অবুদ্ধি হেন সংসার ।। সদা থাকে বেশ্যার আলয় ।। যতেক ধন রত্ন ছিলো ।। ৪২
বেশ্যারে সকলে দিলো ।। রতি দিব সত্তে আনিয়ে ।। ফুরাইলো টাকা কড়ি ।। খাইলে বেশ্যার বাড়ি ।। সে বেশ্যা আদর নাহি করে ।। মনে খেদা রি
তহইয়া ।। রাজধরে গেলো গিয়ে ।। কনমূল খেয়ে দেহ ধরে ।। সেই পুরন্দর দাস ।। মনে যে পর্বতে বাস ।। ফিরিতে হেলো নেক ভিতর ।। পলায় রোষ্ট রে
রবি ।। রাত্র দিবস সর্বরি ।। যথা আছে পর্বতে বাসিনর ।। এক আছে নেই কন্যা ।। পরমা সুন্দর বিরিন ।। সুতা বেকেবে দূত্য শ্রুয়ে ।। প্রাপ্ত নিকর
নেতে ।। নিদ্রা নাহি হয়ে বাপ ।। হই থাকে জীবন সংসয় ।। প্রতিদিন এ যে রাতে ।। এই বিকল.. ভূতে ।। প্রাপ্ত কাপনে হেল তাতে ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তোমি পুরন্দর দাস ।। কিম্বা অথা । ইন্দ্র পাম ।। জানাইল আমী উজ্জ্বলেতে ।। মুনি উজ্জ্বালা ছিথাবি ।। পুরন্দরে সাথে গর্ব ।। উত্তরিল মলয় পর্ব্বতে ।। কত বাসে আমী তুকে ।
আমি কিনি নিবিতে ।। প্রহরণার্ণ তোমারে ।। এলাবেতা তেক প্রাতি ।। আমরা দিলে ক্ষিতি পতি ।। সেই মুখে হইল সংহার ।। আক্রনি থাবাম হয়ে ।। সাতিশয় দীন হয়ে ।।
রাজা নরপতি পুরন্দর ।। আশীর্ব্বাদ করিবেতে ।। সুমেধা কমাই প্রাণে ।। বিপদে বাস তে আমায় ।। বর্জাকিবে দিন দুলে ।। হইস্ম স্ববিরন ।। কোনা মুলে মারিতে তোমায় ।।
মুনি থাকিহে প্রাকানি ।। শুনেবর হাত স্বামী ।। আমি হইনাম প্রত্যক্ষ মতি ।। উপপাতিস সর্ব্বোত্তম ।। কহিতম বারো মাস ।। তোমেকে হয় লামুক্ত আতি ।। আমি তাদেশ মঙ্গি পোয়ে ।
৮ স্থাইতে নাপাবিতে ।। আমি প্রাতী হয়ে তত্যজি প্রান ।। ভুতযোনী প্রাপ্তি হৈল ।। স্বর্ব কোর্ব মনে ছিল ।। আশ্রী তোবাথিতে মোর প্রান ।। আমি বাজা স্বত বান ।। তেমো
হৈতে পাইনু বান ।। করিলে আমার বড় হিতে ।। আমি হই নাম বুড়া ।। ধনথাতে আত খেড়া ।। বয়াকর জাহয় বিহিতে ।। প্রাক্তনি বির্ধন নয়ে ।। বাজা হৃষ্ট মতি হয়ে ।। সেইদিন
দিলো পুরন্দরে ।। মহাধনা ভক্তি হয় ।। পুরন্দরে সর্ব্বে নয়ে ।। কৃপা আইল নিজপুরে ।। এতবলে ছিলো রাজা ।। পুনভোজ মহাতেজা ।। তত্তমনে হইবেয় মন ।। তবে এই
সিংহাসনে ।। বসো আমি হর্ষমনে ।। ভোজ বলে তুমী কোন জন ।। পুত্তলি হাসিয়া কয় ।। আমী হইনাম হঙ্গালয ।। শাঁপে কাষ্ট পুত্তলি হইয়া ।। শুন ভোজ হুত্থর ।। বলি
আসিয়া সত্ত্বর ।। স্বর্গপথে গেলেন চলিয়া ।। ছত্রিশ পুত্তলি কথা সমাপ্ত ।। ✻ ।। ।। অমপয় হস পুত্তলিকা কথা ।। ✻ ।। বিনোদ হঙ্গী ।। ✻ ।। পরদিনে
ভোজরাজ উঠিয়া বিহানে ।। বসিবারে চলিলেন যথা সিংহাসনে ।। নুরূপ পুত্তলি হেসে হাসিয়া আকুল ।। ভোজ বলে মুখে কিবা হইহরাণে বাকুল ।। হইল চন্দ্র নর পতি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

অর্থ্যাৎ হাতে এক রামা গীত শুনি ৩

নাহি লো ইহায় ।। ইহাতে বসিতে রাজা উজ্জয়নের রায় — ।। যাঁহার সমান আগে হও নৃপবর — ।। তবে সে বসিও এই সিংহাসন পর — ।। নৃপ দুই নিরেবহি

লো নৃপমণি ।। বিক্রমাদিত্যের গুন কহো কিছু শুনি ।। পুত্তলি কহিছে শুন ভোজ মহাশয় — ।। এক রাত্রে রাজা গুনপতি মহাশয়ে — ।। সেই রাত্রে বেশে এক প

ড়ি আইলেন — ।। নামেতে মাধব নক্ত তাহার নন্দন — ।। গানবাদ্যে নিপুন হইল দ্বিজস্রেষ্ঠ — ।। নিতি শুনে সর্ব্ব লোক বনে প্রভুত — ।। পীতাম্বর আবাসজে নেন রাজা নে — ।।

এগার দিকারো এক দশ সন্দি বসে — ।। মাধবানলের গীত শুনিয়া বাজন — ।। মারি কবি সভাতে রাখিল ততক্ষণ — ।। কতখান বাসে রাজা গুনপতি রায় — ।।

৯৩ রোজ রেখা লেখে নিত বাদ্যাদি শুনায় ।। হাতে হেতে মান মনে পাইল তখমনি ।। গালি দিলো স্বামী তার বিলক্ষণ বলিয়ে ।। এরা মুখে তার রামা দুঃখী হইয়ে ৯৩

শ্রী মাধব দহে এথা দুঃখ তারে মনে ।। হাবে কিছু বাহি বোলে হার্দ্ধা বলাবলে ।। পরে শুন এক দিন প্রসঙ্গ কথন ।। রাজা গেলা বাগানেতে ভ্রমন করিবন ।। মাধব

করেন গীত সেই বাগানেতে ।। রামাগন জল গোলে আকুপ হেতে ।। নিত শুনি রামাগন বিহ্বলা ।। কলসি বক্ষেতে খুঃ গালে দাড়াইলা ।। রাগাক্রি রোদনে —

হইল তারাওতান ।। গলা হেতে দড়ি খুলি বাঁচাইল প্রান ।। রামাগন লিখিত্র হইল গান শুনি ।। অর্দ্ধেক জন মনে হেলো পাগলিনি ।। শুনিয়ে সকল লোক কহে গিন

চমৎকার — ।। এক পদ্মোস্মিয়ে সব বাসিলো বেড়াবে — ।। একত্র হইল সবে রাজার নিকটে — ।। গলবস্ত্র দাড়া হয়ে কহে করোপুটে — ।। শুনহ নৃপতি মোর

প্রস্থান করো রাজা প্রজার বচন ॥ মন্ত্রি পুরোহিত হোতা সমি মাধবানলেরে ॥ তাঁর গীতে মহারাজ পাষাণ বিদরে ॥ বামাগন গীত শুনি পাগলিনী হয়ে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার তাজি বেড়ায় ছুটিয়ে ॥
৭৩ এ কারনে তব রাজ্যে যাবো অন্য দেশে ॥ মাধবানলেরে কহে সুখে থাকো বসে ॥ প্রজার বচন শুনি রাজ্যেশ্বর রাজন ॥ কহিলা মাধবে গান করাও শ্রবন ॥ যন্ত্র বাজাইয়ে গান করি কহিতে ॥
গাতে শুনি নৃপতি হইলা মূর্চ্ছাবন্তে ॥ চেতন পাইয়া রাজা বসি সিংহাসনে ॥ মাধবানলেরে কন কুপিত লোচনে ॥ মোর রাজ্য তেজ তুমি যাও স্থানান্তর ॥ ক্রোধযুক্ত হয়ে কিছু কহিলো বিপ্রের ॥
তথা হৈতে মাধব চলিল দেশান্তরে ॥ গিয়া সে দেশের রাজ গেলো ভেটিবারে ॥ নিশাকালে উত্তরিলেন দ্বিজবর ॥ নৃত্যগীত হৈছে দেখে রাজার ভিতর ॥ মাধবানলের যাইতে
দ্বারি কৈল মানা ॥ দ্বারে দাণ্ডাইয়ে গান শুনে সর্ব্বজনা ॥ শুনি যে মাধবানল দ্বারিকে কহিলো ॥ তাল ভঙ্গ হৈলো কেন রাজ্য রাজা হৈলো ॥ শুনি দ্বারি জানাইল রাজার গোচর ॥ যন্ত্রী
৮ ডাকিয়ে রাজা কহিল সত্তর ॥ ডাকিয়ে মাধবানলে আনিয়ে থানিয়ে ॥ গান করিবারে আজ্ঞা করিলো হাসিয়ে ॥ যন্ত্র বাজাইয়ে গান আরম্ভ করিতে ॥ মুগ্ধ হইল নৃপ হেন শুনিতে শুনিতে ॥
হস্তের অঙ্গুরি লক্ষ তঙ্কার আছিলো ॥ মাধবানলেরে রাজা তুষ্ট হয়ে দিলো ॥ কামকন্দলা নামে এক রাজার নর্ত্তকী ॥ সে রাজা কহিলো তারে নৃত্য কর দেখি ॥ তারে রাজ্যে নর্ত্তকী আজ্ঞা ম
পাইয়ে রাজার ॥ আরম্ভিল মনোহর নাচের প্রচার ॥ তারপরে মাধবের হইল মোহ মন ॥ রাজার অঙ্গুরি তারে কৈল সমর্পন ॥ দোষ ক্রোধে রক্ত আঁখি হৈল রাজার ॥ মার
রে করিল আজ্ঞা হইলে রেজার ॥ কামকন্দলা যাসেকে মাধবানল গেলো ॥ কত দিন রাত্রি বসে তথা রহিলো ॥ রাজার ভয়ে সে কামকন্দলা প্রতি কয় ॥ আমার স্থানে যাইও না
যুক্ত নয় এ রাজ্যের রাজা আছে ॥ রেজার আমারে এ কারনে প্রেয়সী যাইব স্থানান্তরে ॥ এহ্যা শুনি যে বেশ্যা হৈল অজ্ঞান কহিয়ে মাধবানল করিলো প্রস্থান ॥

...তি উত্তরিল উজ্জয়িন নগরে ॥ সাঙ্গ হইল গিয়া যথা নৃপবরে ॥ সেইকালে অঙ্গরমধ্যে ছিলেন রাজন ॥ সাঙ্গ আপাইয়া গেলোই । নীমলেতমন ॥ লীলামহঙ্গে বেশে আইলো রাজ ঝিন্‌ঝা
সভা ॥ দেখি গেলো রাজা আইলো রাজ সিংহাসন ॥ দেখি দোষ পাছে হবি হৈল চমৎকার ॥ মনেমনে বিচারিলো গোবিন্দ প্রকার ॥ ॥ শ্লোক ॥ সর্ব্বদেহে মুঞ্জবাক্য
... বিমুক্ত হবি ॥ তদা কম্ম মাহারাজা জীবি যদতি মামকং ॥ সকলদেহেতে জীব আপনা রূপে হবি ॥ তবে কেন আপন আপন করে মারি ॥ হামনি কারনে হয় হইব সরান ॥
...আশ্চর্য্য প্রমাণ দেহে সদা প্রান ॥ তুমি রাজা পুন্যবান বিক্রম কেশরী ॥ দয়া করি এদেহ সুচারু নৃপবর ॥ লুকাযে মাধবানল রহিব মাধ্যবে ॥ তত্রহরিবারে দুতী দিলো
৪৪ নৃপবরে ॥ খুজিয়ে না রে না পাইল অন্বেষন ॥ জানা হৈল দুত গিয়ে নৃপতি সদন ॥ বেশ্যাগনে থাকে জানা করিলেন মহীপাত ॥ বিক্রমাদিত্য তবে খুজে আনো শ্রীগতি ॥ আজ্ঞা ৪৪
পেয়ে অশ্বারোহি খুজেন ঘরে ঘরে ॥ নীর্ম্মতি খুজিতে গেলো কীরবেন মাধবে ॥ এই প্রকারে খুজিতে বুকেতে পদ দিলো ॥ মারি মারি মাধ্য হবি উঠিয়ে বসিলো ॥ জানা হৈল সেই
বেশ্যা রাজা বিদ্যমানে ॥ হাসিতে চাপাইয়ে রাজা আনিলো সদনে ॥ মাধবানলের পূর্ব্ব বিবরা আদর ॥ পরিচয় মাগে রাজা উজ্জয়িন ঈশ্বর ॥ আদ্যঅন্ত সেই দ্বিজ শুনাগো
রাজারে ॥ শুনি রাজা দুঃখ পাচাইলো সেই জারে ॥ কামকান্তা বিরহ পলেন্ত নীমরে ॥ ... করি রাজা হাম পাচারে হেমায়ে ॥ বাপা চাও সাদিতে হইবে সমর ॥ সপ্ত
পাত্র হরি হৈল ভূপালে অশ্বার ॥ নাহি দিব কামকান্তা হবি বো সমর ॥ দুত আশী শুনাইল যথা নৃপবর ॥ বিক্রম আদিত্য বড়া সসৈন্যে সাজিযে ॥ কামসেনা রাজা থাকে
হে তোলেন চলিযে ॥ মাধবানলের আজ্ঞা দিলো নৃপবর ॥ লক্ষ ... চলিয়ে গেলো কামকান্তা ঘর ॥ কামকান্তা বণে হেম জাপায়ে রাজ্যেতে ॥ মাধবানলের বিনে

রাজা বলে এক দাসি বাঞ্ছির সুজার ৷৷ কামকন্দা বোলে শুন নিবেদন করি ৷৷ নিকটে থাকিবে অঙ্গে বাহি দিবে হার ৷৷ এই কথা বলিলেন উজ্জলের নাথে ৷৷ হাস্য রসে কৌতুক করেন
নৃপমনি ৷৷ মৌন ভাবেরে হেতু আকামকন্দা ধনি ৷৷ সংযোগ করিয়া রাজা বুকে দিলা হার ৷৷ মূর্ছাগত হইয়ে পড়িল তৎক্ষনাৎ ৷৷ মুখে জল দিয়া রাজা করাল চেতন ৷৷ জি
জ্ঞাসিলা কহ ধনি ইহার কারন ৷৷ কামকন্দা বলে আমি মাধবানলেরে ৷৷ স্থাপন করেছি রাজা হৃদয় মাঝারে ৷৷ শুনিয়া রাজার মনে হৈল চমৎকার ৷৷ স্ত্রীলোকের হেন ভাব
দেখি নাহি আর ৷৷ আপন বাসেতে আসি বিক্রম রাজন ৷৷ দূত পাঠাইয়ে দিলো রাজার সদন ৷৷ শুনি রাজা কামকন্দা আনে ডাকাইয়া ৷৷ সর্ব্ব অঙ্গ আভরণে পালকি চড়িয়ে
স্বসম্মানে সেথা আনিলেন রায় ৷৷ রুষ্ট হইলেন উজ্জলের রায় ৷৷ কামকন্দা সমর্পিলা মাধবানলেরে ৷৷ আশীর্ব্বাদ আনন্দে দ্বিজ পাইয়া বিক্রমেরে ৷৷ সবে মেলে
স্বদেশেতে করিলো গমন ৷৷ পথে দেবালয় দেখে উত্তম গঠন ৷৷ নিবা ডিঙা বিশ্বমাতা দোহে যাত্রায় ৷৷ রজনিতে বিশ্রাম করিলেন তথায় ৷৷ মাধবানলের রাজা কৌতুক হইলো
কামকন্দা মরি বুঝি যমালয় গেলো ৷৷ শুনি যে মাধবানল তেজিল পরাণ ৷৷ শুনিয়া কামকন্দা তেজে প্রান ৷৷ দুজনে মরিল দোঁহে দেখিয়ে রাজন ৷৷ কাতরে কালীরে করে স্তবন
দন ৷৷ নিজ মস্তক কাটিবারে খড়্গ নিলো হাতে ৷৷ সদয় হইয়ে মাতা হইল সাক্ষাতে ৷৷ বিক্রম আপন মুণ্ড কাটিতে ফেলেন ৷৷ বর নহ মাতা রাজা যাহা লয় মনে ৷৷
দিলে মাতা যা দিবার দিবে মোরে ৷৷ প্রাণ দেহ কামকন্দা মাধবানলেরে ৷৷ মায়ের কৃপায় দোঁহে বাঁচিয়া উঠিল ৷৷ কালীচরনে দোঁহে প্রনাম করিলো ৷৷
তেতে নিজ রাজ্যে আসিয়া রাজনে ৷৷ মহানন্দে বসিলেন নিজ সিংহাসনে ৷৷ কামকন্দা মাধবেরে দিলেন এক বাড়ি ৷৷ উচ্চ প্রচুর করিয়া দিলেন বহু অর্থ কড়ি

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

স্থলানগরে হইজনে বৈসে বাস ।। থানকে বাহিলো দোঁহে হাস্য পরিহাসে ।। একদিনে ছিলো রাজা বিক্রম ভূপতি । তাহিনে পুত্তলি বোলো শুনেক বসতি ।। ভোজরাজা চলিয়ে গেলেন
অবাস ।। গোবিন্দ রজনী হইলো সুপ্রভাত ।। পঞ্চবিংশপুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ।। ✱ ।। ✱ ।। অথ ষোড়শ পুত্তলিকা কথা ।। ✱ ।। ✱ ।। ত্রিপদী ছন্দঃ ।। ✱ ।।
সতো দ্বিতি ।। ভোজ নরপতি ।। উঠিয়া প্রভাতকালে ।। দিন শুভক্ষণ ।। জানিয়া রাজন ।। সাথামিত্র পাত্রগণে ।। আসি সিংহাসন ।। হৈরে রাজন ।। বসিবারে—
হাসনে ।। আওয়াসিয়ে ধরি ।। পাথা থাকিয়া দিবি ।। সিংহাসন । সিংহাসনে ।। বসিবার মনে ।। হরবিলা রাজন ।। তুরুপা হিবিলো মানা ।। নারেস বইসতে ।। ভো
৪৫ জানরপতে ।। শ্রবন হাহি শুননা ।। বাসিতে হইসতে ।। বিক্রম ভূপ তে ।। সেই রাজা পুণ্যবান ।। তাহার সাহস হয়ে তোরে দেশ ।। পুন ভোজ মতিমান ।। পুত্তলির প্রতি
ভোজ নরপতি ।। জিজ্ঞাসাইরে সাদরে ।। বিক্রম রাজন ।। ছিলো পুণ্যবান ।। কিরূপ তুমি কহরে ।। ভোজের বচন ।। শুনি যত্ন মন ।। কুরুপা কহিতে হাসি ।। শুন নৃপমণি ।।
সে তুন কাহিনী ।। আমার নিকটে বসি ।। বিক্রমাদিত্যের ।। কাহিনী শুন্দর ।। তা ভোজ শ্রবণ করে ।। পুত্তলি সুমতি ।। কহিলেন কথা ।। আসি সিংহাসন পরে ।। বিক্রম
ঈশ্বরে ।। জিজ্ঞাসা হইবে ।। উঠিয়া প্রভাতকালে ।। দিগ্ভ্রমণেতে ।। যাইব মনেতে হইলেন মহীপালে ।। অনল প্রচণ্ড ।। পাদমনি খণ্ড ।। উত্তরিলো সরোবর ।।
জমবস্তু রাজা বনে মহা তেজা ।। পক্ষ মুনি মণ্ডল ।। আছয়ে সন্ন্যাসী ।। জপেতে দিবানিশি ।। বসিয়ে মাঝের মাঝে ।। বিক্রম রাজন ।। হয় হরষ মন ।। গেলে
নতমাত্ররাজে ।। বসিতে আসনে ।। দিলো সে রাজনে ।। প্রণমি সন্ন্যাসীপায়ে ।। বসিলো আসনে ।। বিক্রম রাজনে ।। কহিলেন সবিনয় ।। কহে নৃপমনি ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

রাজা বালে এক নিসি বঞ্চি বঞ্চিরি ॥ কামকান্তা বোলে শুন দিবে ধন কথা ॥ নিকটে আছি দেখাসে নাহি দিবে হাতে ॥ এহ কথা বাবান নৈঞ্চ জ্ঞানেন মোনে ॥ হাস্য রসে হাস্য করেন
নৃপমনি ॥ যৌবন ভরে বাহে তার মৈকান্তা ধনি ॥ সংযোগ করি যা রাজা বুঝে দিন রাতে ॥ মুর্ছাগত হইয়া পড়িল ভুমে কোনাই ॥ মুখে পানি দিয়া রাজা কেবা ইন চেতন ॥ জিজ্ঞাসি
নকথো বলি ইহার কারন ॥ কামকান্তা বলে আমি মাধবান সেবে ॥ প্রনাম করেছি রাজা হাদয় মাঝারে ॥ শুনি কথা রাজার মনে হৈল চমৎকার ॥ দ্বিজ না দেখিয়া হৈল তার
নাহি দেখি আর ॥ আপনার সাতে আসি বিক্রম রাজন ॥ দুতে পুছা হইয়া দিল রাজার সদন ॥ শুনি রাজা কামকান্তো আনে ডাকা হয়ে ॥ সর্ব্বত্থ কাবে তারে দান জ্ববিরে ॥
বিক্রম আদি যে অশ্ব আনিল তবা যে ॥ বড় তুষ্ট হইলেন উজ্জানের রায়ে ॥ কামকান্তা সমর্পিল মাধবানল রে ॥ তার সেন আনন্দে দ্বিজ পাইয়া বিস্তারে ॥ নসান্দ্যে তারা
কৌতুক করিল গমন ॥ পথে দেবালয়ে দেখা উত্তম গঠন ॥ বিরাজিত বিস্ময় মাতা দেখিয়াতে আয়ে ॥ কর্জাদিতে বিক্রমাক বিলেন তথায়ে ॥ মাধবান দেব রাজা কোতুকে কহিল
কামকান্তা মরি বুঝি যমানয়ে জেন ॥ শুনি একা মাধবানল তেজিন পরান ॥ শুনি এই কামকান্তা তেজে প্রান ॥ দুজনে মরিল দেখি চিন্তিত রাজন ॥ কাতর কানিল এই দেখা কহি
শুনন ॥ নিজ মাথা কাটি বাবে মর্জা দিন হাতে ॥ সন্তুষ্ট হইয়া মাতা হইল সাক্ষাতে ॥ কি হেতু আপনি খণ্ড করহ প্রেধান ॥ [illegible] ॥ রাজা বলে
মাতা যদি বর দিবে মোরে ॥ প্রান দেহ কামকান্তা মাধবানল রে ॥ সুনিয়ে এক পায়ে দোহে বাচিয়া উঠিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরনে দোহে প্রেম নাম কহিল ॥ আতি কেয়ে নিজ বা
পতি ॥

কাইয়েপ্রতাপিগেন সর্কেবে বসতি ।। তোজ বাজ্যচ নিলেন আপনার বাস ।। সেদিব ঘ বজনি হইন স্বপ্রকাস ।। পঞ্চদশ প্রতাপিকা কথা সমাপ্ত ।। শ্রী ।। অথ সোড়শ প্রতাপিকা
কথা ।। ঃ ।। বিপদিছন্দ ।। ঃ ।। ভজনেতে প্রিত ।। ভোজন বপতি ।। উঠিয়া প্রভাত কালে ।। দিন সুলক্ষণ ।। জানি প্রবাজন ।। পাত্র মিত্র ডাকে লোকে ।। আনি সিংহা
সন ।। কবিং সাজন ।। বসিব বলে সিংহাসনে ।। আজ্ঞা সিবে ধরি ।। পাত্র অধিকারি ।। সিংহাসন সিংহ থানে ।। বসিবার মনে ।। কবিনা রাজনে ।। পুত্রি পাকরিল মানা ।।
যাবেন্স হইতে ।। ভোজনের পতি ।। তবে কহি প্রসসা ।। বসিতে হইতে ।। বিক্রম প্রপাতে ।। সেইত আপনি বান ।। তাহার সমান ।। হয়ে তবে বেস ।। মন ভাজ
৪৩ মতমান ।। পুত্তলিক প্রতি ।। ভোজনের পতি ।। জিজ্ঞা আকারে সাদরে ।। বিক্রমরাজন ।। ছিল কত গুনবান ।। কহ সত্য গুনধরে ।। ভোজের বচন ।। সুনিয়ে তখন ।। পুত্তলি ৪৩
কহিছে হাসি ।। সুন নৃপমনি ।। সেগুন কাহিনি ।। আমার নিকটে বসি ।। বিক্রমাদিত্যের ।। কাহিনি প্রকৃব ।। আত্তজ কথন করে ।। পুত্তলি সম্মতি ।। কহেন তারতি ।।
আছিল সিংহাসন পরে ।। বিক্রম দশ্মরে ।। উর্দ্ধনাদি কারে ।। উঠিয়া প্রভাত কালে ।। দিবা প্রমানেতে ।। যাইব আনেতে ।। কবি নন মহিপালে ।। তপন ধানে ।। পৃথ্বীমানি
সত্ত ।। উত্তরিল নৃপবর ।। প্রমে গুরুরাজা ।। বনে মহাতেজা ।। পাথ্ব মুনি আস্তে ধরি ।। আছয়ে সন্যাসি ।। রাম সে মাধ্বি বনমাঝে ।। বিক্রম রাজন ।। হয় হরষিত মন ।।
গেলেন তথায় কোজে ।। বসিতে আসনে ।। দিন সে রাজনে ।। ধনা মিসন্যাসি পায় ।। বসিলে আসনে ।। বিক্রম রাজনে ।। দিয়া বাও সবরায় ।। কহেন্দ্র পমানি ।।

তোমারে নাচিনী ।। আমা চিনিলে কিমতে ।। সন্ন্যাসী শুনিয়া ।। কহিতে হাসিয়া ।। গিয়াছিলাম মুক্তাগেছে ।। বহু সমাদর করি নৃপবর ।। দেশেতে পাঠাইল ।। আছে মোর মনে ।। শুনে
তো রাজনে ।। আমি স্বরূপ বানজ ।। একে তো আনরথ ।। আমি সেই তো হে মোর ।। এরা বাড়িশুন্য আছে ।। দৈবের ঘটন ।। আমি চিনিনা জন ।। বনবাস গেলো চে ।। শুনিয়া রাজন ।। সন্ন্যা
সী বলে ।। কিতো হেতো কথা আগে না ঘটে ফেরে যাহা কহিবে ।। শাহে মত্তি সে পারে ।। স্বদেশে করিবা বিদেশে ।। সন্ন্যাসী মিতি ।। কহে কেবা নৃপতি ।। ইতিহাসে কহে মন ।। চন্দ্রসেন
রাজা ।। বলে মহাতেজা ।। দুঃখ কি নো এক জন ।। জাতি বর্গে তারে ।। অন্যায়ে সমরে ।। পরাজয় কেন বলে ।। বাস্য নিলো কেড়ে ।। খর বাড়ি হৈছে ।। চন্দ্রসেন
কেন বলে ।। নিষ্ফল কারণে ।। রাজা রানি সনে ।। আ কেন রক্ষ তনায় ।। দৈবের ঘটন ।। সেবাতে রাখনে ।। কানে সংহারিলো তায় ।। পাঞ্চে [illegible] ।। এর
... নায় ।। থাকেন বৈ রাজা রানি ।। রাজা হবে হেমা ।। কহিনু সর্বথা ।। সত্য সত্য এই বানি ।। তিন দিন গতে ।। রাক্ষে [illegible] ।। রাজা রানি [illegible] বাসি ।।
... ।। নারী সঙ্গে ।। সহর ভিতরে আসি ।। দেখে হাস্ত ফিরে ।। চৌমাথে রাজারে ।। তুলে নিল হস্তে পরে ।। রাজরানি নমে ।। তাতে বসাইয়ে ।। দিল দেবের হাস্তবরে ।। নিজ রা
... ।। পররাজ্য পাইলো ।। রাজা নিজ রাজ্যে বলে ।। পায় মিগনে ।। কহেন রাজনে ।। প্রজারে পালো সকলে ।। চন্দ্রসেন রাজা ।। কৃষ্ণের পূজা ।। বাটীর ভিতরে গিয়ে
... জনেতে মন ।। দিলেন রাজন ।। এহা শুভ ভক্তি করিয়ে ।। পায় মিগন ।। রাখ্য দিয়ে মন ।। প্রজারে পালন করে ।। কেন কালে শুন ।। অন্তে হতে রাজন ।। গা জিত আইলো
সমরে ।। হস্মায় নৃপতি ।। দুত গিয়ে তোমা ।। জানা হলো সমাচার ।। শুনিয়া রাজন ।। কহিতে মন ।। হরে কর বন পার ।। ৯৯

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ধাবসমুখেতে ॥ বিপক্ষ আসিতে। রাজা বেরাইতা দুতে ॥ আজ্ঞা দেহ তোরা য ॥ যুদ্ধের সময় ॥ বিপক্ষ মাড়া দ্বারেতে ॥ গাড় ভেরো জিন ॥ নৃপতি আনিলো ॥ এ ধুরাজা
পানেহার ॥ সেই সব ভূত্য: আসি যাত্ত্র রিতে ॥ নৃপতি বর সবারি ॥ কি ভয় তোমার ॥ শুন নৃপবর ॥ মরিবো সকল সেনা ॥ যুদ্ধে প্রবেশিয়ে ॥ বিপক্ষ মারিতে নাচায়
ব্রধান ॥ পলাইয়ে তীয়ে। বনেত্রবেশিলে ॥ বিপক্ষ রাজার সত ॥ হাসিচন্দ্রসেন ॥ সকলো কহেন ॥ ভাবিয়া দেবো কি যুক্ত ॥ যে নাম স্মরনে ॥ জানিবে সমানে ॥:
সেনা কেতে হারাস ॥ বাড়েতে সকল ॥ রাজার মর্দ্দন ॥ কহিলেন শ্রীনিবাস ॥ কহিয়া বিনতি ॥ সেন মহামতি ॥ জিজ্ঞাসা কহিলো ভুক্তে ॥ আমার কোথা ॥ মুর্দ্দো দিন
৪৬ মন ॥ কহ স্মরি কি জানেতে ॥ সেই স্তুতি কহ ॥ শুন মহাসহ ॥ পূর্ব্ব জন্ম কথা ॥ জানি সংশয় দেহ ॥ বলি তাই নু অপমানিবে ॥ প্রাণ কেন নৃপমানি ॥ কেন ভুপ কারণ ॥ ৪৬
সে জন্মে আমার ॥ কিসো আমাদের মনে ॥ পাণ্ডিতে আপদে ॥ রাম বোবি পদে ॥ কথ্য কেনে তব সন্তানে ॥ বিক্রমভূপতি ॥ হরিজ্ঞান তায় ॥ শুনা হল সন্ধ্যা
সবে ॥ মোর ব্রিয়তায় শুন মহাশয় ॥ যাহা করিবেন শ্রীস্মরে ॥ শুনি বড় সুখী: হইলো সন্যাসী ॥ রাজ্য হতে তো দিগ নাশ ॥ যাহার জ্ঞানে ॥ চাইয়া নৃপকে
শুন শুন মহাশয় ॥ নহয় সেনাশ ॥ বিক্রম ভুপাল ॥ উজ্জলে আইল বায় ॥ প্রজার পালন ॥ করেন রাজন ॥ স্বধর্ম্মে প্রজা পালন ॥ এমন সময় ॥ বড় দুঃখ
পায়ে ॥ এই দ্বিজ গুনবান ॥ ভিক্ষা হেতু আ ॥ আসি কহে কথা ॥ বিক্রমাদিত্যের স্থান ॥ ভিক্ষা মাগো দ্বিজবর বণে। হায় রাজ ॥ সন্যাস জেনাল দিলে ॥:॥

সেনালে আমারে। দেহ পুষ্পরাজ শুনি রাজা তাঁরে দিলো ।। শুন ভোজরায় ।। কহা নাহি যায় ।। যুক্ত অনেক হিলো বাগ ।। পুত্তলিকা হইয়ে ।। নিজ দেহ পায়ে ।।
সুরপুরী গেল চলিয়ে ।। ॥ ।। অথ সপ্তদশ পুত্তলিকা কথা ।। * ।। দ্বিপদছন্দ ।। * ।। শুভক্ষণে উঠিয়া রাজা ভোজ নৃপতি ।। সিংহাসনে বসিতে চলিল শীঘ্র
গতি ।। সুরূপ পুত্তলি হেন হাসিয়ে থাকুন ।। ভোজ কহে শুনি হে তোমার আস্য মূল ।। ইহাতে বসিতে রাজা বিক্রম আদিত্য ।। কল্পতরু রূপ রাজা দানে দিতে
নিত্য ।। রাজা বলে সেই কথা শুনিতে বাসনা ।। বিস্তারে কহিয়ে তুমি চেতন কর না ।। সুরূপ কহি হে শুন ভোজ নৃপবর ।। একদিন উদ্যানেতে বিক্রম ঈশ্বর ।।
সিংহাসনে বসি রাজা হরষিত মনে ।। রাজা হয় ধন্য নাম রিবে একই স্থানে ।। চারি তথ্যে দিলেন আজ্ঞা সৈন্য সাজিবারে ।। সাজি সব সৈন্যগণ আইলো বাহিরে ।।
দিগ্বিজয়ে বিক্রমের হইল গমন ।। পাশ্চিম দিগেতে গেলা বিক্রম রাজন ।। রাজাগণ কর দিয়ে পূজিলো আসিয়ে ।। আশ্বাস করিলো নৃপ গণেরে রাখিয়ে ।। সুখে
রাজ্য কর সবে ত্যজ ভয় ।। ভ্রমণ করেন সে বিক্রম মহাশয় ।। আপন রাজ্যেতে আইলো বিক্রম রাজন ।। মন্ত্রি আগে দণ্ড হইলো যথায় রাজন ।। সম্মুখে কহি
লো শুন উজ্জ্বলের রায় ।। পুষ্প উদ্যানে পুষ্প ফুটি যাহে সমুদয় ।। অনুমতি করো যদি নৃপচূড়ামণি ।। বাগানেতে স্নান যদি করেন আপনি ।। এতেক শুনিয়ে রাজা
সকল রাণীরে ।। প্রভাতে যাইতে হবে স্নান করিবারে ।। যেমত আজ্ঞা হইল সব রাজার রমণী ।। বিদ্যাধরী তুল্য হৈল সকল কামিনী ।। দাসীগণ সাথে সবা ।। গিরি

৭১

রোহিমে। পঞ্চবর্ষকালে যাবে উত্তরিল গিয়া ।। দিন দিন সাথে রাজা বাহিলো ভথায় ।। প্রজার পালন করে উজ্জ্বলের রায় ।। মন্ত্রী থাকি রাজধানে রহেন নিত্য দেশে আজ্ঞা
হেতু তিনজন্মা হবির গমন ।। রাজার বাণী মন্ত্রী শুনি মিত্রা প্রবেশে আয় ।। দিন রজনী প্রচুর করি যাত্রা দিলো তায় ।। তিন পর্যন্ত নাহি রহে সেমা সুন্দর ।। রাণী গিয়া পূজা করেন
শ্রব্য বেশে সুন্দর ।। গঙ্গা গোদা হবি গয়া প্রভৃতি ভূমি যে ।। শেষে রাজা রবাজো উত্তরিল গিয়ে ।। মুনির উত্তর ভাগ ধীরের মাধব ।। বিশ্বদন আনি পূজা করিল যুধিষ্ঠির
নগরের মধ্যে গিয়া দেখে মুখ্য বর ।। কোতি আগা চতুর্বা অরমনোহর ।। অগ্রহার নিকট মুক্তি সুখ ভরে হড়াই ।। জাগ দেখে রাজার চক্রবর্গের চাই ।। জবকুল
কেলে দিলো অন্য হয়ে উঠে ।। প্রাব সাধু জাগ সেই ক্ষেত্রের নিয়ড়ে ।। উড়্যা গিলো ক্ষেত্রের হবির সকলেরে ।। সাধ্যে রোগে শুন তাহে কহিমে তোমারে ।। রাজার
নাগ্নী নিত্য পরম সুন্দরী ।। সেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিল দৃঢ় করি ।। এই আগাম কুণ্ড ক্ষেত্রে গাড়িবে ।। তবে সেই জন স্বামী আমারে হইবে ।। শুনিলো কেমা সুরূপ
প্রতিজ্ঞা বচন ।। জানাইলো কন্যারে হবির নিবর্তন ।। প্রাঙ্গুণে সুন্দর দেমালো কন্যায় ।। ধ্যাপ্ত মাস মন্ত্রিকেলে মুক্তা গতব্যায় ।। এমন রূপা হৈ কিন্তু নাই দেব সুন্দরী
অপ্সরা তিলোত্তমা কিম্বা উর্বশী নাচনী ।। সিদ্ধুকুম্ভ মাণিক্য আদি উজ্জ্বল নগরে ।। জানাইল বৃত্তান্ত বিয়মাধ্যা দিয়েরে ।। শুনি যাহা নৃপতি করেন নিসঙ্কে গমন ।। যথা
মধ্যে ক্ষেত্রের করড়া দিলো দর্শন ।। নিজ আগমন রণে পাগা যে রাজন ।। ক্ষেত্রের কড়ায় রাজা ত্যজিলো জীবন ।। নৃপতি মরিলো শুনি কন্যা তবে আইলো ।। অমৃত প্রাপ্তি

৭১

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

প্রাণদান পাইলো তবে বিক্রম রাজন। বরমাল্য দিতে কন্যা করেন যতন। প্রধান মুখে নৃপ তারে দেখে কেন তায়। বানা দিলে ফিরে মাতা বন্ধু জন। মন্ত্রি সোবর্ণপদ্ম
দেহ বরমাল্য। মুনিকন্যা রাজসাক্ষাতে স্বীকার করিলা। মান্ত্রী সহ বিবাহ হৈল সেই কন্যার। মহাস্থান শ্রী অমন নৈসব রাজার। সন্তোষ মনে স্ত্রী রবে কন্যা সঙ্গে হইয়ে।
স্বদেশে থাইল রাজা কন্যারে লইয়া। মন্ত্রী সহিত কন্যা সুখে করয় ঘর। পুনঃ ভোজ হৈন হৈলা বিক্রম খণ্ডন। এতো বলি পুত্তলি মাগিয়া গেল ভূমিতে। নিজমূর্তি
ধরিয়া গেলা স্বর্গে বসতি। সপ্তদশ পুত্তলিকা কহিলা সমাপ্ত। ॥ ॥ অষ্টাদশ। অষ্টাদশ পুত্তলিকা আরম্ভ। ॥ ॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥ ॥ পোহাইলে
নিশা রবি। ভোজ হয় সুধা চারি। পাত্র মিত্র ডাকিয়া সকলে। রাজা যান সিংহাসনে। পুত্তলিকা রেন বাসনে। রাজা যোনা ওহে মাহিপালে। রাজা বিক্রমাদিত্য।
এ সিংহাসনে বসিতে। প্রভুত্ব বুধি রাখে বৈর সমান। ভোজ বলে কহ শুনি। তাহার গুণ কাহিনী। কেমনে এ গুণের স্থান। পুত্তলি পুত্তলি কয়। শুন ভোজ মহা
শয়। রাজা চন্দ্র সেখর প্রতাপে। রাজা যাক্ষ্যে সভাকার। বাহুবলে নাহি পারবয়ার বাযবাব পাড়ে তাকে। রাজা জস্ত গুন ধাম। [illegible] তবে যদি
হৈল স্থাপী ক্ষিতে। বিক্রম সমান তাহে। কুমারে হয়নাই। এমন ভূপতি ক্ষিতিগতে। যত গুণে নাই পাত। হৈলো উজ্জ্বল পতি। হেন রাজা না [illegible]।
তারে গুণ বলে। কোষে বাজ উদ্যানে। সেই চন্দ্র সেখর ভূপালে। তাতে হৈল মেদাইয়া। গেল হত মান হায়। লেবাক হইতে নিজ ঘরে। দুঃখমানে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ভাবিনা ॥ মনাছিনতপস্যায় ॥ দিনান্তরে করেন আহার ॥ তেজিয়া অন্নজলপান ॥ বায়ুভক্ষিয়ে ভোজন ॥ রাজা হৈলা অতি চর্ম্মসার ॥ পরেতারে হরিদয়া ॥:
দেখা দিল মহামায়া ॥ কহিলেন রাজা মাগো বর ॥ কহে রাজা হালী হবে ॥ বর মাগি দেহ মোরে ॥ আমি দান করিবো ব্রাহ্মণে ॥ কহেন শ্রীনারায়ণী:
রাজা দেখ শুনবাণী ॥ তাহা দিয়ে করিহ যজনে ॥ কিন্তু প্রাণ বেচে দিবে ॥ এক কড়া মূল্য নয়ে ॥ নিত্য নিত্য জাগ দিবে তায় ॥ যবে থাকিবে পূর্ণ হবে ॥ তামি দিয়ে
ক্ষমা দিবে ॥ তাহে প্রাণত্যাজিবে হে রায় ॥ ॥ থাকিবে যোগিনী গণ ॥ পূর্ণ হইবে তখন ॥ আমি মাগি যে দ্বিজ প্রাণ দান ॥ দিব সাত অর্চন ॥ ধামি নহিয়ে যজন:
৪৮ সুখে [illegible] গানে করো দান ॥ প্রতিদিন এইরূপ ॥ করিবে হে মহাভূপ ॥ প্রতি দিন দিব রত্ন বীন ॥ শুনি সেই রাজ ননী ॥ মহাআনন্দিত হয়ে ॥ প্রতিদিন দিব দিন ॥
নিত্য সেই কর্ম করে ॥ ক্ষুর্ত্তি পায়ে তারে তারে ॥ তাহা দান করে ব্রাহ্মণেরে ॥ পরে শুনহ কাহিনী ॥ রাজার রাণীর তাপী ॥ ছিল ক্রিয়া দিন সবে ॥ জয়বাণী ৪৮
নামতার ॥ শুনহে সমাচার ॥ গোসাঞি বিবাহিণ বাসিয়ে ॥ রাজা আসিয়ে অন্তরে ॥ জিজ্ঞাসিল মাহি যিবে ॥ কেন আজো কিম হইয়ে ॥ সেইচন্দ্র নরপতি ॥ মো
রহয়তো পাপতি ॥ বিপদে পরিয়াছে সে রাজন ॥ নিত্য নিত্য দেহ ত্যাজেন ॥ সেইচন্দ্রাঙ্গ মরবারে ॥ তার্পিরে দুঃখেতে হেরে মন ॥ শুনহে কি মরবায় ॥ নিবেদন উপায় ॥ ছাড়াও
সেবাজা বাবেদন ॥ শুনি রাজা মহাশয় ॥ মাহি ধরি প্রাতঃক্ষয় ॥ শুনহে আমার বচন ॥ ও ভাঙ্গি দ্বিজ যাবে ॥ পথ লিখিয়া বিস্তারে ॥ দূতা দিয়ে পাঠাও নিমন:

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দিলো

রাজার রাজন শুনি ॥ পদ্মিনী বিজয়া রানী ॥ বিক্রমে করিলো সমর্পন ॥ কালি দেব হাতে দিয়ে ॥ প্রন্ন পাঠাইয়ে ॥ পত্র দেখে বিজয়া বুঝিলো ॥ উত্তর লিখি ফেতার ॥ দূতে করি
পুরস্কার ॥ সেই দূতে বিদায় করিলো ॥ উত্তর লিখন আনি ॥ দিল যথা জয়া রানী ॥ মহারাজা পাঁড়িলো সাদরে ॥ জ্ঞাত হলে মহীপতি ॥ দেশার জাড়ৎ গতি ॥ রাজা যার
রাজ্যের ভিতরে ॥ বাটীর দুয়ারে গিয়ে ॥ লোক দিল পাঠাইয়ে ॥ জানাইতে বিজয়া রানিরে ॥ শুনি থাওা দিলো রানী ॥ যোগিরে সনুপমণি ॥ গমন করিল অন্দরে ॥ পদ
পাচ্ছ করি রানি ॥ নিশ্বাস ছাড়ি অমনি ॥ যোগি মুখ করে নিরক্ষন ॥ দেখিয়ে বিজয়া কয় ॥ এ তো নয় যোগী নয় ॥ দেখি যারি হইবে রাজন ॥ হইবে দেখা দিতে ॥ এই কথা
বলে সতে ॥ চাতুরানি করিলো বিহিতে ॥ ভুত গলে ডাকি হইয়ে ॥ আইতো দিলো হৃষ্ট হয়ে ॥ সংখ্য রসি থানস্ত রিতে ॥ তারা বিধিরা বেনারে ॥ রাজা তনা যাদেই রে
দেখে চন্দ্র সেখরের স্ত্রী ॥ রানি পরিচয় চান ॥ রাজা পরিচয় দেন ॥ তবু জেষ্ঠ ভাগ্নী সোবনারি ॥ রানি স্থির বিরণ রন্ধন ॥ রাজা করিণ ভোজন ॥ ভোজনান্তে তাম্বুল খাইয়ে
রানি গেলো নিজ বাসে ॥ বাটিকে নৃপতি বেসে ॥ শ্বেতরে ডাক পাশে লাগিয়ে ॥ সে চন্দ্র সেখর আশ্রম ॥ কিতম্বু স্মৃতি পাশ ॥ নিজ দেহো করেন মোচন ॥ রাজা থাগেনা
আসিতে ॥ সেই বিক্রম ভূপতে ॥ অন্ত শ্বেতে তেজিলো জীবন ॥ আশ্রয়া দুলো নিগুন ॥ দেহো করিলো ভোজন ॥ তব যার কথা শিয়ে সংহারি ॥ রাজারে দিলেন প্রান ॥ হেন
রাজা মুক্তি মান ॥ রসমাগো রোলে ক্ষেমঙ্করি ॥ বিক্রম আদিত্য রায় ॥ কালিকার পদ ধ্যায় ॥ চন্দ্র সেখরের হৃষ্টনাসে ॥ যাদি সোদ্রের দিবে ॥ পুন পুণ্ডরিক সিরে ॥
আমার রজস্তী স্ত্রী ভালবাসো ॥ ওআসুবলিলো গোরি ॥ দিলা মানি অস্পুর ॥ বিক্রম আদিত্য নৃপহাতে ॥ নয়ে ভূতলে রাখিবে দিলেন ছত্র ॥ এ সবে ॥ নিত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

সপ্ত প্রহরে তাহাকে ॥ সেই সপ্ত প্রহরে দান করে রাজমতি মান ॥ বিক্রম উজ্জ্বলে উপাখ্যান ॥ হয়না আর বধ ॥ হেন রাজা দয়াময় ॥ এই মত করিতেন হিত ॥ শুনি ভোজ মহারাজ
ফিরিয়া গেলেন ঘর ॥ না বসি বত্রিশা সিংহাসনে ॥ কহি ভোজ নৃপতিরে ॥ পুত্তলি অমুতবরে ॥ চলি গেলা ইন্দ্রভুবনে ॥ এ ষষ্ঠদশ পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ॥ ॥ ॥ অথ
৪৯ ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কথারম্ভ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ শ্রীপদদ্বন্দ্ব ॥ ॥ ॥ ॥ আর দিন ॥ করি সুলক্ষণ ॥ দ্বিজগন সঙ্গে [illegible] ॥ হয়ে রাজা মুদে ॥ ভোজ নরপতি ॥
সিংহাসনে যায় বসে ॥ ঊর্দ্ধপাশ হাসিয়া ॥ কহে নিবারিয়া ॥ না বৈস যোগ্য সিংহাসনে ॥ বিক্রম সমান ॥ হও গুণবান ॥ তবে বৈস হে রাজনে ॥ সর্ব্বগুণযুত ॥ দানশীল
যুত ॥ জগেশ্বর্য্য [illegible] সুত ॥ বলে মহাতেজা ॥ শুন মহারাজা ॥ শুন ভোজ নরপতি ॥ পুত্তলি বলে প্রতি ॥ কহে ভোজপতি ॥ কহ সেই রাজার কথা ॥ শুন ভোজ নৃপ ॥ ৪৯
কথা বিশেষ ॥ বিক্রম [illegible] আমার কহিতে কপালী ॥ হইয়া কুতূহলী ॥ শুন ভোজ মহীপাল ॥ সভা পরাক্রান্তি ॥ [illegible] ॥ একই হল বসেই কাল ॥ এই
হাসনে ॥ বসিয়া রাজনে ॥ দান দিতে অকাতরে ॥ রাজা বিক্রম ॥ বহু দেশ হৈতে ॥ আসে [illegible] দ্বিজবরে ॥ দণ্ড ব্রহ্মচারি ॥ [illegible] জটাধারি
ঈশান ॥ ক্ষমা গোকুলন ॥ কবে [illegible] জন ॥ কহে তুমি বিক্রম ॥ কহে [illegible] ॥ ত্রিভুবন [illegible] ॥ নরেন্দ্র আগম স্থান ॥ যোগী শুন আচার্য্য ॥ শুন মহারাজ ॥ কহি শুন
মত মান ॥ রাজা কহে শুন ॥ কহ দেখি বানি ॥ কি আকাঙ্ক্ষা হৈল তোমা ॥ শুনিয়া সন্ন্যাসী ॥ কহে মৃদু হাসি ॥ উদ্যান কৃত্রিম কথা ॥ একই সরোবর ॥ অতি মনোহর ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

বিস্তারিত অতি সয় ॥ জানপ্রতি স্থজে ॥ পাড় ভাতি উচ্চ ॥ আছে নানা রত্ন চয় ॥ মাণিক্যে রচিত ॥ প্রবালে খচিত ॥ আছে বাক্যা মনোহর ॥ জানচরণ
স্থ ॥ চরণস্থ নক্ষ ॥ কতো বাজে হংসেশ্বর ॥ হেন মুক্তি দেয় ॥ নানা রত্নময় ॥ সুমুণ্ড সহ সিংহাসন ॥ উড়েজানে হৈতে ॥ দোহাতে দোহাতে ॥ সর্ব
লোকিয়া দেখেন ॥ মস্তক পর্যন্তে ॥ বাটি হয়ে স্থান্তে ॥ তবা হয়ে তার পর ॥ সুর্য অস্তুগেলে ॥ পুন ছোরে জানে ॥ পুন পুন নৃপবর ॥ বাসিয়ে যোগাসনে ॥
বিক্রমরাজানে ॥ গেলা উত্থ নিকটে বে ॥ দোহান সাক্ষাতে ॥ সুমুণ্ডের সহিত ॥ সিংহাসন মনোহরে ॥ জোট নো গগনে ॥ সবিতার স্থানে ॥ পুনঃ আসি
ড়া রেজানে ॥ দেখিনু রপাতি ॥ পোহাইলো রাতি ॥ হইলো প্রভাত কালে ॥ উদিত অরুণে ॥ সহ সিংহাসনে ॥ জানতে দিস্তুমুণ্ড উচে ॥ তেজিয়ো যোগাসন ॥
বিক্রমরাজানী ॥ বাসিলেন গিয়ে ঘাটে ॥ দোহানে রাজন ॥ সেই সিংহাসন ॥ খা দিত মজন য়ায় ॥ রবির কিরণে ॥ বালা তেজি স্থানে ॥ সুসাই
য়ে গেন কায়ে ॥ হস্তে হরূপা বান ॥ দিন ধান দান ॥ তমা আসি দিবাকর ॥ ধনা মকবি যে ॥ ক্রতস্তুতি নিই য়ে ॥ স্তুতি কৈন নৃপবর ॥ রবি তুষ্ট হয়ে ॥
সম্প্রসন্ন নয়ে ॥ দিলেন বিক্রম স্থানে ॥ অন্তুনের স্তানে ॥ য়া চার ভাস্থানে ॥ তাহা রাবে মোর বরে ॥ স্থানিয়ে রাজন ॥ আনা জীত মন ॥ ঃ শ্রী হর্ষ হরি গত ॥
সুমুণ্ডে মেখা হইনো ॥ জানপ্রাবেসিলো ॥ সঙ্গে চাকান উপাস্থিত ॥ সুমুণ্ড গেলো জানে ॥ দোহানে পুপানে ॥ পায়ে বেসে যোগাসনে ॥ শ্রেয়ে কেন মুনি ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

রূপানি বাক্ষিন ।। পরে হইনো বেরাগে ।। নহে যে শ্রবন ।। হর্ষিত ভূপ মন ।। থাইনো নিজ বসতি ।। দোস্রী এহ তান ।। পাত্তিত্য প্রাপ্তিন ।। দান দিতে হনো মতি ।।
স্বগুনের স্থানে ।। লোযা বহইবে ।। ব্রাহ্মণে দিলেন দান ।। দোমীযা ব্রাহ্মন ।। হর্ষ পোতো মন ।। হইল রাজার স্থানে ।। মন [illegible] দাতা ।। বলিযে হমা ।। স্বগুনের গুন এতো ।।
হেন কমনি ।। নাদেখিলা নাসুনি ।। এলো কেতে অদ্ভুত ।। শুনি যে ভূপাল ।। লইয়া স্বগুন ।। দানো দিলো দ্বিজবরে ।। শুন ভোজ সত্য ।। বিক্রম আদিত্য ।। রাজ্য এত গুন ধরে ।।
তেমন হইবে ।। তবে সে বাসবে ।। কহি যে ভোজ রাজায ।। নিজ দেহ পায ।। গন্ধর্ব হইযে ।। স্বর্গপুরে চলে যায ।। ৭ ।। ঊন বিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ।। ৭ ।। অথ
৫০ বিংশতি পুত্তলিকা কথা ।। ৭ ।। রাগ ।। ৭ ।। দ্বিপদ ছন্দ ।। ৭ ।। ৭ ।। এই রূপে নিত্য নিত্য ভোজ নৃপতি ।। সিংহাসনে বসিবারে যান মহামতি ।। দেখিযা বিস্ময হৈল ।। ৫০
পুত্তলি ।। আসিযা বচন কহে করযোড় হলি ।। বিক্রমাদিত্যের এ সিংহাসন ।। ইহে বসিবার যোগ্য নহে রাজন ।। মহাপুন্যবান রাজা যাহা দিমান থাকি ।। যার যশ পাই
পৃথ্বী সসাগরা কীর্তি ।। সেবা ধর্মতুল্য ভোজ যেমন হইবে ।। তমন বসিয়া সিংহাসনেতে বসিবে ।। বিনয় করিয়া কহে ভোজ নরমনি ।। কহ শুনি বিক্রমাদিত্যের কিবা হানি ।।
পুত্তলি কহিছে শুন ভোজ মহিপাল ।। নৃপতি বিক্রমাদিত্য বিক্রম বিশাল ।। সিংহাসনে বসি রাজ্য করে চিরকাল ।। নবরত্ন সভা শোভে রাজিত মহিপাল ।। এক দিন
নৃপতি বসিযে সিংহাসনে ।। নানা শাস্ত্র বিচার করিতে রত্নগণে ।। হেনকালে এক দূত কহে সমাচার ।। পরম আশ্চর্য্য দুখো দানেতে তোমার ।। শুন বর পুরুষ[illegible]

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বিন্দু মানে বুঝি হোন দেবের স্রমা রঃ ।: শুনিযা আশ্চার্য রাজা গেলেন তথায় ।। দেখিল সুবর্ণ দেব মনোহর হায ।: রাজারে দেখিলে চলিলো শীঘ্রগতি ।:
তবে যোগাসনেতে বসিলো নরপতি ।: পুষ্পকের পশ্চাতে পশ্চাতে রাজা বায ।: হেন ক্ষণে প্রবেশিলা পর্বত গুহায ।: দোহেঁতে বিক্রমাদিত্য গুহায প্রবেশিলা ।:
ঘোর অন্ধকারে রাজা স্থিত যে চলিলো ।: কত দূর গিযা রাজা নাহি পায বাট ।: যোগেতে জ্বালিলো দ্বারে দারুন কপাট ।: বৃত্তান্ত বুঝিলেন রাজা জ্ঞানে মন ।
খুলিলো কপাট দ্বার হৈল বিমোচন । ঘোর অন্ধকারে রাজা দেখিতে না পায । অথাচ নিশ্চয রাজা জোগবলে যায । কত পথ গিযা রাজা নারী দেখিলেন ।
কোথা হৈতে কোথা যান না জানে রাজন । সাহস করিযা রাজা যোগ আসনে । যদি তুঙ্কার জ্যোতি দেখে কত ক্ষণে । সহস্র সূর্য যেন দীপ্ত প্রকাশিত ।
দূরে হৈতে নরপতি দেখায বিস্মিত । কন্তুক্ত জানিতে রাজা কিছু হৈল । মনোহর দ্বারখান দেখিতে পাইলো । প্রবাল নির্মিত দ্বার দেখিতে সুন্দর ।
কনক কপাট তাহে অতি মনোহর । জিনি কান্তি চন্দ্রকান্ত সূর্যকান্ত মণি । মরকত হীরা মণি প্রবাল গাথনি । সেই মণি দীপ্তি যেন আশুতোষন । দুই পাশে বসে
দ্বারপাল দুইজন । ভুজঙ্গ আকৃতি তেহ কিছু হয নাহি কিয । দেখিযা বিক্রমাদিত্য হৈল বিস্ময । সেতু মাত্র হস্তে তারা দিযাছে দ্বারে । দেখিযা নৃপতি
মনে করিল বিচার । নিকটে যাইতে দ্বার হৈল মোচন । মহানন্দে প্রবেশে যে গেলো তত ক্ষণ । নগরের শোভা দেখে অতি মনোহর । সুন্দর বাঁধন
পথ প্রবাল পাথরে । হিরা বেরা তত গৃহ মাণিক্য স্তম্ভ । কুঞ্জ পতাকাদি শোভে কনক কলস । শোভিত সুন্দর সারি তাহে মুক্তাহার : নানা চিত্র বিচিত্র

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

৫১ আশ্চর্য্য শোভা তার ।। প্রতি দ্বারে রাম রম্ভা তরু সুশোভিত ।। কনকের স্তম্ভ দুই কীনারে পুরিত ।। আম্র আম্র পুষ্প মালা নবীন বিধান ।। স্থা-
নে স্থানে নানা মত বাদ্য নৃত্য গান ।। ধ্বনি গান সদা করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।। হুলহুলু জয়ধ্বনি করে রামাগণ ।। সর্ব্বদা পুরাণ পাঠে হরিগুণ গান ।। সন্ন্যাসী
রাখেতে পূজি ভগবান ।। ভবানন্দ সোমদত্ত সকল বর্ণিত ।। দেখিয়ে কি মাধুর্য্য হইলা বিস্মিত ।। মনে ভাবে বুঝি এই হরে কৃষ্ণ পুরি ।। জিজ্ঞাসা
করেন লোকে কার এ নগরি ।। সবে বলে কোথা হৈতে আইলে মহাশয়ে ।। না জান পাতাল পুরি বাণি বিখ্যাত নয়ে ।। মনে কে না বোঝে যদি আইলে বসাতল ।।
দেখিব কি মন বানি বাপা মহারণ ।। দেখিয়ে জীবন আজি সফল হইবে ।। প্রবেশ করিল পুরি এই অনুভবে ।। বনির দ্বারের দ্বারি প্রভুত জবান ।। যোগীন্দ্র
মুনীন্দ্র সদা যাঁর করে ধ্যান ।। তাহার অধিক প্রভু তত্ত্ব রসন ।। তত্ত্বের সর্ব্বস্ব প্রভু জ্ঞান বুদ্ধি বলি ।। নিবিড় আগুন বিনির্জিত কলেবর ।। দেখিব ৫১
নয়নে আজি নব ঘনবর ।। কটিতটে পরিধান সুবসন পীত ।। পীন নিতম্বে যথা শোভিত তড়িত ।। শিরে রত্ন মণিময় মুকুট উজ্জ্বল ।। শ্রুতিমূলে সুশোভিত
মকরকুণ্ডল ।। গলে দোলে মকরন্দ পঙ্কজ নয়ন ।। অকলঙ্ক সুধাকর জিনিয়ে বদন ।। ভৃগু মুনি পাদ চিহ্ন শোভিত হৃদয়ে ।। নানা রত্ন বিভূষণ হার মণিময় ।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে ।। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভে পদাম্বুজে ।। আপাদলম্বিত বনমালা গলে দোলে ।। কস্তুরি তিলক সুন্দর শোভে ভালে ।।

বানিব ধাবে তনিয়ে দেশেসহি পতি ॥ অষ্টাঙ্গ প্রনামকৈল নোয়াইয়ে ক্ষিতি ॥ আনন্দ সাগরে মগ্ন নৃপতি হৈল মন ॥ পুনর্বা সম্বেদ কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥ কম্পেবশ
সম সম সিহরে শরীর ॥ পান কৈতে পুন্ন দেহ হৈল নৃপতির ॥ নানামত স্তুতি করে বিজোড় কর ॥ অনাদি পুরুষ প্রভু তুমি যোগেশ্বর ॥ তুমিহে অবনী জল অনল প
বন ॥ চরাচর স্থাবরাদি তুমিহে আপন ॥ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ প্রভু তুমি সর্বময় ॥ তব যশ গুণগত বেদ বিধি হয় ॥ তত্ত্ব বং সন তব নাম চিহ্ন ন ॥ উপুরে হেতু বনি
বাইয়া হো ধার পানি সু অজুনের সাবাসি রাখিয়ে সঙ্কটে ॥ মুখিনু কৈবন্য পাদতেজি সমন ॥ সম্মুখবনে নন্দর মাগরবাজন ॥ বাজাবানে বলে বাবি দাহি প্রয়াণ ॥
ভকতিচিন্তামণি কব জগত উদাব ॥ মোর ভাগ্যে তুষ্ট তুমি হৈল ভগবান ॥ তবে সেই দিব্যবর আমি নিব পাতি ॥ এপাদ পদ্মে যেন থাকে মোব মতি ॥ আব এক
বাসনা পূর্ণ হোক ময় ॥ বৈসবেক মাইমা ভুবানে বেদে কয় ॥ ভুবন পাবন বেশ ধব সত্ত্বগুণে ॥ পাপ তাপ সব হবে যাহার দর্শনে ॥ জাবত কিছু যোগ বন্ধু তুমি না বা
যুন ॥ হেন সাধু দেখিতে বাসনা করে মন ॥ তবে প্রভু আজ্ঞা দিল পাবে দরশন ॥ আন যোগমিন বাজাবনির সদন ॥ গিয়ে দেখনা মিলা বনি বাজে নৃপবরে ॥ বসিতে আসন
দিল মহাত্ত বর্জ্জধর ॥ কি কারণে আইলে তুমি বিক্রম বীজন ॥ বনি নেন করি তে তোমার দরশন ॥ মুনিবর প্রশংসা করিল দত্তবার ॥ নৃপতি বাজসন্দেহে আপন সভায় ॥
পরম বাসন্ত ব বাজা পরউপকারি ॥ আপন ধর্ম্মের বনে আইল মোর পুরি ॥ বাজার বাতেক শুনন বেথ সম্ভব ॥ এত বনি কৈল বনি পরম গৌবব ॥ তার বনি বাজে সুবরে

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

৫১

ত্রিলোকে বন্দনা তুমি হইলে নাতি ॥ আত্মা সহ স্বর্গমর্ত্ত দিলে বিষ্ণু পায় ॥ তবে জলসহ পুরাণেতে শ্লোক গায় ॥ আমি স্থূল দত্ত তব কথন সীমা ॥ স্বর্গের রাজ্য হবে
দ্বারে হরি রবে মহিমা ॥ যাবে না নিশ্চয় বামন অবতার ॥ এত মত বলি দিলা মস্তকে যাহার ॥ যাহারে ইন্দ্রাদি দেব হৈল পরাজয় ॥ তাহারে নিঃক্ষেপে দিব কৈল্য হয়া বিষ্ণু ॥
সত্য পাতালে নেবর মাগ হরি রাজন ॥ রাজার গণে আর বর কোন প্রয়োজন ॥ শ্রীকৃষ্ণ দাসী আর তোমা বার মিলকে ॥ ইহা কথা দিব আর কি থাকে ভুবনে ॥ এহি কথা জিজ্ঞাসি কহি
যে দিবেন ॥ স্বর্গ বাহির দ্বার পাণ দুর্জন ॥ সদা মোন রয় তাবা কমান নাহি হয় ॥ তাহার স্বরূপ মোর কহ মোহাময় ॥ বলি কহে পাতাল পুরের সেই দ্বার ॥ পুনঃ
দিনে আসিত সাক্ষাৎ ॥ তাহাকেঁ হে যোগবলে রক্ষা করিবে দ্বার ॥ শ্রীহরির আবার সদা দুর্জনার ॥ কিসমত্যাদি তত্ত্ব সুকৃত পুণ্যবান ॥ তোমার হরি ভক্তি
চাহে মোরে দান ॥ স্পর্শমণি আনি বলি দিল নৃপতিরে ॥ দিলেন থয়ে কল ভক্ষ্য করে তবে ॥ এই স্পর্শমণির যত্নে গুণ শুন লোহাদি স্পর্শ মাত্র হয়েতে কাঞ্চন ॥
জরামৃত্যু আদি নাশে এক কলে রত্ন ॥ বৃদ্ধ লোক যুবা হয় করিলে ভক্ষণ ॥ শুনি রাজা দুইবর বাসিয়ে যতনে ॥ চলিল প্রণাম করি বলির চরণে ॥ যোগাসনে আসিলে
রাম গোনৃপবর ॥ দোর্মী লোত আশ্রম নৃপ ক্ষুধা কাতর ॥ উচিত নাহি সাক্ষ্য অতি দরিদ্র ॥ তাহাতে দারিদ্র নারী সর্বন উপায় ॥ একা কন্যা আনী বর সুদাম
হাতে ॥ দোর্মী যা করিল হয়া ক্ষুধার যাগব ॥ সেই হইতে সেবা আশ্রমে দিলে দান ॥ প্রণতি করিয়া কৈল উদ্দেশে প্রয়াণ ॥ ইহার স্বরূপ নিশুন ভোজন সবে ॥

৫১

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

২

এতো শুনে । ছিলো রাজা বিক্রম কেশরি ।। শুনি রাজা সেদিন । ফিরিয়া গেল ঘর ।। পুত্তলি স্নগে কে গেলো পায় কলেবর ।। এইমত পুত্তলিকা কথা ।। ঃ ।। ঃ ।। দ্বিপদ ছন্দ ।। ঃ
এক দিন ভোজরাজ হরষিত মনে ।। রাজবারে চলিলা বত্তিসা সিংহাসনে ।। সুরূপা পুত্তলি কহে হাসিয়া রাজনে ।। এই সিংহাসনে বসিবে কোন জনে ।। নৃপতি বিক্রমাদিত্য
ছিলো পুণ্যবান ।। তুমি আসিয়াছ রাজা তাহার সমান ।। ভোজরাজা কহে সে কেমন নৃপমান ।। কহ দোষ শুনি তার কি গুণ কাহিনী । শুনে পুত্তলি কহিলে শুন ভোজ নৃপবর ।। ঃ ।।
রাজা বিক্রমাদিত্য বসি সিংহাসনোপর ।। একদিন দিগ্ ভ্রমনেতে হৈল মন ।। একাকি সুবেশে দেশে গহন কানন ।। এইরূপ কিছু দিন ভ্রমনে করিতে ।। দেখিলেন এক জন সন্ন্যাসী
সুকাননে ।। ফল মূলাহার করি আছেন বসিয়ে ।। নৃপতি কহেন তারে প্রনাম করিয়ে ।। কোন দেশে ভ্রমন করিলে মহাশয় ।। কি দেখিলে কোন স্থানে কহিবে নিশ্চয় ।। স
ন্যাসী বোলেন রাজা ইহার প্রমানে ।। দেখিয়াছি হিমগিরি পর্ব্বত সন্নিধানে ।। তাহাতে তপস্যা করে এক মহাজন ।। নাহিক অন্ন জল নিদ্রা শয়ান ভোজন ।। রাজা বলে আমি তারে
দেখিবারে যাব ।। তাহারে দেখিয়া আশা সফল করিব ।। সন্ন্যাসী কহিলো সে ধাম অতিশয় ।। ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখে পাবে বড় ভয় ।। আমি কহি সন্যাসী না যাইও সে স্থানে
ওথা ।। তুমি তথা যাইবারে উচিত না হয় ।। শুনি রাজা নিকটে করিয়ে যোগাসনে ।। চলিল পর্ব্বত যথা আছে যোগি জনে ।। দেখিল পর্ব্বতে তপ করে এক জন ।। নাহি
আহার নিদ্রা চক্ষু কি মিলন ।। দেখি রাজা ডাকিয়া প্রনাম কৈল তারে ।। তুষ্ট হয়ে মুনিবর চক্ষু মেলে চায় ।। কহিলো কে তুমি বটো কোথা তব ধাম ।। মুনিরে
বিক্রমাদিত্য কহে নিজ নাম ।। মুনি বলে রাজা তুমি হও পুণ্যবান ।। এত বলি তিন দ্রব্য দিল মতিমান । পাশক । খড়ি বক্কুলি বাড়ি এক আর ।। কহে সব গুন কহে

দিলেন তাহারে ॥ মাটির পুতুলি হয়ি পাশাণী যোথারে ॥ দক্ষীন হয়েছে এই দণ্ড প্রহারিবে ॥ মুক্তিমান হবে সে মাটির কলেবর ॥ আজ্ঞা দিলে হরি রেখেছেন
মন সমর ॥ এত বলি কিতোমা তেজ আয়োজন ॥ যাচাহীবে তাপাইবে এই কুলি স্থানে ॥ এত শুনি নৃপতি হৈলা মতিবিশারদ ॥ যোগাসনে বসি রাজা উজ্জ্বলে
ভেজাযে ॥ যাইতে যাইতে এক বনের ভিতর ॥ দেখিলো কান্দিতেছে এক পুরুষ সুন্দর ॥ পরদুঃখে দুঃখী রাজা তারে জিজ্ঞাসিলো ॥ কোন দুঃখে এত রব বিরেছ
হইলো ॥ নৃপতি নন্দন দোষ কাঁদ কি কারণ ॥ তবে সে কহিলো জত নিজ বিবরণ ॥ রণবান সম্পু কেড়ে নিলো রাজ্যধন ॥ প্রাণ নষ্ট পাশা হয়ে প্রবেশিনু বন ॥ আ
৫৩ শ্বাসিয়ে রাজা কহে এহি কোন কার্য ॥ মোর সঙ্গে হবে চলো দেয়া হবে রাজ্য ॥ শুনি বণে সেই সত্য বচন অধীন ॥ স্বামী রাজা এ কেলো তাহাতে অশ্বারোহন ॥ শুনি ৫৩
রাজা পাশাণে পুতুলি নির্মাইয়ে ॥ সজীব করিলো নাকি তাহাতে মারিয়ে ॥ ক্ষোর দরশন তার মুক্তি উদ্ভব ॥ দোষ সেই রাজা হৈল আমি … বহু সেনা
সহ রাজা রাজা গইলেন যে ॥ যুদ্ধ থাকে নিজ দেশে উত্তরিলো গিয়ে ॥ ঝুলি হৈতে সেনাগণে অশ্ব এক দিলো ॥ রাজ্যভূম ছাড়া দূতে কহিয়া পাঠালো ॥ ক্রোধ করি
আইলো তারা করিবারে রন ॥ দোষ দোষে বহু যুদ্ধ করে ছেব সেনাগন ॥ মারিলো বিপুর সেনা পদাতিক গন ॥ অবশেষে পলাইলো লইয়া জীবন ॥ যুদ্ধে জয় করি
রাজা রাজ্য তারে দিলো ॥ আপন দেশ বিদায় হইলো ॥ সেই রাজা কহে প্রেম নেতে আবার ॥ সম্পুগণ আশীর্বাদ নিবে আমার ॥ শুনি সেই মাট

নাচি বুলাইদিলো তায় ॥ নিত্য যক্ষ বলে আইলো উজ্জ্বলেব বায় ॥ এমন গুনের সিংহাসন পতি আমার ॥ হেন ভোজ এত গুন আছে কি তোমার ॥ হাইয়ে স্মাশয়ে স্বগে গেলেন
পুত্তলি ॥ শুনিয়া বিরস হৈল ভোজ মহারাজ ॥ ॥ ইতি একবিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ॥ ॥ অথ দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কথা আরম্ভ ॥ * ॥ * ॥ শ্রীপদপঙ্কজ ॥ * ॥ *
উচিয়ে প্রভাত কালে ॥ ভোজরাজ স্নান হলে ॥ বসিতে চলিলা সিংহাসনে ॥ কৃতকপা পুত্তলিকা যে ॥ নারেস হে মহাসয় যে ॥ ইর্ষা হিন ভোজের রাজনে ॥ তুমি রাজা কোন
গুনে ॥ বসিবে এ সিংহাসনে ॥ শুন রাজা মোর নিবেদন ॥ বিক্রমাদিত্য রায় ॥ গুনসমুদ্র প্রায় ॥ তাহ্লের বত্রিশ সিংহাসন ॥ হেন ভোজ পুত্তলিরে ॥ শুনি চেরো সনা
হবে ॥ এ বিক্রমাদিত্য কাহিনী ॥ শুনিয়ে পুত্তলি কয় ॥ শুনে ভোজ মহাসয় ॥ সেই বিক্রমাদিত্য কাহিনি ॥ সাগর নামে তপায় ॥ সঙ্কর বন্ধু তার বন্ধু ॥ সাগর থাকিতো
বিদ্যমান ॥ বিক্রমাদিত্য রায় ॥ তাহার বাসে নেতায় ॥ আয়ু শেষে গেলো যম স্থান ॥ অল্পকালে পিতৃ মেণ ॥ কিছু কিছু না জানিল ॥ বাসিতে না পাবেন সভায় ॥ সন্ধ্যা
পাইয়া সঙ্কর বন্ধু ॥ মনেতে করিয়া খেদ ॥ মহাঘোর অরণ্যেতে জায় ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে ॥ দেখা হৈল ন্যাসি সনে ॥ সেসন্যাসি সর্ব্ব সাস্ত্রজানে ॥ সেসন্যাসি দয়া
ময় ॥ সিদ্ধ মন্ত্র দিলো তায় ॥ মন্ত্রের প্রভাবে হৈল জ্ঞানে ॥ সর্ব্ব সাস্ত্র জ্ঞাত হয়ে ॥ গুরুপদে প্রনামিয়ে ॥ নিজ দেসে আসিতে হৈল বিবে ॥ বনমধ্যে একাকিতে ॥ দেখিলেতে
বিঘ্ননাম ॥ দোষ মানে থমাদিমাছে ॥ নিকটেতে সরোবর ॥ আর্চবাসী মোন হয় ॥ অতি সুশিতল জল তার ॥ সেই নিশি সেই স্থানে স্নান করি পঞ্চাননে ॥ আগিম বাইস

চারিসর ॥ দেখে সরোবর হৈতে ॥ এক কন্যা উঠে বাসে ॥ নারি ভেজে অঙ্গের বসন ॥ গঙ্গা পুষ্প বিল্বদল ॥ পূজা কৈল বিশ্বনাথে ॥ তুষ্ট হইলেন ত্রিলোচন ॥
মোহরত রজনীতে ॥ গান বাদ্য কৈল তাথে ॥ তুষ্ট হইলেন বিশ্বনাথ ॥ পূজা করি বিপ্রকন্যা সে ॥ পুনর্ব্বার সেই জলেতে ॥ রজনি হইল পুনো সুপ্রভাত ॥ পরে সেই
তপস্বি হোইয়া কৈল সরোবরে ॥ কন্যা সহ জলে প্রবেশিব ॥ জলের নিকটে যায় ॥ গঙ্গা নরেন্দ্র আশিস ধায় ॥ ভাবেন সঙ্কল্প [illegible] ॥ আপনার দেশে আসি ॥
যথা রাজা আছিল বসি ॥ জানাইল সব সমাচার ॥ শুনিয়া বন্ধুর বাক্যে ॥ বিস্ময় মানি চিত্তে রহে ॥ গেলা যথা আছে বিপ্রেন্দ্র ॥ এরা নামে শুন পাবি ॥ শুন কৈল নৃপমণি ॥
রজনি আসিলে ॥ উপস্থিত ॥ দেখে রাজা জল হৈতে ॥ এক কন্যা আচম্বিতে ॥ উঠিলেন রূপ মনোহর ॥ সেই অপূর্ব্ব বিদ্যাধরি ॥ গান বাদ্য আদি করি ॥ বিভাবরি
জাগরণ করিলো ॥ পুনঃ কালে জলে যায় ॥ নৃপতি পশ্চাতে ধায় ॥ পাতালেতে উপস্থিত হৈল ॥ [illegible] নৃপতি ॥ [illegible] নৃপতি ॥ এই কোন স্থান কহ মোরে ॥
রাজার বচন শুনি ॥ অপূর্ব্ব কন্যা কহে বাণী ॥ এখানে সুর নরবরে ॥ [illegible] এই স্থান ॥ তুমি রাজা পুণ্যবান ॥ [illegible] এই স্থানে ॥ রাজা কৈল নিবেদন ॥ যার নিমি
ত্তেন ॥ আসি তেনা পাসি এই স্থান ॥ রাজা বলে [illegible] ॥ উঞ্জলে [illegible] আসি ॥ [illegible] নাহি দেখি মোরে ॥ [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ বিদায় [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible]

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

উজ্জ্বলনগরে ।। রামেশ্বর দ্বিজবর ।। দেখিলেন দ্বিজবর ।। হাঁন্দি যে থাঙ্গন সে থাঙ্গন ।। অর্থ নাই মোড়ে তায় ।। রাজা ভোজ আসিলো তায় ।। হরহরি প্র কাঁদো বিস্তারন ।। দ্বিজবরে
নারি মোরবা রুঃখেলের সুখ ।। হাদায়ত্তে রাজ মোরবান ।। দিনান্তরে নাই হয় ।। শুনরাজা মহাশয় ।। সুবালো সদা দহে প্রান ।। ঘন্টেয়ত্তে দাইতে মন ।। বুঝি কিবা এখন ।।
দেহ থাবনা বহে আমার ।। রাজা বৃথা হৈল ।। সেই দ্বিজ দ্বিজ ছিলো ।। উজ্জ্বলেতে বেলে প্রস্তার ।। উজ্জ্বলেতে আসি রাজনে ।। বাজ্যেহরে সিংহাসনে ।। প্রাহর সমান
আকাশেতে ।। তবে ভোজ নৃপবর ।। বোলা সিংহাসন পর ।। শুনি ভোজ চমৎকার বনাগে ।। ধর্ম দেহ ভাগ্য করি ।। আপনার মুক্ত করি ।। পুষ্পক বিমানে চড়ে জায় ।। শুনিবে
ভোজ রাজনে ।। নার সিয়ে সিংহাসনে ।। এক্ষণে গেলেন ভোজ রায় ।। ।। * ।। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ।। ।। * ।। * ।। অথ ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কথা ।।
।। * ।। * ।। দ্বিপদ ছন্দ ।। * ।। * ।। এইকাল পুনঃ পুন ভোজনরপতি ।। সিংহাসনে বসিতে বসনা নিতি নিতি ।। একদিন গেল রাজা হয়া কৃতাঞ্জলি ।। তবে কহিবেন তারে বুদ্ধরূপ
পুত্তলি ।। বিক্রমাদিত্যের এরা বত্রিশা সিংহাসন ।। কোন গুনে এ আসনে বসিবে রাজন ।। ভোজ রাজনে কহি বলো তোমার ভূপতি ।। উঁর গুন শুনি তে বাসনা হয় থাকতে ।। পুত্তলি
বলেন শুন ভোজ নরবর ।। বিক্রম নগরে ছিল নামে সদাগর ।। নানাধনে ধনি তার পুত্র চারি জন ।। সভা করিয়া কি সাধু বলিল বচন ।। আমার মরন হৈলে জাদি চার জন্তে ।।
সাহাদরে সাহোদরে বাদির সিরিত ।। জেষ্ঠ আমার সম করিবেক জ্ঞান ।। কনিষ্ঠেরে তারিবেক পুত্রের সমান ।। যদি কেহ কাহাকে কেহ নাহি হয় বাস ।। নহিরে বিবা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

সত্যে হরি সমস্তুল ।। পালঙ্ক সুবাবৃত্তনে চারি খড়াবন । এইমত বিভ্রাণ হইবে চারিজন । কিছু দিনান্তরে মৈল সেই সদাগর । চারি সহুদরে দুঃখ হৈল পরস্পর ।। ধনভাগ করিতে
সকলে হৈল মন ।। উঝাড়িয়া বারিবৈল চারি খড়াবন ।। ভুমি মাটি অশ্বাব অশ্যাষ্টে সারি সুর্ণ ।। দোষ চারি সাহাদের হইল বিদর্ণ ।। নিত্য নিত্য বধু দোষ আসি দোষ যায়া
করিতে নাপারে কিছু নিরুপনতায় ।। তবে মনে বিচারিয়ে চারি সহোদর ।। চারি খড়া লয়্যা গেলো উজ্জ্বলনাগর । সেখানে গেলেন দিগম্বুমণে প্রভাত ।। হইলেন চারি
ভাই সবা সদ প্রীতি ।। বিবেচনা করিলো সভা সঙ্গতি ।। নাপারিলো মীমাংসা করিতে কোনমতে ।। নানাদেশ দেশান্তরে ভ্রমে চারিজন ।। কিছু দিনান্তরে গেলো
আসিঁবা পাটন ।। নৃপান্তর আগে গিয়া সকল কহিলো ।। বিচারিয়ে রাজা কিছু করিতে নারিলো ।। সেই দেশে শশিমাণ বাহন সুন্দর ।। বাসুকি নাগের সুত
৫৫ মহাতেজধর ।। তার জন্ম কথা শুন ভোজের ঈশ্বর ।। এক বিপ্র ভাগ্যানি দ্বিজ সহোদর ।। পরম সুন্দরী বালা প্রথম যৌবন ।। একদিন ভ্রমে দিনে গেলা নদী স্নানে ।। ৫৫
মোহিত হইল দেখি বাসুকির মন ।। জলমধ্যে মায়া করি কৈল আলিঙ্গন ।। তখনি হইল গর্ভ প্রকাশিলো পরে ।। দূর করে দিলো তারে তার সহোদরে ।। আসিঁবা পাটনে
কুম্ভকার ঘরে ।। পেট বেড়ি বালি যে বাইলো সেই স্থানে ।। দশমাসে প্রসবিলো সুন্দর কুমার ।। সকল লক্ষণ তার যেন দেবতার ।। আসিয়ে বাসুকি নাগ দিনবল
দিয়ে ।। বাসীলেন নাম তার বাহন বানিয়ে ।। শুক্লপক্ষ শশী বাড়ে দিনে দিনে ।। পাচবৎসরের হৈল খেলে শিশুসনে ।। মুক্তকার হয় হাতে পাদ তি করিয়ে ।।

রাজা হয় সে সকল সেনা সাজাইয়ে ।। অপার বানক মান্ত্রি প্রজা হয় তার ।। বানক কয়েন সেনা গস্ত প্রকার ।। সেইপ ক্ষিজায়ে সদাগর গারি তার ।।
কাহে তারা বিচারের যোগ্য লোক নাই ।। শুনি সিসু তারে ডাকির ও আনু শুনি লো ।। চারি আম্ভে চারি নাম নিধন দেখি লো ।। য়েই অস্তে তুস ধন্দ করিলো
বিচার ।। ধান্য যব আদি যত শস্য তার তার ।। মৃত্তিকা মৃত্তিক দোষ কি হেথা বরাবর ।। বাড়ি ঘর আদি সব বিতান হইব ।। আপার বক নাসি দেখি কহে
ওঙ্কন ।। সোনা কি পাত্র আদি ধাতু বলবে সেইজনে ।। অস্থি অস্থি দোষ কহে করিয়ে বিচার ।। হস্তি অশ্ব গো মহিষ সকলি হইবস্তু ।। স্ত্রী পুরুষ বিবাদে
স্নিসবে চমৎকার ।। তুমি চারজনে জেন খবে থাপনার ।। নৃপাত সিসুর কথা শুনিয়ে বিস্ময় ।। পোষ্য পুত্র করিয়া রাখিল নিজালয়ে ।। হেথা দি
গ্রমন করিয়ে কতো দিনে ।। আইলা বিক্রমাদিত্য নিজা নিকেতনে ।। শুনিলো সাবুর বিতারের বিবরন ।। মিমাংসা করিতে না পারেন কোনজন ।। বিতার
বুদ্ধিতে সক্তি নাহি কাহার ।। সিসু সালবাহন মিমাংসা করেন তার ।। শুনিয়ে সিসুর বড় প্রসংসা করিয়ে ।। সিসু আনিবারে দিন দুত পাঠাইয়ে ।।
ক্রোধিকেন থাকিবা পাঠনের পাতি ।। সালবাহনে বর নয় কাহার সংগতি ।। যদি দেখিবার ইচ্ছা করে তার আন ।। আপুনি আসিয়ে মোর দেখিবে সভনে ।। দুত মুখে
শুনিয়ে বিক্রমাদিত্য রায় ।। সাজ সাজ বলি সব দূতকে জানায়ে ।। অশ্ব হস্তি রথ রথী পদাতি সকল ।। সাজিয়ে বাহির হৈল চতুরঙ্গ দল ।। সসৈন্যে চলিলো রা

সৈন্য

এতোদিনে উত্তরিলো পাটনমাঝে ॥ শুনাঞা পাঠাইলো রাজার সদনে ॥ দেহ শালবাহনে নতুবা দেহ রণে ॥ শুনি রাজা নিজ সৈন্য সাজাঞা রহিলো ॥ রণ হবারে সাজ
সমরে আইল ॥ সমর হইতে আজ্ঞা দিলো মহিপাল ॥ বিরক্ত শক্তিধর সেনাপতি হোল ॥ বিক্রমাদিত্যের সহিত্যে হবে ঘোর রণ ॥ বিনা সন্দে সজ্জিলে সেনাগন ॥
সমরে কালের মাঝে কোটে মহিপাল ॥ তাই লোকে কহিবেন ঘোর যুদ্ধ বিশাল ॥ অবসানে কারটিন বিক্রমাদিত্য রায় ॥ তবে সে দিনেতে সৈন্য পলায় ॥
শুনি সে দেশের রাজা তথা সন্নিধান ॥ শালবাহনে ডাকিয়ে দিলেন ॥ চলহ বিক্রমাদিত্য রাজার নিকটে ॥ সাক্ষাৎ তাঁরে স্তব করিহ সুচেষ্টে ॥ শুনি শাল
৫৬ বাহন কহেন ক্রোধ মন ॥ আমার নহিব থাকিতে কহ রাজন ॥ রাজার নাহিক রণ সৈন্য সেনাপতি ॥ কেমনে করিবেন ভূমিপতি ॥ কহে শালবাহন আমার ৫৬
আছে সেনা ॥ ইচ্ছায় জিনিতে পারি নহি গননা ॥ এত বলি গেলা দূত কহেন তখন ॥ জনক বাসুকি নাগে করিলো স্মরণ ॥ চতুরঙ্গ বল করি মৃত্তিকা নির্মান ॥ বাসু
কি দিলেন তাকে প্রাণদান ॥ মহারণ বাণ যত সেনাগন ॥ বিক্রমাদিত্য সহিতে ঘোর রণ ॥ রণমধ্যে যেন মহাভূমিকম্প ॥ বিক্রমাদিত্যের সৈন্য মারিলো
বিস্তর ॥ বাণেতে জর্জর হৈল রাজা বিক্রমের অঙ্গ ॥ সহিতে না পারি রণ সেনা দিলো ভঙ্গ ॥ চিন্তিত বিক্রমাদিত্য সৈন্য নাশে ॥ শিবিরে আইলেন পরাজয়
হয়ে ॥ দিবা হৈল অস্ত হৈল রজনি ॥ বাসুকি কথা দেখে আইলো অতি হীনি ॥ রাজার বেশে ছিলো সেনা করিলো বিনাশ ॥ নামানে গড় মন্ত্র পাইল বড় ত্রাস ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অর্ক নাগে কহেন্ হইলো বাসুকি আপনে ৷৷ আমার যে সখা স্বর্গ হয় নৃপমানি ৷৷ পুর্ব্বেতে গন্ধর্ব্ব সেন হিলো মোর যে ৷৷ নানাবিধ ধিক মান্য মাহিত্য মিতা সুখ এই
স্নেহে রক্ষা পাইলো রাজা রাজীবন ৷৷ বাকি সেনা বিনাস হইলো নাগগন ৷৷ সৈন্যের বিনাস দেখি রাজা বিচারিল ৷৷ ক্রিহ মৈত্র বাসুকির স্মরন করিলো ৷৷ রাজার বশে
বনেতে আইলো বাসুকি ৷৷ লজ্জিত হইলো বড় কহ কি বিবেচেন ৷৷ রবমাগো মোর স্থানে শুন মোর সুত ৷৷ সেনা বাচাইতে রাজা মাগিলো অমৃত ৷৷ অরে তারে সুধাভাণ্ড
সুধা দিলো দান ৷৷ আনন্দে নৃপতি সেনা বাচাইতে যান ৷৷ মার্য্যালনি রাজ দ্বিজ রূপ হয়ে ৷৷ রাজারে ছলিতে আসি কহিল আসিয়ে ৷৷ সালবাহনের স্থানে সেনা যে পড়িলো ৷৷
বাচাইতে সেথ্য মৃত বাসুকি যা দিলো ৷৷ সেই সুধা ভাণ্ড রাজা মোরে দেহ দান ৷৷ শুনি যা নৃপতি মনে করে অনুমান ৷৷ হৃদয়ে তো বিধা রাজা পাইলো কি সয় ৷৷ সুধা দান
দিলে সুনু সবু [illegible] হয় ৷৷ নিজ সৈন্য বাঁচিলে মরন কি বিজয় ৷৷ কিন্তু নিজ স্বার্থ পর উপকার নয় ৷৷ যাই উহ দিব সুধা পর উপকারে ৷৷ এত বলি সুধা ভাণ্ড দিলো দ্বিজবরে
রাজার উৎকর্ষ দেখিয়ে বিস্ময় ৷৷ বিপ্রবর প্রশংসা করি নৃপতির হয় ৷৷ পরমবীর [illegible] তুমি সমার ত নয় ৷৷ প্রিভু সালবাহন আমার স্বয়ং হয় ৷৷ তাই তাই বিবেকেনা
ইহে প্রয়োজন ৷৷ এত বলি বাঁচায় উভয় সেনাগন ৷৷ আনি সালবাহনে রাজারে মিলাইলো ৷৷ আনন্দে বিক্রমাদিত্য আলিঙ্গন কৈলো ৷৷ বিদায় করিলো নানা রত্ন
ধন দিয়ে ৷৷ গেলো সালবাহনে রাজারে প্রনমিয়ে ৷৷ আনন্দে উভয় সেনা করে জয় ধ্বনি ৷৷ সৈন্য কোলাহল সঙ্গে কিছুই না শুনি ৷৷ সৈন্য নমে স্বদেশে ≡

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

আসিয়ে যাই পাল ।। এই সিংহাসনে রাজ্য করে চিরকাল ।। হে বিক্রমাদিত্য কি কহিব ব্যাখ্যান ।। তুমি যদি হতে পারো তাঁহার সমান ।। তবে সিংহাসন যোগ্য হবে
নরপতি ।। শুনিয়া মোহিন হইল সোনা ভোজপতি ।। পুত্তলি আশ্রয়ে পাড়ি গান্ধর্ব্ব হইয়ে ।। সুরপুরে চলি গেলো বিমানে চড়িয়ে ।। এয়োবিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ।।
অথ চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা কথা ।। আরম্ভ ।। * ।। * ।। দ্বিপদছন্দ ।। * ।। * ।। ।। একদিন ভোজনরপতি সুলক্ষণে ।। বসিবারে চলিলা বত্রিশ সিংহাসনে ।।
দেখিয়া চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলি হাসি কয় ।। এই সিংহাসন রাজা তোর যুগ্য নয় ।। নৃপতি বিক্রমাদিত্য রাজার আসনে ।। তুমি ভোজ বসিবারে চাহ কোন
৫৭ গুণে ।। সর্ব্বগুণ যুত ছিলো সেই নরপতি ।। যাবত সে পারি পূর্ণ সম্পাগরা ক্ষিতি ।। ভোজ বোলে পুত্তলিকা কহিবে বিবরণ ।। কতো গুণ ছিলো তার বি ৫৭
ক্রম রাজন ।। পুত্তলিকা কহে শুন ভোজ মহীপাল ।। সিংহাসনে বসি রাজ্য করে চিরকাল ।। কালীদাস তবু [illegible] অপর্ব্ব [illegible] ।। বররুচি [illegible] আদি
কবি হোতে বিচার ।। নানা প্রশ্ন গননা করিয়ে দুইজন ।। কহিলেন মহারাজ দেশে অনক্ষন ।। রোহিণী নক্ষত্রে হবে মঙ্গলে সঞ্চার ।। [illegible] বৃষ্টি না হইবে ধরা
র ।। না জন্মিবে শস্য প্রজাগণে পাবে দুঃখ ।। পলাইয়ে যাবে সব ছাড়ি এই দেশ ।। রাজা বোলে থাকে দেব তার মুক্তি [illegible] ।। সর্ব্ব শস্য হবে পূর্ণ [illegible] হবে
চিন্ত ।। মোর রাজ্যে থাকি যেন না করে প্রজাগণ ।। মোর কাছে থাকি চাকরি নাহি [illegible] ।। সদা [illegible] হোম দান মোর দেশে হয় ।। হেন [illegible] হবে মনে

মিইক্ষনিয়েকাহ জোগাতসেব সাব ।। মম্পন সঙ্কালে বৃষ্টি নাহি হবে থাব ।। তাব পব হইন মম্পন যহবক ।। অনাবৃষ্টি হবে বনে মেঘেব হেনক ।। নাহি চলে হবি দেশের চিচি
নাইহয় ।। তয় পাইনা প্রজাগন হইলো বিস্ময় ।। সুযজ্ঞ হৈন সবাবব মেন সব মিন ।। নাহইন মস্য প্রজাগন হৈন ক্ষীন ।। দেখি বাজা হইব্য প্রজা আব ক্ষ হবিলা ।। নবইতে
পুর্ন্নাহুতি দেববানি হৈলো ।। যজ্ঞাব সেষ জাদি চাহনব পাত ।। তবে মহামাংসে যজ্ঞ দিবে পুর্ন্নাহুতি ।। তবে সন্ধ দিবে তাব হবে শুভ দৃষ্টি ।। তোমাব বাজ্যে হবে বাজা হইবে সু
বৃষ্টি ।। সুনিয়া পণ্ডিতগন কহিলো যুকতি ।। মনুস্যে বিমাংস দিতে হইবে আহুতি ।। কিনিয়ে মনুস্য বাজা আনে সিন্ধু কবি ।। সুনি সত্যয়ে বাজা বলে হবি হবি: ।। প্রজাব কথা
তোই তকবি হুতি দান ।। কেমনে বধিব হেন প্রজাব পবান ।। মহা প্রানি হবে পাপ হবে অতিসয় ।। অন্য লোকে মাবিতে আমাব সাধ্য নয় ।। আমি বাজা মোব বাজ্যে প্রজা
বপালন ।। মোব দোসে বৃষ্টি নাহি হবে মেঘগন ।। আপনা কাটিয়ে দিবি তুষ্ট অগ্নি মণ্ডল ।। তবে সে বৃষ্টি হবে প্রজা বমঙ্গল ।। একজন গেলে যদি সভাব বহিত ।। সকলেব প্রাণ
তাব মবন উচিত ।। এতবলি প্রাণ দিবাব মনে বুঝাইয়ে ।। নিজ বায় অধিকাব দিন সমাপিয়ে ।। স্নান কবি পট্টবস্ত্র পবি মাইপাতি ।। বিষ্ণুব স্মবন কবি সুচি হেন মতি ।। নানা
অনস্কাব কবিয়ে দন্ধ ।। বিলেপিত কৈল অঙ্গে অগুরু চন্দন ।। আপনা কাটিতে বাজা যাব মধ্য যজ্ঞে ।। পুনর্ব্বাব দেববানী হৈন সেইক্ষনে ।। পবমধার্ম্মিক তুমি দয়াব সাগব ।। ক
অগ্নিহইয়ে দেবতা তোমাবে দিলো বব ।। ইন্দ্রে আজ্ঞা পাইয়ে জাত মেঘগন ।। তোমাব বাজ্যেতে কবিবে বরিষন ।। ধনিতে বনিতে মেঘে হৈন থথা কাব ।। বরিসনে বৃষ্টি যথা মুসলেব

কেনে কেউ আশ্রয় থাগু হইবো নির্ব্বান ।। হোতা ননে বিহিত দক্ষিনা দিনো দান ।। পুরু পুত্র সকল প্রজা দুঃখশোক দুরে ।। মধ্য পুর্ব্বে বসু যথা বিক্রমের পুরে ।। এমন সাহস
রাজা বিক্রম দয়াবান ।। তোমি বড় তাকে আদি দিল্লিতে সমান ।। তবে এই সিংহাসনে বসিবে নিশ্চয়ে ।। ভোজ রাজা কহে ইহা মোর শক্তি নহে ।। শুনিয়ে সেদিন ফিরে গেল ভোজপতি ।
পুতলি অদৃষ্ট হইয়া গেলো নিজ বাটী ।। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত ।। ॐ ।। পঞ্চবিংশতি পুত্তলি কথারম্ভ ।। ॐ ।। ত্রিপদ ছন্দ ।। ॐ ।। উদয় হৈয়ে প্রভাতে ।। ভোজ
নরপতে । দিন গেলো ক্ষণ জানি ।। করি স্নান দান । মুক্ত নতি দান । হইলো নানা বাদ্যধ্বনি ।। বামাগন ডাকে । হায় হরি ডাকে । হুলু হুলু ধ্বনি করে ।। সিংহাসনোপরে । রাজবাসি
।। রাবে । ভোজন বরপতি বরে ।। ভোজ আচমন । দো শ্রয়ে তখন । সুরূপা পুত্তলি কয় ।। বসিতে আসন । তোমার কেমনে । নষ্ট বুদ্ধি হবে নারি হবে ।। রাবনে যে আসন । ছিন
৫৮ সেহজন । শুনে সম দেবরায় ।। বিক্রম রাজার্ক । কি কোমান জানে ।। কি হজাদি দেবতায় ।। দানে কল্পতরু । মান্যে শরীর্ব্ব । বলে জিনের সমান ।। হেতু তার সম ৫৮
ওহে নৃপ ওম তবে বস মতিমান ।। ভোজ জিজ্ঞাসিলো । দয়া কবি বলো । তোমার রাজার কর্ম্ম ।। কত যশ গুনে । ছিলো সে রাজনে । বিক্রম কবিলো কোমা ।।
কাহন পুত্তলি । শুন ভোজ রাজ । যুক্ত জনরাজা হবে ।। কহিহ শুবন । ভোজ রাজন । এক মনেই পরবে ।। একদিন শুর্ন । সচীনাম পুর্ন । বসেছেন সভা করি ।। দেবতা মণ্ডলী
বসিহ সবনি । দেবথা মন্ত্র নমেধি ।। নানা কর্ম্ম বার্ত্তা । হাস্যর কথা । পাইকহিলেন বানি ।। বিক্রমাদিত্য । নামে ছিলো ভূপতি । প্রশংসিলেন দামিনি ।। কহে সুরপা
তি । সেই সেই পাতি । মাস পাবি পুষ্পাধবা ।। শুনি দেবগন । হাসির কথা । একোন প্রসংশা করা ।। বনি নর পাতি । মাত্রা তো পড়িতে । প্রশু নন খাদ্যি ক্রিব ।। দুঃসংস্কৃত জাতি ।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

॥ দিলীপ নৃপতি ॥ রঘু রাজা আদি যত বাদি ॥ এসব রাজারা ॥ আজি তোর পুরবা ॥ আইলো যত স্বর্গ যাগে ॥ শুনা শুনি তার ॥ নাহি প্রচার ॥ এই পুর বুঝি দেলো ॥ হইলা অধিপতি ॥ পুনঃ প্রজাপতি ॥
রাজা রঘু পুত্রবান ॥ ধর্মে কিবি সাথে ॥ রাজারে ছলিতে ॥ ইন্দ্র মত্ত সুবিজ্ঞান ॥ হেথা দিগ্বিজয় ॥ এথা কি বিক্রমে ॥ ভ্রমিয়ে থানে কি দেশ ॥ অপাতালী হইয়ে ॥ বনে প্রবেশিয়ে ॥
গেরুয়া বসন বেশ ॥ ছদ্মবেশ হয়ে ॥ গোরূপ ধরিয়ে ॥ ধর্ম গোরূপ পথ থাকে ॥ ইন্দ্র ব্যাঘ্র হয়ে ॥ চলিলো ধাইয়ে ॥ সেখানে ধরিতে বেলো ॥ রাজা বঙ্গরন ॥ লইয়া রোদন ॥ ব্যাঘ্রে
রাজা ইন্দ্র মারে ॥ ব্যাঘ্র আইস তবে ॥ ধরিয়ে তে গরুরে ॥ মণ্ডলি করিয়া ফিরে ॥ গরু ধরিবারে ॥ আস্ফালন করে ॥ রাজা করে নিবারন ॥ মাথে মারে দণ্ড ॥ হেন দণ্ড খণ্ড ॥ তবু
নাহি ছাড়ে গর্জন ॥ ব্যাঘ্র আসি গিয়া ॥ বাহু পসারিয়ে ॥ গরু ছেড়ে বাম গো রাজা ॥ আগে স্থাপে বেগে ॥ নৃপতি কহে তারে ॥ ব্যাঘ্র বলে মহাতেজা ॥ বাক্য সহিবেনে ॥ হরিয়া রাজনে ॥
এই হেন জর্জর ॥ তবু প্রান পোনে ॥ বাঘেন গোবিনে ॥ ব্যাঘ্র কাপে মম অবশ ॥ কহেন আগুন ॥ ওহে মহারাজ ॥ এ কোন ধর্ম তোমার ॥ পুত্রবান হয়ে ॥ মোর উপরে ॥ কেলোর
অবিচার ॥ ইহ মাইপাশ ॥ আহো বিরুপণ ॥ বেদে পুরানে প্রমান ॥ গুরু ঋষি নাগি ॥ যেবা প্রান ত্যাগি ॥ সেইপায়ে স্বর্গস্থান ॥ আপ্ত জনেরে ॥ প্রান দিবে তারে ॥ এবং
বামবথামী ॥ তোমার আহার ॥ হইতে ভ্রজোর ॥ মানানা ভাবিহে সুমী ॥ অস্থি মাংস মেখে ॥ উদর পুরিয়ে ॥ তুষ্ট হয়ে যাহ মনে ॥ ব্যাঘ্র শুনে বলে ॥ আদেই পেলে ॥ যাই থামী
হে রাজনে ॥ গরুকে বামি যে ॥ সম্মুখে বাঘ যে ॥ রাজা বলে মাও মোরে ॥ সাহস রাজার ॥ দেখি পুরন্দর ॥ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥ ইন্দ্র ধর্ম বলে ঃ প্রসন্ন ইন্দ্র পানে ধর্ম মাগো

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

নৃপবর ॥ কহেন নরপতি ॥ ধর্ম্মে যেনো মতি থাকে ॥ মোর সুবুঞ্জর ॥ হাম হেনু দিয়া ॥ রাজা কেতু যিয়ে ॥ ইন্দ্রসেনা মুখসুখি ॥ রাজা আদেশে ॥ দোষী লো আসিতে ব্রাহ্মণের ভিক্ষার ॥
কাম বেনু দানে ॥ দিয়েছে ব্রাহ্মণে ॥ রাজা গেলো নিজ পুরি ॥ হেন শুনো বাণ ॥ বিক্রম রাজন ॥ পুন ভোজ নৃপবরে ॥ এত [illegible] যাবে ॥ তুমিহে করিবে ॥ কহি শুনহে তোমারে ॥ তবে
সিংহাসনে ॥ রাজ ভোজনে ॥ পুত্তলি কহে নৃপবরে ॥ এরূপ শুনিয়া [illegible] ভোজ কেমাদিয়া ॥ সেদিন গেল ফিরিয়ে ॥ হাতা দেহ ছাড়ি ॥ বিমানেতে চড়ি ॥ পুত্তলি গেল [illegible]
৫৯ মাগিয়ে ॥ পাঞ্চ বিংশতি পুত্তলিকা কথা সমস্তা ॥ * ॥ * ॥ অথ ষড় বিংশতি পুত্তলিকা কথা আরম্ভ ॥ ॥ * ॥ ॥ * ॥ [illegible] ॥ * ॥ ॥ * ॥ * ॥ [illegible] ॥ আরদিন পুনর্ব্বার ॥
ভোজ রাজনে ॥ বসিবারে বাসনা করিয়া সিংহাসনে ॥ একদিন নরপতি বসিবারে যায় ॥ সুরূপা পুত্তলিকা নিষেধ করে তায় ॥ বিক্রমাদিত্যের এরূপ সিংহাসন ॥ কোন গুণে হয় ৫৯
ওসিবার রাজন ॥ পুত্তলির প্রতি কহে ভোজ নরপতি ॥ কহ শুনি তোমার রাজার কিসের কত ॥ পুত্তলি কহেন গুন কহনে না যায় ॥ কহিতে [illegible] গুন পুন ভোজ রায় ॥ সত্য
বাদি জিতেন্দ্রিয় পরম পণ্ডিত ॥ কল্পতরু সম দানে জগতে বিদিত ॥ এই সিংহাসনে রাজ্য করে চিরকাল ॥ একদিন দিগভ্রমে গেলো মহীপাল ॥ নানা দেশ ভ্রমিয়ে
দেখেন এক স্থানে ॥ সরোবরে আছে পূজা করে এক জনে ॥ কঙ্কণ বলয় মণি রত্ন অলঙ্কার ॥ মানিক্য অপরূপ মণি কাঞ্চনের হার ॥ নানা উপহার দিয়ে পূজা করি
লো ॥ হেন অলঙ্কার পর দিবসে দেখিলা ॥ দেখিয়ে নৃপতি জিজ্ঞাসিলো সমাচার ॥ আজি কেন এত ধন না দেখি তোমার ॥ সেই হৈল [illegible] সুখ যা দেখা হয় ॥ নির্দ্ধন

হয়োই আমি জীবন হারয়ে ।। মনমেলাইতে কিছু নাহিক সম্বন ।। মেলাতে দিবেন নাকি হয়াই বিকল ।। নৃপতি কহেন চালো ।। মোর সঙ্গে ।। বহুবন ফির মেলা করো নানা রঙ্গে ।।
অনুমান হরিয়ে হাইলো সেইজন ।। তোমারে দোষিতে হী হে রাজা লক্ষন ।। বুঝি কোন দেশের হইবে নরপতি ।। এরবি নহে তুমি আমার ভাবতি ।। দ্বিযা মেলা হাড়ি যেয়া
ইতে বাঞ্ছা নাহি ।। শুনিয়া বিক্রমাদিত্য মনভাবে কহে ।। যাহাতে সর্ব্বথা যায় লোকে অপযশ ।। কিবা চিত্র মেলার নাহি হত রস ।। সেকারে সহন রাজা তোমাতে
বাড়িতে ।। তথাপি কাহারে রাজা পুনহ কিঞ্চিতে ।। ভুবনের নদনদী সমুদ্রেতে যায় ।। তথাপি সমুদ্র হাস বৃদ্ধি নাহি পায় ।। আনলেতে যত কাষ্ঠ দেহ তত পুড়ে ।। কামিনী
র কাম যথা সর্ব্বমতে বাড়ে ।। পৃথিবী লোকের যত বাচয়ে বিষয় ।। আকাঙ্ক্ষা বাচয়ে তুষ্ট নাহি হয় ।। সেই রূপ ভুয়া মোর শান্ত নাহে মন ।। কহিহির মহারাজ হয়ে ধীর চিত্ত
ন ।। বুঝিয়ে তাহার মন কহে নরপতি ।। হস্তানু পর্ব্বতে আছেন ভগবতী ।। মন্দির সামিপে কুপ তাতে কর স্নান ।। তবে তুষ্ট ভগবতি হবে মতিমান ।। এতবলি গেলা দিবিবস
তানু বাম ।। ভক্তিভাবে দুইজনে করিলো প্রনাম ।। যোড়হস্তে বহুস্তব কৈলা দুই জন ।। কুপেতে করিয়া স্নান করিলো পূজন ।। আপনা কাটিতে সেই পুরুষ নামাবিলা ।। যোর
নরপতি নিজহস্তে খড়্গ লিলো ।। আপনা কাটিতে যায় দেবির সাক্ষাতে ।। স্বর্গ্য হইয়ে মাতা ধরিলো হস্তেতে ।। বরমাগো বলিতে কহেন নরপতি ।। ইহার বাসনা পূর্ণ কর ভগবতি ।।
সেকহিলো আমি যে লোভ্জুয়াতে নাহারি ।। এইবর দেহ যেন জিনি মনকড়ি ।। তুষ্ট হয়ে ভগবতি সেই বর দিলো ।। আনন্দিতে সে পুরুষ নিজ দেশে গেলো ।। সেই সিংহা

সনে স্বয়ম্ভুশ্রী মাইপাল ।। পরম আনন্দে রাজ্য করো চিরকাল ।। একথা শুনে হইলেন বিক্রমাদিত্য রায় । কহে যোড় হস্তে শুন আছে কি তোমায় ।। এ বেরাম বারে পারো এই সিংহা
সনে ।। স্নান ভোজ করেছেলেন সেদিনে ।। মুক্ত পাইয়ে যে কথা শাপান্ত হইলে ।। গন্ধর্ব্ব হইয়ে গেলো বিমানে চড়িয়া ।। দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকা কথা সমস্তা ।। * ।। ।। *
অথ সপ্ত বিংশতি পুত্তলিকা কথা ।। ।। * ।। ।। * ।। ।। ত্রিপদছন্দ ।। * ।। ।। * ।। ।। একদিন ভোজরাজা ।। নবে পাত্র মিত্র প্রজা ।। বসিতে বত্রিশ সিংহাসনে ।।
সপ্ত বিংশতি শালি নিবারন করে বানি ।। অপূর্ব্ব কথা কহিবে ।। ভুবনের মাঝে ধন্য বিক্রমাদিত্য পূন্য ।। যাহে পারি পূর্ব্ব গুন ।। দানে কল্পতরু সম ।। বিপক্ষে
৬০ সাক্ষাত যম ।। সেখানে তিনি আমন্ত্রন ।। যদি সে আসন চাহ ।। তোমার কি পুন্য কহ ।। শুনি কহে ভোজ নৃপবর ।। তোমার রাজার ধর্ম ।। তাহাতে পুরন ৬০
বর্ম ।। সেই কথা কহ কিছু শুনি ।। পুত্তলিকা কহে তথা ।। আমার রাজার কথা ।। অবধানে শুন মহারাজন ।। রাজ্যেশ্বর সিংহাসনে রাজ্য করে চির । চির দিনে ।।
।। শিকারে যাইতে হৈল মন ।। সাজে সৈন্য সেনাপতি ।। কত শত ঘোড়া হাতী ।। ধুকারি শঙ্কর যায় সাথী ।। শতেক যোদ্ধা যায় ।। বাদ্য বাটা মাঝে গায় ।। :
রোনে কবো সৈন্য রাজা বন্দে ।। মহিষ গণ্ডার বরা ।। বোনে কত পড়ে ধরা ।। শার্দ্দুল তুরঙ্গ গজ আদি ।। অস্ত্র গেলো দিবা করে ।। রাজা ভাবিয়ে অন্তরে ।। উপায়

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

হরিণোত্তম নাহি ॥ ভ্রমিছে বনে ॥ উর্দ্ধশ্বাস হইয়া মনে ॥ গেলা এক ব্রাহ্মণের স্থানে ॥ আশ্রমে রবি বহাবে ॥ সুজাই গো দ্বিজবরে ॥ অমনি দিলেন তার পরে ॥ ব্রাহ্মণে
কহে ক্ষত্ত ॥ দ্বিজ তারিয়ে অন্তরে ॥ ধ্যানে স্থান দিলেন রাজারে ॥ প্রণব হৈয়া ব্রাহ্মণী ॥ গত পঞ্চম রজনী ॥ ষাষ্ঠীর পূজা বসে সময় ॥ রাজা পুত্র আছে দ্বারে ॥ বি
ধাতা আইতে নারে ॥ রাজারে কহিলা প্রজাপতি ॥ অবেজারো দ্বার তেজ ॥ শুন শুন মহারাজ ॥ প্রয়োজন আছে নরপতি ॥ রাজা বলে যা লাগি সবে ॥ আমারে
কহিয়ে জাবে ॥ এই দ্বিজ শিশুর কপালে ॥ সত্য কহি প্রজাপতি ॥ ধ্যানে গেলা শ্রীপতি ॥ দ্বার আছিলা মহিপালে ॥ বিধি সম্মতি রে কয় ॥ বালিকা সপ্তম নয়
বিবাহ দিবে তে ব্যাঘ্র মারে ॥ লক্ষ্য অস্থানে বকয়া ॥ শ্রীপাদ সুমেরু যথা ॥ তবে রাজা ॥ অশ্রু বাঁচাবে ॥ শুনি রাজা দ্বিজ কয় ॥ কিছু নাহি বিরহ ভয় ॥ যেই কালে বিবাহ
হইবে ॥ শুন শুন দ্বিজবর ॥ যাহা হইবে সেবা সব ॥ মোর গীত [illegible] জানা হইবে ॥ তবে হেতে অবসান ॥ মৃতদেহে পাবে প্রাণ ॥ নাহি বিরহ মোদ দ্বিজবর ॥ এই বারে দ্বিজ
কয়ে ॥ প্রণমিয়ে তার পায়ে ॥ উঠিলেন গেলেন মহারাজ ॥ নবম বৎসরের কালে ॥ যত মুনি তার গানে ॥ দ্বিজ দিলো কষ্ট বেশ হবি ॥ দ্বিজ কন্যা আরম্ভ হবে ॥ সমস্ত
নিলয় করে ॥ উপাঙ্গ বিবাহ সব্বাই ॥ অধিবাস পূর্ব দিনে ॥ হরিষে হর্ষ মনে ॥ বামা গান ॥ মঙ্গল সকলে ॥ মাঙ্গল্য শোভা কীন ॥ দধি দুগ্ধ দূর্বা ফুলে ॥ আর
রাম করে কোলাহল ॥ বরবেশে শিরোপর ॥ কন্যালয়ে দ্বিজবর ॥ ধ্যানহস্ত করে কন্যাদান ॥ জলধারা দিয়ে নারি ॥ বরকন্যা কোলে করি ॥ বাস পরে হরিণোত্তম ॥

৯০

৬১

বরকন্যা গৃহে শুয়ে ৷৷ গোলাসতে নিদ্রা যায় ৷৷ প্রতিবাসীগন্ত বামাগান ৷৷ ৫ বরকন্যা বাসঘরে ৷৷ হাস্য পরিহাস্য করে ৷৷ বিধাতার কেমন ছিল মনঃ জানাই কোন
মেরে ৷৷ জ্বলে ছিলো দ্বিজবরে ৷৷ গোরমুখে শুনি যেবা জন ৷৷ নয়ে বংশ সেনাপতি ৷৷ দ্বিজ গৃহে নরপতি ৷৷ আগো বসুন হেতু সেনজন ৷৷ বঙ্কুকে বারুদ সুরি ৷৷ রাইলো
সেখরখোর ৷৷ নানা অস্ত্র হরি সংহাতে ৷৷ চারিদিগে বাতি ৷৷ নারী প্রদীপ লিখা গাতা ৷৷ সাপুন কিবিরে তাহাতে ৷৷ দ্বিজের নন্দন কয় ৷৷ অন্তরে সুখোদয় ৷৷ শুন
কন্যা তোমাকে তোমার ৷৷ কন্যা বোলে বাড়ি মোর ৷৷ নৃপসন্ত সারি সারি ৷৷ কহিনাম কাবন কি হইব ৷৷ হর্ম্ম বোলে আছে লেখা ৷৷ বৃত্তান্ত সাথে হবে দেখা ৷৷ তাহে আমি কেন
বপবান ৷৷ এহেতু বিক্রম নাম ৷৷ সলেতে সেজে আসি ৷৷ বাঁচাতে আই গো মোর প্রান ৷৷ কন্যা কহে অকস্মাৎ ৷৷ কান্দিবার বেবণে নাম ৷৷ নাহি শুনি নাপারে ৷৷
দোষতে ৷৷ কেমন গঠন মানি ৷৷ দেখাও দোষ গুন মানি ৷৷ তবে জানি ভালো বাসো চাও ৷৷ শুনি বিনয় কন্যার ৷৷ যে যোগে নাম আকার ৷৷ কালি পাড় প্রদীপের
সনে ৷৷ দিলো তার চক্ষু দান ৷৷ ব্যাপ্ত হয় মুগ্ধমান ৷৷ দ্বিজসুতে বরে অনা আসে ৷৷ ঘোমটা হাঙ্গিয়া ছানি ৷৷ শুনিয়া বিক্রম মানি ৷৷ আর দেরী সে নো নৃপবর ৷৷
দেহ যোগে দিমি যেবা ৷৷ বজ্রা হৈল বাণী ৷৷ অসম্ভব মানি গো অন্তরে ৷৷ দ্বিজ কহে নৃপবর ৷৷ নারী সঙ্গে দ্বিজবর ৷৷ বাঁচাইব তোমার নন্দন ৷৷ গৃহে ভাজা সী
জুড়েতে ৷৷ রাখহ তোমার সঙ্গে ৷৷ আমি দেশে করিব ভ্রমন ৷৷ দেশে গেলো সৈন্যগন ৷৷ নৃপতি প্রবেশে বন ৷৷ ফিরে রাজা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ৷৷ লক্ষ্মী বিনে রাজ্য আর

৬১

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

নাহি কাহে নৃপবর ॥ হুড়মুড় দণ্ড কৈল্য তবে ॥ বজ্রাহত হৈলো পাগল ॥ শঙ্খ অর্ঘ্য এহি বোল ॥ বলে বামাগন হাসে ॥ পাগলের লীলা যা ॥ কেমনে চিতে পাবে তাহা ॥ আচার্য্য শুনহ
সেই দেশে ॥ সেই দেশের রাজকন্যা ॥ রূপগুনের বড় ধন্যা ॥ পড়িল ব্যাকরণাভিধান ॥ তার পড়ে পাস সুতা ॥ বড় ক্ষমগুনা মধ্যে গুতা ॥ সদাগরের কন্যা তমায়ান ॥ তিন জনে পড়ে
পাঠ ॥ শুনহ আচার্য্য নাট ॥ পরম সুন্দরী তিন রামা ॥ ভট্টাচার্য্যের সন্তান ॥ দোষী হৈলো অজ্ঞান ॥ কামে চিত্ত নাহি মানে সীমা ॥ কি হৈতে কি না হৈল ॥ বুদ্ধি বেতা হার
তাহার মন ॥ তিন কন্যা কহে সাক্ষী পালে ॥ শুন উপাধ্যায় সুত ॥ কি দোষ মনে অদ্ভুত ॥ পাগলের প্রায় হেসে হেসে ॥ ভট্টাচার্য্য সুত কয় ॥ দয়া কর হেন বিষয় ॥ স্বদে
মাদের থাকি দাস ॥ নানা সাক্ষ পাতাদের ॥ আজ্ঞা কর হবে বর ॥ সুন্দর শুনাব ইতিহাস ॥ কন্যা তিনে শুনে কয় ॥ গ্রামান্তের শিবালয় ॥ নিশি যোগে যাবে সেই স্থানে ॥
ভট্টাচার্য্য নন্দন ॥ দেখো সত্য এবন ॥ অবশ্য যাবে সেই স্থানে মনে ॥ শুনিয়া সুখী হৈলো ॥ সাক্ষিতে চাকর ছিলো ॥ সেথা বিলো এবড় দায় ॥ এ যাহ বেরাম তাবে ॥ এত বলি
শুন হরে ॥ অক্ষস্থা হবে কি হায় ॥ দ্বিজ পুত্র গৃহে গেলো ॥ ভট্টাচার্য্য জানা হৈলো ॥ সঙ্গোপনে চাকর তাহার ॥ স্বামী স্মরে হৈতে আলো ॥ আজ্ঞা কৈলো সেথা কিন ॥
সন্তান স্বরেতে গেলো তার ॥ দ্বারে চাবি বন্ধ করে ॥ বামে নিজ সন্তানেরে ॥ দেখো দেখো দেবের অর্চন ॥ গ্রামান্তরে মাঙ্গিবেতে ॥ বিষম আছিত বেঙ্গ ॥ উত্তর বর্ণ গ্রাম যে বাজন ॥
প্রহর হৈলে যামিনী ॥ রাজকন্যা তথা আসি ॥ শিবের মন্দির প্রবেশিলো ॥ সাক্ষী হরি স্বয়ম্ভুরে ॥ মালা দিলো নৃপবরে ॥ রাজা দেখি বিস্ময় জানিলো ॥ ইত্যাবোল

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শুননাম্মা আজ মোর শুভপ্রাত ।। হেন কন্যা এসেছ আপনি ।। লক্ষ কর্ম সর্বতবলি ।। এক চরন সেই বর্ষ্ণিলীম মহারাজা শুন কহেন তখনি ।। দ্বিতিয় চরন তার দেবের নিমনসার ।।
মাণ্ডিকে নাপারে কোনজন ।। পাৎকন্যা হেতুকনে ।। থা সাগর সাম্বানে ।। নৃপতিরে কহে বিনোবদন ।। নৃপ কহে দ্বিচরন ।। কন্যা বুঝিয়ে তখন ।। তৃতিয় চরন পূরে দিলো ।।
সদাগার কন্যা এসে ।। মালা দিল গলদেশে ।। চতুর্থ চরন সেই পুরিল ।। ।। * ।। শ্লোকঃ ।। * ।। হংসকেণ নরপতি ।। কেন সত্য নিশাপতি ।। উদয় হইল পরবাগা কেন
যোগী যারা মাগানে ।। হেতুম্ম হেতু বাজনে ।। শুনি কহে বিক্রম সর্বস্বরে ।। বিক্রম যথা দিত আমি ।। হেতু তোমাদের স্বামী ।। রাজরানি হইবে উজ্জ্বলে ।। সদা সরে সনাম
৬২ যে ।। কন্যা তলে সর্ব্বেন্মে ।। রাজা চলে যান কুতুহলে ।। শ্লোকের চরন তিন ।। পুরা গেল [illegible] দিল ।। সেই দিন বাঁচে দ্বিজসুত ।। তিন কন্যা সর্ব্বেণায় ।। দ্বিজ গৃহে ৬২
উভবিয়ে ।। দ্বিজ মুদ্রা দিল নতযুত ।। হয়না হবার নয় ।। হেন রাজা দয়াময় ।। তার তুল্য হবে ভোজরায় ।। তবে বসি সিংহাসনে ।। পুত্তলিকার বদনে ।। শুনি
রাজা ফিরে ঘরে যায় ।। বিক্রম যথা দিত কথা ।। সরাসিন্ধু রসগাথা ।। শুনি ভোজ পুত্তলি বদনে ।। হাইসে পুত্তলিকায় ।। [illegible] রাজায় ।। তেজ দেহ ইন্দ্রের সদনে ।।
সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ।। * ।। * ।। অথ অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা কথা আরম্ভ ।। * ।। * ।। শ্রীপদ ভরসা ।। * ।। এক ভোজ রাজ বিচারিয়া মনে ।।
সঙ্গিরারে চলিলা রওনা সিংহাসনে ।। নিকেশ হরিলা অষ্টা বিংশতি পুত্তলি ।। হাইতে নাগিল কিছু হয়া [illegible] ।। এইহে বিক্রমাদিত্য রাজার আসন ।। * ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কোনসুত কলে হইলে বাহিরে বাজন ৷ পুত্তলির বাক্য ভোজরাজ শুনিবার ৷ হরমুনি কত স্বর্গে তোমার রাজার ৷ পুত্তলি কহেন ভোজ কর অবধান ৷ কেথাছে বিক্রমাদিত্য—
রাজার সমান ৷ মহা পুন্যবান রাজা দানে কল্পতরু ৷ পর উপকার সলে ক্ষিতি অপ্রমিত ৷ নানা যজ্ঞ করে দেব পূজা নিতি নিতি ৷ রাজার বলে এ ক্ষিতির ইন্দ্রাইর গতি =
সর্ব্বদা স্বধর্মে প্রজাগনরত ৷ কালে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্য অপ্রমিত ৷ আধি ব্যাধি নাহি দেশে অকালে মরন ৷ শ্রীরামের রাজ্য সম সর্ব্ব লক্ষন ৷ একদেশে—
হৈতে এক আক্ষ নতনয় ৷ অন্য দেশে পড়ি বিদ্যা করিলো সঞ্চয় ৷ শাস্ত্রীয় জ্যোতিষে নানা মতে বিগনন ৷ নাহি কবাই লো গুরু সম্মুখ্যে কথন ৷ মনে কৈল দেশা
ন্তরে যাই গ্রন্থ পড়িয়ে ৷ যাই বত আপন দেশে কৃত বিদ্যা হয়ে ৷ এত ভাবি গুরু স্থানে হইয়া বিদায় ৷ অকালে যান নবরত্নের সভায় ৷ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বাক্ষিক পণ্ডি
ত ৷ নানা শাস্ত্রে বিসাবাদ জানাতে বিহিত ৷ এত ভাবি চলে দ্বিজ উজ্জ্বল নগরে ৷ নগর নিকটে এক দেখিলো ম্লেচ্ছরে ৷ গাছে উড়ে পড়ি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান ৷ মাথে এক
চেষর বোকা বড় বদন ৷ অজানুলম্বিত বাহু স্কুন কলেবর ৷ সর্ব্ব সুলক্ষন যুক্ত দেখিতে সুন্দর ৷ রাজার লক্ষন তার সর্ব্বাঙ্গে তাহার ৷ দেখিয়া বিস্ময় হৈল আক্ষন
ক্ষমার ৷ এত সুলক্ষনে দুঃখ কিসের কারন ৷ জানিতে চাইলো গিয়ে নৃপতি সদন ৷ নৃপতি যানেন সর্ব্ব সাধ্যের প্রয়োগ ৷ দেখিলো তাহার [illegible] আছে তথি যোগ ৷
ওঙ্কার আনিলো সাক্ষিধানে ৷ স্বপক্ষ সারি রেতে দেখিলো বিদ্যমানে ৷ সেই দেশে সুলক্ষনে খানাকানে হয় ৷ দেখিয়ে সে ব্রাহ্মনের হইলো প্রত্যয় ৷ রাজারে
তাহারে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

হাইলো সমুদ্রেত নাহি জানি ॥ এতাবন আমারে হবা গুনৃপমনি ॥ রাজা বলে বহু বিদ্যা আছে মোর স্থানে ॥ শিক্ষার বিবিধ বিদ্যা করএ কারণে ॥ ॥ এতবলি আজ্ঞা
নে রামীয়ে নিজ স্থরে ॥ এহ সাতে নানা বিদ্যা শিখাইলো তারে ॥ কতো দিনে কৃত বিদ্যা হয়ে সে থাকিল ॥ বিপ্র বিণ সামুদ্রের রাজা বলে কিন ॥ মহারাজা রাজ
চক্রবর্ত্তি অধিকারি ॥ সসাগরা ক্ষিতি করতল মধ্যে যার ॥ হইবে লক্ষণ মোরে দেখাবে রাজন ॥ হাসিয়া নৃপতি পুত্র লইলো তখন ॥ হায় বিদ্যা বিমোহন কিন
দেখায় ॥ বিস্ময় হইয়ে বিপ্র সংসারে রাজায় ॥ তবে সর্ব্ব সাস্ত্র বিদ্যা হরিয়ে থাকিল ॥ বিদায় হইতে গেলা নৃপতি সদন ॥ নানা রত্ন ধন তারে দিলো নরবর ॥ সন্তু-
৬৩ ষ্ট হইয়ে বিপ্র গেলো নিজ ঘর ॥ এতশুনে ছিলেন কিস্মা দিতে রায় ॥ হেহ ভোজ এতশুনু আছে কি তোমায় ॥ তবে সিংহাসনে যুক্ত হবে নরবর ॥ এতবলি পুত্তলিগ- ৬৩
লেন স্বর্গপুর ॥ ॥ অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ॥ * ॥ শুভ ॥ অথোনত্রিংশ পুত্তলিকার আরম্ভ ॥ ॥ * ॥ * ॥ এক্লিপ দিচ্ছন্ত ॥ ॥ * ॥ * ॥ * ॥ *
আর এক দিন ভোজরাজ শুভক্ষণে ॥ সিংহাসনে বসিতে বাসনা কৈন মনে ॥ রত্নেতে রত্ন ধরে দ্বিদোদ্যোতনে ॥ হরসিতো সিংহাসনে বসিবারে জানে ॥
রাবন করি নতুন রিংসং পুত্তলি ॥ কোকিলা বিজয়ে সন করয়ে কাকুবানি ॥ আহা ভোজনেরপাতি তুমি কোন গুনে ॥ বসিতে বাসনা যেক রিলে সিংহাসনে ॥ বিক্রমা
দিত্যের অবতংস সিংহাসনে ॥ তাঁহা বিনে সিংহাসনে বসে কোন জন ॥ পরম ধার্ম্মিক রাজা পাত্রিত গতি রি ॥ দান বিদ্যা যশ গুনে অতি মনোধিক ॥ অথ্যোত্তারি

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সিদ্ধ তান বেণ নজাহার ॥ বিবাহেন ভানুমতী হেন সতি যার ॥ তাহার আসনে কি তোমারে শোভা পায় ॥ বামন হইয়া চন্দ্র ধরিতে চায় ॥ সেই রূপ যোগী
রাজা এক বহার ॥ বসিবারে যে আসনে কি শক্তি তোমার ॥ শুনিয়ে পুত্তলি প্রতি কহে নৃপমণি ॥ কাহা দেখি তোমা রাজার গুণের বাখানি ॥ কি প্রকার বিবাহ
করিলো ভানুমতি ॥ কহিবে পুত্তলি দয়া করি মোর প্রতি ॥ পুত্তলি কহেন কথা শুনেন বর্বর ॥ ভোজ মহারাজ সো পূর্ব্বে ভোজের [illegible] ॥ নবনারায়ণ তার যুগল
কুমার ॥ ভানুমতি নাম এক কন্যা তাহার ॥ ভোজ বিদ্যা প্রসাদে সভারে দেন হাতি ॥ দেবতা তুলাতে পারে হরিয়া তেজ কি ॥ যাহা হৈতে হৈল ভোজ রাজার সৃজন ॥
তার মধ্যে মত্তু রাজ আছে দুইজন ॥ যাহার রাজ্য তুলে অমর সকল ॥ মানুষে কি ভেদ পারে কেবল [illegible] পাগল ॥ ভানুমতি বিবাহেতে রাজা যোগ হবে ॥ তিন রাজি
জনের আগার মোর [illegible] ॥ তারে ভানুমতি কন্যা করিব প্রদান ॥ যত বিদ্যা হর গৌরা রাজা সভা বিদ্যমান ॥ যত সব রাজ পুত্র আসি ভোজ পুরে ॥ রাজত্ব হারি গোস
যে জিনিতে না পারে ॥ সর্ব্ব দেশে রাজা পাঠাইল সমাচার ॥ অনেকেহ নিকটে না যায় যে তাহার ॥ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বসি সিংহাসনে ॥ নানা শাস্ত্র বিচার করেন
ব্রাহ্মণে ॥ ॥ বেদান্ত বেদাঙ্গ ন্যায় দর্শন ॥ পুরাণ আগম তন্ত্র সাংখ্য বিবরণ ॥ কেহবা সমস্যা দিয়ে কেহ তাহা পুরে ॥ কেহ বা তাহাতে তর্ক বিতর্ক আদি করে ॥ হেন
কালেতে উপস্থিত হৈল তথা ॥ রাজারে শুনাইল ভোজ দেশের বারতা ॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তেলঙ্গ [illegible] ॥ কাশী কাঞ্চি কাশ্মীর কাম্পীল্য কামরূপ ॥ এসব

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

কহে ভোজ সুন্দর কেমন ।। নৃপতি হইল্যা নরনারায়ন । অরজুথার অর্জ্জী দুই দাস দাসী তার ।। তার বাজি দোষ মন গুণে দেবতার ।। নৃপতি বর কথা শুনি না সেতানু
মতি ।। রূপের হৃষ্টাতি শ্মান হয় তানু জ্যোতি ।। সবম সুন্দরি কন্যা তাহার পাপ্তিনি ।। আরি বাহিতা বাণা নবিন জোবানি ।। তার বিদ্যা হেতু পোন হৈল ভোজপতি ।।
তিন বাজি যোজনিরে সারে তানু মতি ।। বহু বাজ এসে ইলো মনে হরি আমগ ।। বাজিতে হারি যাতা রাহুরে আগে দাস ।। তাযে আর কোন রাজা নাজাইতে আয় ।।
বুঝিয়া কহ এ বাজা হইবার উপায় ।। যাহাতে আমি বাজি জিনি বারে পারি তার ।। তানু মতি পারে যম বুঝিরে সংসার ।। শুনিয়া নৃপতি জিজ্ঞাসিল বাগানে ।। কহ
৬৪ উপায় বাজি জিনিব কেমনে ।। হাসিয়া দাস বোলে বড় দুষ্কর এ কাজ ।। সমস্ত সুরিতে আমি পারি মহারাজ ।। এ কাল সুর পাইলে আতারে সুর বিশোক ।। ঃ ৬৪
অসম্ভব ভোজবাজি কহে সর্বলোক ।। কেমনে জিনিব তাহা সাধ্য নাহি পাই ।। কবিতায় উপায় বুঝিতে পারি নাই ।। তবে স্মরণ করিতে লাগিলো রসিক ।। কাহি
বনিষ্ঠর আমি হরি বারে পারি ।। দর্শনে পর্শনে কিম্বা প্রেমের কথায় ।। দেহের যত কিরোগ সব জানা জায় ।। রোগ সাম্য করিতে ও সাধ্য নাহি জানি ।। চিকিৎ
সায় না পাইলে কিসে বাজি জিনি ।। অতএব আমার অসাধ্য এই কাজ ।। ভোজবাজি জিনিতে না পারি মহারাজ ।। ববাহ মিহির আচার্য্য যদি হিলো বাজারে ।।
না পারি-বুঝিক চক্র বাজি জিনিবারে ।। সে শ্লোক যে কুতুক তরি সুরত মান পানিলে কাইয়ে ।। দিব্য তত্ত্ব সন্নিধান ।। নানা বিদ্যা ভোজবাজি করয় মায়ায় ।। নিরাকার

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

।সিখা কি জোতি সে জানা জায় ।। কার্য্য সার্দ্ধি আসার্দ্ধি হবে নো নিরূপন ।। যাবা মাত্র তোর বাজা জানিবে বজন ।। এত শুনি নৃপতি কহিলো পুনর্ব্বার ।। কারা হৈতে কার্য্য সাধ্য হইবে
আমার ।। মুনি যা গুনি নপুন ববার মাহিব ।। প্রশ্নের গনন নাগি দগ্ধ কেন স্তব ।। মিথুন বাত বড চুল মানিক পুন ।। মিথুনের কোন এক কন্যা বাহির হবে ।। হইলে মিথুন হবে সিদ্ধ
নরহাতে ।। মাতা কাটা মরা মেইস হাসে তাহাতে ।। সজীব মনিস্য নাহি হবে উপকার ।। শুনি সব সভাসদ হাসিলো অপার ।। তবে রাজা সেনাপনে ডাকায়ে আনি ।।
জিজ্ঞাসিলো কি উপায় তোর বাজি জিনি ।। সেকহিলো কবিবারে পারিবে কে ভয় ।। সমন সমান সমুদানে নাহি ভয় ।। সমরে পারিত আমি সব সিদ্ধি জানি ।। নিক
পিতে না রিকি সে তোর বাজি জিনি ।। শুনি হিত তার চায়ে নৃপতি সুধায় ।। যাড়র বান্ধব মনুতে খুজিয়ে নাহি পায় ।। দ্বিজ বোলে মাতে হয়ে তোমার কল্যান ।। করিবা
রে পারিত আমি এমন সন্ধান ।। তোর বাজিতে রাজা বিসম তর্ক ।। শুনিতে না পাই শুনে ইহার কবে সন্ধা ।। পাত্র মিত্রগন কহে শুন মহিপান ।। নৃপতি তোমের বা
জিব ভঙ্গ্যান ।। মন্ত্রনাতে কবি মোরা সকল উপায় ।। এসাবাতে তোর বাজি যানা নাহি যায় ।। এই মত শুনি রাজা সভাকার উক্তি ।। কেহ না পারিল দিতে নৃপতিরে
যুক্তি ।। তবে নরপতি করে আপনে ধিক্কার ।। বৃথায় বিক্রম দিতে আস্ফালন আমার ।। ইন্দ্র যম দানবে না কবি না মতয় ।। বিনা যুদ্ধে তোর পুরে হৈনু পরাজয় ।। যুদ্ধে কে
দিপারা তব হয়ে জাহি জন ।। ধিক ধিক তার যস্ম তাহার জিবন ।। কলঙ্ক হইতে ভালো বরঞ্চ মরন ।। এত ভাবি মহারাজা চিন্তা মনে মন ।। স্মরন করিলো তান কেতান দুর্গা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

স্মরিতে আইনো তমাতারা দুইজনে ॥ জিজ্ঞাসিলো কি হেতু তুমি কিনে মহাশয়ে ॥ যাহা কহিবে তাহা রিবো কহিনু নিশ্চয়ে ॥ রাজা বলে হে অনুমতি তোমার রাজ্যে ভুলে ॥
তোমার রাজা জিজ্ঞাসিলে তারে কহিবে রাধানিগ ॥ তোমরা আশ্রয় হয়ে দেবো অধিকার ॥ যে কহিব অন্য মত না করিবে তার ॥ কাহে তারে তান সেবড় ইবে ঘমার ॥ যদি জিনিবার
ইচ্ছা করেন বরবর ॥ সত্য অঙ্গিকার কর আমাদের স্থানে ॥ মোরা তা কহিব তাহা না করিবে থানে ॥ মুনি নরপতি কেন সত্য অঙ্গিকার ॥ জিনিতে তোমাদের বাজি কেন
থাক্‌ত সাব ॥ তবে নরপতি সাজি তোজা পুরে যায় ॥ দক্ষিন দিগেতে ছিতগেল বেন্দো যায় ॥ বামতাজে রামাগন করে জয়ধ্বনি ॥ পুষ্প অস্ত্র কেকেবিড তমাবমানি ॥ ॥
৬৫ যায় দুন্দুবাত্তা বাধির বংশ সাথী করি ॥ দধিনেহ দরিনের কুম্ভবে আহিরে ॥ বিবিধ মঙ্গল মালা না না বর্ণে হারে ॥ সাতি সায়া হয়ে উপনিত মানাকার ॥ দক্ষিন ৬৫
হইতে শিবা বাম দিগে যায় ॥ জোড়া জোড়া মানিক জোড়তে খুঁটে খায় ॥ ক্ষেমঙ্করি উড়ায়ে বেড়ায়ে বেসে ডালে ॥ নানকণ্ঠ আকাশ মার্গেতে উড়ি বুলে ॥ শ্বেত ৫২
পিত লোহিত পতাকা শোভা করে ॥ সম্মুখ দক্ষিনে মৃগ যুথে ফিরে ॥ বহু বিধ দেখিলেন যাত্রার মঙ্গল ॥ ধানক্ষেত্র চলিলো রাজা জানিয়ে কুসল ॥ গোরচন্দ্র কাকাক্ষনব্বান্য
দ্বিজ দানে দিয়ে ॥ তোজাপুরে যান তান বেতাল লইয়ে ॥ হরি স্মৃতি উভায়যাদি বিপদ বিনাশ ॥ সর্ব্ব জোর লোক হবে ধ্যানে কান ধ্বংস ॥ যাহা কবি কহে রাধাকৃষ্ণ দরি
স্মরন ॥ রাজারে সর্ব্বদা রক্ষা করে সুদর্শন ॥ যানিতে তোজের বাজি নরপতি যায় ॥ তানবেতালেরে নয়ে কবিয়ে সহায় ॥ ✳ ॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

জিনিতে ভোজেররাজ ।। বিশ্ব চলিলা সাজি ।। উজ্জয়িনী পতির বিষয় ।। সেনাগন মহাবল ।। হবে সবে কোলাহল ।। সঙ্গে তারা বেগে অশ্ব হয় ।। সমুদ্র কোলোণ জিনি ।। সৈন্য
কোলাহলধ্বনি ।। সহিতে নারে বসুমতি ।। জিনি জলধর ডাক ।। গর্জে হস্তি লাখে লাখ ।। থক্ক মহো বদ্ধ হেন প্রকৃতি ।। সৈন্যের চরন ধূলা ।। গগনে উঠিল মেলা ।। আচ্ছাদিল
রবির কিরন ।। বাসুকি পায় বেদনা ।। কোনে ক্ষনে নভ কনা ।। চমকিত সহস্র লোচন ।। গিয়ে রাজা অতদূরে ।। জালো হতে ভোজ পুরে ।। পথে নিশি দিয়ে বিবরন ।। পা
চায়া দিলেন দূতে ।। ভোজনৃপতির হাতে ।। দূত গিয়ে দিলেক নিমন ।। পত্র পড়ি ভোজপতি ।। হইলা চিন্তিত মতি ।। ডাকিলেন নরনারায়নে ।। যাত্রা শুনি দুই জনে ।।
আসি ভোজ সন্নিধানে ।। দন্ডবত করিলো চরনে ।। রাজা কহে শুন সব ।। আইলো বিক্রমাদিত্য ।। আগে গিয়ে আনো গে দুজনে ।। যদি তো মাদের বাজি ।। বিক্রম
জিনেন আজি ।। তবে তারে আনিবে এস্থানে ।। শুনি নরনারায়ন ।। চলে তাই দুই জন ।। আনিতে বিক্রমাদিত্য রায় ।। আগে গিয়ে নারায়ন ।। একটি নদি সৃজন ।। পদ্ম
মধ্যে রবি নো মায়ায় ।। সব ।। পরম গভীর জলে ।। ডাকে সদা কলকলে ।। স্রোত মহাবেগবতি ।। সেইসে নদির তটে ।। নানা দ্রব্য বেচে হাটে ।। মানা বিকা কব সতি ।।
শোনে সব জন চবি ।। মিন অস্থীর মকর ।। ভয়ঙ্কর শরীর তাহার ।। হবায় সচক্ক জিবে ।। কেনে জলে শৈল ডুবে ।। গোটা অক্ষ বরি আহার ।। নহবি কল্লোল জতে ।। কোনা
হন অবিরত ।। তরঙ্গে তরনি তবি বায় ।। কেহো নাহি তার সখী ।। দোর্দ্দ তার বসবন্দী ।। বিস্ময় বিক্রমাদিত্য রায় ।। ভোজ বাজি ভোজ রূপ ।। শুনি রে তারি নলূপ ।।

৬৬ এতসব সামন্ত আমার ॥ মহানদী শুধুতরি ॥ তাহে কর্ণধার নাহি ॥ কেমনে প্রকারেতে হব পার ॥ শুনি যাহা ইতিহাস ॥ ধীবরের রাজা দাস ॥ সংশয় গাঙ্গ তেন তাহার ॥
নবীন জোয়ান নারী ॥ পার করে ততমান ॥ একাকিনি হয়ে কর্ণধার ॥ শুনিয়া বেতাণ কথ ॥ নারিকনা দিব তথ ॥ হইসংখ্য গাঙ্গার কাহিনি ॥ কিছু দূর মনি হয় ॥ একাকিনি
নায়ে নেখ ॥ পার হয়ে ॥ ইলো ধোন মুনি ॥ হাহে রাজা ইতিহাস্য ॥ ধীবরের পতি দাস ॥ বাপোর বোদাণ সংশয় করে ॥ ধার্ম্মিক বাকাণে তায় পাইলো ধীবর রায় ॥ ॥ পুত্রকন্যা সংখ্য
বড় হবে ॥ সুবীন যে সে ধীবর পালন করয় তার ॥ সংশয়ের দুর্গন্ধ তার গায় ॥ যৌবন হইল তার ॥ ধীবর দিলেন তায় ॥ সেয়া দেহ যার যোনা হয় ॥ মহামনি পরাসরে ॥ এহ
পার করে ॥ মারে বাঞ্ছা হেলো হয়া বুঝি ॥ মুনি কামাতুর হয়ে ॥ ভাঙ্গণ পাস রিয়ে ॥ কন্যা সনে কহেন কৌতুক ॥ আলিঙ্গন দিতে চায় ॥ জানি কন্যা কহে তায় ॥ সংশয়ের ৬৬
দুর্গন্ধ মোর গায় ॥ পরাসর কহে তায় ॥ পদ্মগন্ধ তব গায় ॥ হইবেক যোনার কুপায় ॥ নদী মধ্যে দ্বীপ হবি ॥ কন্যার করেতে ধরি ॥ লোকায় হইল জুলে নিলো ॥ পাছে
লোকে দেখ্যে দিনে ॥ একেত্ত রিয়ামানে ॥ পরাসর একটি সৃজিল ॥ হইয়ে নিঃশঙ্ক মন ॥ দ্বীপ মাঝে দুইজন ॥ কাম রতি রসের বিলাস ॥ মদনে দুইলো বীর্য্য ॥ এমাত্র
মুনির বীর্য্য ॥ জন্মিলেন মহামুনি ব্যাস ॥ দ্বীপেতে জন্ম হইল ॥ নাম হৈল দ্বৈপায়ন ॥ সেই মুনি মহা মহাজন ॥ তাহার তনয় বন্ত ॥ বৈষ্ণব রেব অগ্রগণ্য ॥ শুকদেব
ভুবন পাবন ॥ ভারত পরায়ণ ॥ ভাগবত উপাখ্যান ॥ শুকদেব বদনে প্রকাশ ॥ যাহার শ্রবণ হবি ॥ এবা শুন হেলে তারি ॥ পায় লোক স্বর্গপুরবাস ॥ ॥ দ্বিজ কৃষ্ণ ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কাসেরজলমবং মগ্ন গঙ্গাউপাখ্যান ।। হেনকালে হাইলো রাজা তারকে প্রবান ।। হেনকালেতে আউপনিত নারায়ন ।। নমস্কার করিয়া কহে বিনয়বচন ।। পিতামার ভোজি
মোর নাম নারায়ন ।। মোরে পাঠাইলো পিতা তোমার সদন ।। শুনি রাজা তাহা বেহরি গেলো তথা নির্জ্জনে ।। সদব্রজে নাহি তিরে ক হলো গমন ।। তবে তো দোষী তার অবধীন
হরি ।। তবানি বাইয়া যায় পরম সুন্দরি ।। দোষী যান নৃপতি মনে করে অনুমান ।। পারহয়ে ওপারে হরির স্নান দান ।। ও পারে রাজা রহি দোষী তে সুন্দর ।। যাহা হইল সু
সোত পারে অবহু ভব ।। এতারি উপাখ্যান তটিনির জলে ।। তবে নমেতবনী আইলো হেনকালে ।। আগে নর পাতিয়ায় পাছে নারায়ন ।। দোহায় উঠিতে নৃপতি
হৈল মন ।। হেনকালে হইতো বেত্রাণ তাহায় ।। পূর্ব্বসত্য মনেতে ভাবন হইবায় ।। নাগুলি রে বসন নাহরে সাবধান ।। চর্ম্মপাদুকা সায়েতে হইয়া প্রধান ।। জল মধ্যে
বিচার না করিয়া রাজন ।। অনায়াসে এই রূপে হইয়া গমন ।। সত্য ব্রাদি সত্য রাজা লঙ্ঘন না করে ।। হাত্যে তেজিণ তার পাইলে ভরে ।। তবানি ভবানি নয়ে তকে নেড়া হিলো ।।
বেতাল রবাক্যে রাজা তমা নাহি গেলো ।। মরলোক দোষী নদী তথা কাপে হায় ।। সাহসে চালিলো চর্ম্মপাদুকা দুপায় ।। পরম রজ্জলের উপর দিয়ে জায় ।। বিস্ময় নৃপতি
জলনানা গিলো পায় ।। জলে দাড়াইয়ে তাহা দেখে সেনাগান ।। বেতালে আনি কে লোক হইলো রাজন ।। আজ্ঞা পায়ে চলিলো সেনা সেনাগনে ।। দোষী যে বিস্ময়
হৈল তোজের নন্দনে ।। ভাঙ্গিলো তাহার মায়া ভোক্তি সকল ।। কোথা গেলো নাযানদি কোথা গেলো জল ।। নাহি থার মায়াতরি স্নুচে গেলো কালি ।। নারবাজা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

বহাটকিছু নাহিজোর ॥ পূর্ব্ববত সম্বাদিয়ে নরপতিযায় ॥ জানিয়েভোজের রাজ্য বিস্ময় রাজায় ॥ জানিলো প্রথমরাজ নৃপতি শেখর ॥ হারিলেননারায়ন ভোজের
কোটর ॥ পরাজয় হয়েগেলো জনহেরি স্থানে ॥ ছাইলেন গিয়েভোজপতি বিদ্যমানে ॥ শুনিয়া হইলোরাজা বিসর্ষবদনে ॥ আদেশ করিলোনরে রাজের কারন ॥
বিদায় হইয়া নর চলে গ্রাবধানে ॥ হারিলো ভোজের রাজ্য বেনারকিনে ॥ ধূলাপাড়ি দেখরেড়া চারিদিগে হিতি ॥ নাগবাগ বলিয়া ঢোলকে দিলো হাতি
নাগনাগ ভেঙ্গী ডাকরে উত্তরায় ॥ আমার ঢোলের কাঠি যত দূর যায় ॥ যক্ষরক্ষ বিদ্যাধর গান্ধর্ব কিন্নর ॥ দেবতা রাক্ষস পশু পক্ষ নাগ নর ॥ যেকেহো আসি
৬৭ বে মোর ঢোলের ভিতর ॥ নয়নে নাগিবে ধাধা হাসা স্কুরবর ॥ ভোজের কথহিমত রাচলেন নর ॥ বাটি প্রথমে অর্থে নিরাকেণ মনোহর ॥ কনক হংস গোল কেনহরি মা বা
কটি হের স্তম্ভ মণিমুক্তা তারহার ॥ প্রবালের দ্বার তাহে সুবর্চকপাট ॥ মনোহর সরোবর স্বত্তর ঘাট ॥ বিমল সলিল জানি নবিন বিবহ ॥ গোলে শ্বেত ৬৭
লোহিত কুমুদ কোকনদ ॥ প্রফুটিত অরবিন্দ হাজির বরতায় ॥ জলচর পক্ষ নুক্ষ শালিলে শোভায় ॥ রাজহংস যুগে যুগে শোভা হয়েরগে ॥ বগাহর্কি লোভে
মা জল দেব শালের শুঞ্জন যুগল নাচে কমল উপর ॥ মক্ষিকা বিয়েতাহে উড়ে বেসে মধুকর ॥ নিম্নজম্ব হদম্বু ডাম্ব থরথরে ॥ সাগরজাল তমাল বরী
লাসোতাহরে ॥ হরিতকি আমলকি বিভিতকি আর ॥ গোলে সরোবর চতুর্দ্দিকে চমৎকার ॥ জাতিজোতি মাধবী মালতী মঞ্জরী ॥ এলাচ হিঙ্গুল নাগ

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সুর্য্যাগ চম্পক ॥ সপ্তবর্ণী সেফালিকা হরবিবর্দ্ধন ॥ বিবিধ কুসুমে শোভে কুসুমকানন ॥ শ্বেতপদ্ম লোহিত পাথরে বাঁধাসম ॥ কোকিলের কলরবে জাগে মন্মথ ॥ উর্দ্ধে
পুচ্ছ প্রসারিয়ে নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥ সরোবর পানে ডাকে ডাহুক ডাহুকী ॥ দাক্ষিণ্য কাননের মায়া দেবের দুষ্কর ॥ ভোজবাজি দেখায়ে ভুলিল নরবর ॥ রাজা বলে দে
খতান বেতান এস্থান ॥ অনুমান হয় যেন দেবের নির্ম্মাণ ॥ নন্দন কানন জিনি উদ্যানের শোভা ॥ সকলি তাহাতে দেখে জাগ মনলোভা ॥ ইন্দ্রময় গৃহ তাহে
মাইত্রানয় ॥ আমার বাসের যোগ্য এই স্থান হয় ॥ শুনিয়ে হাসিল তানবেতান দুজন ॥ জানেনা তোদের বাজী এই বেনাবন ॥ মনমুগ্ধ ত্যাগের উচিত এই স্থা
ন ॥ সম্ভবে কবর বাজা তাহার বিধান ॥ নৃপতি অবশেষে প্রবেশিল নামবরে ॥ আসিয়া কহে বাজীকরি তোমা ভুলাবারে ॥ দেখি কত ভোজবাজি গাড় নয় হবে ॥
মনমুগ্ধ ত্যাগ করে এমন মন্দিরে ॥ তানবেতানের বাক্য শুনি নরপতি ॥ গাড়ু নয় গৃহে প্রবেশিল শ্রীপতি ॥ প্রথমে বসিতে ভোজবাজী হৈল চুর ॥ সেইরূপ
সরোবর সকলেনো স্থির ॥ কুসুম কানন গেলো গেলো পক্ষিগণ ॥ সাক্ষাতে দেখিল সবে বেনাবনগণ ॥ নাবুঝিলো ভোজবাজী নরবর তেন কি ॥ চক্ষুর নিমিষে সবমা
য়া হৈল নাকি ॥ হারিলেন বাজীতে ভোজের প্রভুনর ॥ জিনিলো দ্বিতীয় বাজী বিক্রমাদিত্য পুর ॥ বাজীতে বিক্রমাদিত্য রাজা আয় হয় ॥ চলিলো রাজার সঙ্গে হাতে গোবিন্দ
ভাবিয়ে ॥ সঙ্গেতে প্রবন কবেলী মধুসূদন ॥ আদি জীন জন বন্দী দমনবামন ॥ পুত্রমুখে রত্ন পাত পাইয়ে সমাচার ॥ বাজীতে হারিল নরনাথ মনতাব ॥ ॥

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

পাত্রমিত্র সহ রাজা বসিলো বিমর্ষ ।। ভানুমতি বিবাহের পাত্র নাহি আর ।। যদি রাজা জিনিতে পারয়ে মোর বাজী ।। তবে ভানুমতি কন্যা দিতা দিব আমি ।।
সভাতে আসন সাথে রত্ন সিংহাসন ।। আনিতে বিক্রমাদিত্য পাঠান ব্রাহ্মণ ।। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি আইলো দ্রুপতি ।। সুবেশ ধরিয়ে আনিলেন ভানুমতি ।। সিংহাসনে
বসিলো বিক্রমাদিত্য রায় ।। দুপাশেতে দাসগণ চামর ঢুলায় ।। ॐ ।। দ্বিপদী ছন্দ ।। ॐ ।। থাকিয়া ভিতর মনে ।। রত্ন সিংহাসনে ।। বিক্রম আদিত্য রায় ।। গুন
ক্ষিতি তান ।। সহিত বেতন ।। রায় হইল তায় ।। ভানুমতি কন্যা ।। রূপেতে নেহি অন্যা ।। আসি দিলো দরশন ।। তানুর প্রকাশ ।। আঁধার বিনাশ ।। কেন আসিব বিকল ।।
৬৮ লাজনা গমনি ।। দিন তিন তানি ।। আপনি ভোজন পাতে ।। পাদস্থী নয়ন ।। মোহিত সর্বজন ।। একমত ভানুমতি ।। হাস সবদন ।। বসন ভূষণ ।। সভাকারে মনগুন ।। ৬৮
কাহার সঙ্গতি ।। চিনে ভানুমতি ।। মোহিত নৃপতি আদি ।। শুনিলে বরার ।। বিসম কঠোর ।। মোহিত সভাকারে হাতে ।। যতেক যুবতি ।। বাজাইছে নগাডে ।। নাচিয়ায় যুবে
মুখে ।। সভাকারে রহ্ন ।। রূপের নাহি অন্য ।। হর যোগারি ক্ষিনমাজে ।। তাহাতে কিঙ্কিনি ।। ক্ষুনুক্ষুনু ধ্বনি ।। চরনেন নূপুর বাজে ।। করেতে কঙ্কন ।। শোভে বিলক্ষণ ।।
বনয়ে তাহার মাঝে ।। মন হর হার ।। গলে শোভাকার ।। কেশ বেশ মম সাজে ।। গজেন্দ্রগামিনি ।। সতে অঙ্গ শোভিনি ।। কবরিতে পুষ্পদাম ।। রূপ পরিক্রমে ।।
সভার বদনে ।। জিনি মুক্তা দাম খাম ।। পক্ক বিম্বু বর ।। জিনিয়ে অধর ।। কামের কোদণ্ড ভুরু ।। খঞ্জন গঞ্জন ।। সভার নয়ন ।। রামরম্ভা জিনি উরু ।।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বদনমণ্ডল। করেকণমন। অরুণশ্রিবাক্য সখী॥ কৌতুক বিণাসে। মঞ্জমঞ্জ হাসে॥ উগারে অমৃতবাণী॥ লাগাল তোৎস্কি॥ ভোজহেড়াকি॥ পুনর্হরবানী পাত॥
চাহিয়া সত্বরে। হরিন হৈলে। কোহিতেঅনুমতি। ভোজেরবচন॥ শুনিয়েমন॥ নৃপতি বিক্রমাদিত্যে॥ কেবা অনুমতি॥ না[illegible]অনুপ্রতি॥ চাহিয়া থাকুনা ছিন্না
হেনকালেতাল॥ হাইতে বেতাল॥ কেনঅবসরে বাজ॥ নাতাবনাতোব॥ সাগ্রহিয়েদির॥ দেবেবথসাকহিজ॥ মায়ার যুবতি॥ সরঅনুমতি এতাকিনিইহোহয়
জান ভোজবাণী॥ সুমতাবেআজ চিন্নেনহ মহাসয়॥ মোবা মর্দির॥ হইয়া সত্বর॥ অনুমতিমুখে হিবি॥ এইনি দর্শনঃচিনিয়ে বাজন॥ নবেগবহাতেধরি॥ কহি
তেহকথা॥ আইলেনতথা॥ অনুমতি নববালা॥ সর্বইহয়ে॥ আবপা সেকীরে॥ পাণবেতা ণের মেণা॥ হিবিয়েসত্বর॥ মুখেযেতার॥ উঠযেকবের হিরি॥
মনপায়ে পাড়॥ শুনশুনববে। উড়েহাতে নিবাধিতে নারি॥ মত্তমর্দুপাতি॥ দোমঅনুমতি॥ বস্তু হৈলো অতিসয়॥ চিনিয়েতাহাবে॥ ধরিলেন করে॥ বিক্রমাদিত্যেবায়া
যুক্ত যুবতি॥ মায়াঅনুমতি॥ আইলেন সবেহয়॥ নবপাত্যআজ॥ জিনিলেনবাজ॥ ভোজহৈল পরাজয়॥ বিক্রমতিনবার॥ জিনিলাবাজিতার॥ ভোজেরবেতাল
সুবন॥ তবেলেনবপাতি॥ আনিয়েঅনুমতি॥ করে বিবাহআওজন॥ হবিযেআহ্লাদিকে॥ মুগুমেবিড়নোহ॥ যোড়শমাহুত্থাদি॥ দেবোলেহিবিয়াশুল॥ ধৃত বাবা
দিলোবা এসুরে প্রজযথা বিধি॥ পুজাকিঅনুমতি॥ ধমন্ত দিব্যবৃতি॥ হবিযাওবিপ্রাতুসায়॥ পবিয়াদিব্যাসনে॥ বাজলেন সভ্রিধানে॥ গন্ধাদি বাসরে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

মুক্তা পঞ্চশস্য ।। শীলাদি বান্ত দূর্বা ।। কুসুমফল দধি ঘৃত ।। স্বস্তিক অঙ্কুর ।। সহিত স্বর্ণ প্রশাব ।। হরিদ্রা আমলকী সিন্দূর ।। চামর আতপত্র ।। দর্পণ দধি দীপ ।।
প্রশস্ত পাত্র অবশেষে ।। হুলু হুলু ধ্বনি ।। হরিবেশ্বর রমণী ।। আনন্দ বাড়িল অশেষ ।। বিক্রম আদিত ।। হরিবে নৃত্য গীত ।। স্বরবেশ নৃপতি ।। সুজন্দ মানি মধ্য ।। মধ্যে
শোভা পায় ।। যথায় দেবাশীষ পাদ ।। বাজন বাজে শত ।। সে সব কবে কত ।। বিবিধ বাদ্যের নিনাদ ।। যত দ্বিজগণ ।। লইয়া দূর্বাধান ।। রাজারে করে আশীর্বাদ ।।
হর্ষিত মন রানীগণ ।। হরিতে হেজয় ধ্বনি ।। বিবিধ মঙ্গল বিধান ।। যাজ্ঞিক গণ ।। রাজার যজ্ঞ গান ।। হরিতে সভা বিদ্যমান ।। আনন্দে ভোজরাজ ব্রাহ্মণ করে পূজা ।।
৬৯ দিলেন বিপ্রের পাদ্যাদি ।। সলিল আচমন ।। মধুপর্কের দান ।। করিলেন যথাযথ বিধি ।। বসন ভূষণ ।। কাঞ্চন মানিগণ ।। অবনী জব রাজীব ।। হামান ব্রাহ্মণ ।। কুপা
নগুচাল ।। সমবো সাজ মনো নিত ।। লৌকিক ব্যবহার ।। করিতে লোকাচার ।। পাঠাইলেন অন্তঃপুরে ।। আনন্দে আত সব ।। করিয়া স্নানের ।। বরন করে প্রমাদরে ।। কাঞ্চন ৬৯
দূর্বা ধান ।। হাতে ফল দান ।। করিলো বরের নিছনি ।। আমলা সর্বৌষধি ।। অপর যত বিধি ।। করিলো বিবিধ মোহানি ।। করিলে হুলাধ্বনি ।। প্রণাম সম্ভাষণ ।।
আনন্দে আত গণ করে ।। বিধান লোকাচার ।। মুক্তি সাত বার ।। পড়িয়ে প্রদক্ষিণ করে ।। হস্ত সাবধানে ।। কবেন কন্যা দানে ।। বসে চৌদিকে দ্বিজগণ ।। বেদ
বেদধ্বনি ।। পণ্ডিত শিরোমণি ।। কন্যা অঞ্জুড়ে হাত জোড়া ।। বরের নাম গোত্র ।। চতুর্ভুজ বর মাত্র ।। উল্লোক বেদের বিধান ।। প্রীতি যাহা হবে ।। কন্যার নাম ধরি আনন্দে

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

উৎসব সমৃদ্ধি করেন। শ্রীকরে দ্রজ্যত্রয়। সুন্দরী মাতৃকাকারক [illegible] কন্যা ধনাদি [illegible] দ্বিজ ভক্ত। [illegible] নাগিবার।
বদনে তিনবার। উভয় চারি চক্ষে চায়। যোহাই নিক্ষাইবে। বাজিয়া সমাদরে। হুতনে পুজি গো প্রক্ষায়। বসন ভূষণ চাপা। আর রত্ন মহকণা। দক্ষিণা দ্বিজ দিয়ে দান।
আনন্দে কন্যা বরে। বাঙ্গলা বাসর মাথে। প্রভাতে তারা উঠ্যান। ।। ৩ ।। দ্বিপদছন্দ ।। ৩ ।। প্রভাতে বিবাহ দিতে। বাজ্যমতি মান। এক তার মধুরা। দ্বিজ হৈল দান।
বামাগণে দিল বাজ্য আনা নতি হয়ে। বিতাগ করি যৌতুক অজবের মেয়ে। প্রতি ক্রিয়া সমাপিয়ে বাপিণ সভায়। যৌতুক যৌতুক তোজ দিলো জামাতায় ।।
বরকন্যা বিদায় হইয়া দুইজনা। মহাক্রোশ হণে বাদ্য বাজায় বাজনা। রথ গজ পদাতিক সেনাগণ। যোজন জুড়িয়ে যায় হাতে প্রহরণ। তানুমতি কহিল পতির স্থানে
শুন। মা গিন হব ভাই অজ অজী দুইজনে। নাবির কথা শুনিয়া ভাজাইহিনো ভোজবে। দণ্ড অজী দুইজনে হরে আমারে। তোমারে আমার সন্তাপ
দুইজন। তথাপি দিনাম আমি তোমার কাবন। দ্রজ অজী দিয়ে বাজা কবিলো বিদায়। আনন্দে বিক্রমাদিত্য নিজদেশে যায়। হস্তীর উপরে আনান
বাবিসান। সন্ন্য পদ তবে তবা সুকি কম্পবানে। তানুমতি সহিত চলিলো নিজদেশে। এরূপে দেখিয়া বিক্রমাদিত্য হাসে। কামুক সুন্দর পুনঃ সেয়ানী
ভেড়। উর্দ্ধ আকার অঙ্গ মাথায় পাগড়ি। তানুমতি প্রতি কন কি দুর্বিক্রোধ। হরি নাগিয়েদবা হনে উপারোধ। এবভী তোব নে জিকনা ভানে আমার ।।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

তিনবাজী জিনিয়েছে যাহে অহংকার ।। যদি থাকি মিশ্রবুজী ওস্তাদে সেবে থাকি ।। নোকা হব উলু বনে না গায়া ভেলকী ।। নৃপতি বেআনা হৈতে ক্ষিন দুবুজী ।।
উলুবনে গিয়ে করি কেন ভোজবাজী ।। মায়া যত্ন করিলো দিব্য কুসুম কানন ।। কাটিছেব মাজি বিপ্রনাদি পঞ্চানন ।। মানো হব সবো ববধাত বাঞ্ছা আনে ।। মায়ায়
দুবুজী হলো মিনো সেই স্থানে ।। শিব যানি পাদ প্রাজেবন্ম ছাড়ি জায় ।। চলে শা লিনো বিপ্রা দুবুজীর মায়ায় ।। সচেষ্টিত শূন্য হেতু মায়া সবো বলে ।। নারিবেরূপ
তি গিয়া তাহে স্নান করে ।। পুন: পুন: দেয় ডুব হুপ্তি নাহি হয় ।। মাবিব হইয়েছে তবজ্ঞার আবয় ।। মৌন গাবেথাহে ক্ষাঁচা জানেন ভিতরে ।। পুন: ডুব দেয়ে বাজা ত
৭০ রিয়ে অন্তরে ।। এইরূপে বাজা পুন: পুন ডুব দিতে ।। সম্মুখে দাণ্ডায়ে শ্রজী নাগিনো হাসিতে ।। নাহি সরো ববদোষ নাহি পঞ্চানন ।। বিস্ময় হইলো দোষসব
উলুবন ।। কেবল সম্মুখে শ্রজী থাহে দাণ্ডাইয়ে ।। হেঁট মুখ করে বেরাজা শ্রজীরে দেখিয়ে ।। নরিজ হইয়ে রাজা প্রসংশে থাতুলি ।। ধন্য ধন্য ভোজবাজী ধন্য তুমি ৭০
স্থান ।। সেই হতে শ্রজীরে নাকহে কিছু আর ।। শ্রজ দেখিয়া হয় সদ্ অবেজার ।। তবে শ্রজ অনুমান করি নিশ্চমোর্ন ।। আমার যত্নে তেনর জানা নাহি জানে ।।
প্রমানের শ্রজনাম বৃথা ভোজবাজী ।। কাঞ্চা হতে বাজাবে না পারি জাদু আজী ।। এত বলি শ্রবুডা কম্বর বাঞ্চে আটি ।। নাগিনা গাবনিয়ে ঢোনবে দিনকাটি ।। দারুন
শ্রজব মায়াবাজের বচন ।। চারি দিগে ঘেরি নো রি পক্ষসেনাগন ।। রথগজ হয়ে কত চতুর্ব্বর্গ দল ।। হান [illegible] বিয়ে আইনো মত্তমন ।। ডাকি বনেরূপ তিরেথা

তবে তানু মাইন সে ভাবে নিকেতন ।। দেখিয়ে বিস্ময় চিত্ত হইলো বাজন ।। রাবন তেজিয়ে বাণে কৈল আবরণ ।। সেনাপতি তা কিয়ে কহিলো মরিপান ।। সমুখে দেখে সং
সদু সমুহ করিবান ।। করিয়ে সমর ঘোর রন করো যুদ্ধ ।। বানাঘাতে ক্ষন মাত্র একর সমুখে যে ।। আজ্ঞা পায়ে সেনাগন করে মহারন ।। বিপক্ষ উপরেতে করে বান বরিষন ।।
দেখা দেখি সমর বাকিন দুই দলে ।। বানে বানে কাটাকাটি গগন মণ্ডলে ।। মারমার সব্দে হাঙ্কারিয়ে সিংহনাদ ।। বিক্রমাদিত্যের সেনাগন গো প্রমাদ ।। বাকে কেহ
কেহ নাকে কেহ নাকে পড়ে সবসব ।। শত্রুর সমরে সেনা হইল যত্নাব ।। বানাঘাতে সেনাপতি হইলো কাতর ।। দেখিয়ে বিস্ময় মনে ভাবেন্ নৃপবর ।। না জানি এ সব কোন
নৃপতির সেনা ।। পঞ্চ মধ্যে কি নাগিয়ে আসি দিলো হানা ।। দেখিয়ে বিপদ ঘোর আজি কারবন ।। না জানি নিশ্চয় এবে হয়ে কুবেন কেমন ।। নিকটে বিপক্ষ চারিভূপ
স্থিত হৈলো ।। দেখি কোন নৃপতি কামুক করেনি নো ।। আগে হয়ে নৃপতি যাত্রায় বিরধাপে ।। চক্ষুর নিমিষে সুমুক্ত কেন চাপে ।। খন খন টঙ্কার থাকে কর্ম
বিচারে ।। দিনকর কিরন ঢাকিলো বা নেরানে ।। সেন শুন ডাটি আর মুসল মুদ্গর ।। বান পানে প্রহারিয়ে বিপক্ষ উপর ।। বাজার সমরে পড়ে বিপক্ষের দল ।।
ক্ষনমাত্র বিনাশিলো বিপক্ষের বন ।। শত্রুর অনেক সেনা সমরে পাড়িলো ।। আর সৈন্যগন সে [illegible] দিয়ে গেলো ।। সমর হইলো জয় আনন্দিত চিত্ত ।। নিবক
নব বিয়ে দেখেন বন [illegible] ।। সেনাপতি পশ্চাতে সমরে দেখেয়ত ।। পাড়িছে তাহার সবে সেনাগন কত ।। দেখিয়ে হইলো মহারাজ শোকাকুল ।। তিনি

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

পয়ণাদির আশীর্ব্ব ধরুন ।। পবন সমার দেশে পড়ি হোমি হিবে ।। হাদয়েতে আছে বন্ধ রূপতির তিলে ।। এবা হাতে জিনে প্রাণ বিপক্ষের বাণে ।। কালিদাস পড়িয়া
বয়্যা হে কোন স্থানে ।। বররুচি পাত্তিতে বরুচ্চে বৈবাবান ।। ঘটকর্প্পর পড়ি আছে হৈয়া দুইখান ।। দেখিলেন নৃপতি ও অমর হাতে করি ।। প্রাণ ত্যজি পড়িয়াছে অমর হেন দর্প করি ।।
পড়ি আছে পরম প্রভাব হাতে করি বিরু ।। শঙ্কু শরাসন প্রবাহিত তেজি আছে তনু ।। আর জত বাণ আর সকল একাতে ।। প্রাণ ত্যজি পড়ি আছে দেখিল সাক্ষাতে ।। দেখিয়ে
হইল রাজা শোকে কে অজ্ঞান ।। হাতে হৈতে অসিয়ে পড়িল ধনুর্ব্বাণ ।। আছাড় খাইয়ে পড়ে ধরণি উপর ।। শোকেতে অজ্ঞান হয়ে কান্দে নৃপবর ।। কি করি তেবি হইলো
৭১ দৈবের ঘটন ।। আপন হাতে তোর বিনাশিনু নিজ জন ।। হাহাকার নিনাদ করিবর শ্রেষ্ঠ প্রধান ।। তোমা হারা হয়ে এতক্ষণ আছে প্রাণ ।। এবা হামী হবি কোন্না কো ৭১
আবন্ধুবি ।। দিনে অন্ধকার হৈল উজ্জয়িনী নগরী ।। উচ্চস্বরে কান্দি করি শঙ্কু পিড়া সে ।। আমি করিলাম তোমা সবার বিনাস ।। বাবনাও হৈব অমি উজ্জয়িনী নগরে ।।
এখনি ত্যজিব প্রাণ অনল ভিতর ।। এত বলি কান্দে রাজা নেত্রে হয়ে শ্রীগতি ।। জিজ্ঞাসা করিলা তারে নারি মাত ।। কি লেকবারি লেকা উজ্জয়িনী স্বর
শুনিয়া নৃপতি হৈল বিস্ময় অন্তর ।। চমৎকার হয়ে রাজা চারি দিগে চায় ।। মৃত সেনা বন্ধু মে দেখিতে না পায় ।। কেবল অবস্থা একা রাজা বসা
ক্ষাতে ।। মুখে বস্ত্র দিয়ে সেই নাগিন হাসিতে ।। ধন্য ধন্য অজ্ঞা হতে মারি মায়া বিরু ।। ধন্য ধন্য ভোজ রাজ পরম প্রধান ।। এতবলি দিন তারে বর্ত্তি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হয়নাসপ্রাসেসুখাবতকাঞ্চন ॥ জয় মধুরে ৪তাবি শ্রী মধুসূদন ॥ শ্রীহরি বিদায় নিয়া রাজা করিলো গমন ॥ দূত গিয়ে দেশেতে কহিলো সমাচার ॥ স্থানে স্থ
নৈবাগ্নিলো মঙ্গল থাদ্য সার ॥ কনাকের থর্জুর সব কদলি রতনে ॥ স্থানে স্থানে নর্তকি নাচি হেম্ভ ওহনে ॥ নানা বিধ বাদ্য বাদ্য থাতিশোরতর ॥ আনন্দে বি
শ্বুন হৈল উজ্জ্বল নগর ॥ বর্দ্ধমান বিতরন করিলো ভূপতি ॥ প্রবেশ হইলো পুরি সহ অনুমতি ॥ বিবিধ মঙ্গলাচার জনেরা দিলো ॥ ঘরে গিনা নিজা নারে অনুম
তিনয়ে ॥ আনন্দিতে সর্ব্বলোক প্রসংসে রাজায় ॥ বিক্রম আদিত্য গুন পুত্র নিকটে যায় ॥ পুত্র নিকট কহে শুন তোজন রপতি ॥ আনিলো বিক্রমাদিত্য
কন্যা অনুমতি ॥ একদিন নৃপতি বসিয়ে সিংহাসনে ॥ নানা সাস্ত্র বিচার করয়ে বধুগনে ॥ সেই কালে আসি শ্রী স্রজ সুর্জ্জদেব হৈল ॥ সভামধ্যে আসি
য়োদিন কবি বসন ॥ দেখায়ে তাদের রূপ কবি কালিদাস ॥ নানা রূপ কবিতে লাগিলো উপহাস ॥ সুর্জ্জের বর্দ্ধন করি কবিতা রচিয়ে ॥ পড়িতে লাগিলো
শ্লোক হাসিয় হাসিয়ে ॥ অপর পণ্ডিত সেই শ্লোকের ফাঁক রে ॥ সভা মানি পরিহাস করয়ে অঞ্জীরে ॥ লজ্জিত হইয়ে স্রজী বিচারি না মনে ॥ কন্যা নিজ ওভনে
দেখাইব বধুগনে ॥ য়েই মুখে থা মারে করিলো উপহাস ॥ সেই মুখে থরগ্য কাল্ডির কালিদাস ॥ এত ভাবি বিচারিনো স্রজ স্রবুজী ॥ বড়ানি ঘতাতে থার
স্তিনতোজবাজি ॥ পুরি যদ দক্ষিন কাহিউড়া হইলো মাটি ॥ নাগনাগ বানিয়ে চোন কোদিন কাটি ॥ তোজের মায়ায়ে পুরি নাগিলো তেনকি ॥ শুঞ্জাদেহ স্বহজানের ব

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মানোহর তনু হৈল দেবের প্রায় ॥ ধনবিসারদ মুত্তিকন্তু সমকায় ॥ সেন শুন মাত্তিজাটী মুসন মুখর ॥ গদা চক্র পর মুখে অর্দ্ধ শঙ্খবির ॥ মহাক্রোতে
কার্ম্মুক করেতে তনু পূর্ণ সব ॥ আরোহণ উচ্চ শ্রবা জানি অশ্বরব ॥ সঙ্গেতে মানিতা ভুবন মুহিনি ॥ রতিরম্ভা তিলোত্তমা উর্ব্বশীরে জিনি ॥ তাহার রূপের
হুধাবিন্দু তব প্রায় ॥ বিস্ময় হইয়ে সব সভাজন চায় ॥ দোস্মীতে দেখিতে তবে সেই আসো যাব ॥ সভায় আসিয়ে নগাইলো রাজার ॥ রোদৃপ বিক্রমাদি
ত্য সত্যপরায়ণ ॥ কবিতেনা পারি তব যশো বিবর্জ্জন ॥ মহাদাতা শিবমানি রবের সমান ॥ ধর্ম্মে ধর্ম্ম পুণ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমান ॥ ভীম সমজিত বীর্য্য মাত্রিতের
৭২ দর্প ॥ পার্থ সমর ধনুর্দ্ধর ভীম সম শুর ॥ দুর্য্যোধন সাম্যে মানি রাজা চক্রবর্ত্তি ॥ পারিপূর্ণ হৈন মহি তব যশ কীর্ত্তি ॥ ত্রিলোকের মধ্যে তুমি বিশ্বাসের স্থান ॥ ৭২
প্রার্থনা আগে কিবা তব বিদ্যমান ॥ দেখি আসো আরে হৈন নৃপতি বিস্ময় ॥ সবে বলে কখন মনুষ্য এত নয় ॥ আকার প্রকার দেখি দেবের লক্ষণ ॥ কেন লেকে করি
তেয় পারে বিবরণ ॥ ইহার প্রসাদ অবনিতে দেখি নাই ॥ কি প্রার্থনা করে এই নৃপতি বিচারই ॥ এই রূপে ভাবিতে লাগিলো সভাজন ॥ নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচ
ন ॥ বিক্রম নৃপতি আলো আর কে বুঝায় ॥ কি হেতু আইনে হেথা কহনা আমায় ॥ জিজ্ঞাসে বিক্রমাদিত্য আলো আলো প্রাতি ॥ কোথা হৈতে আইনে আপনে যো
কোপাতি ॥ কি নাম তোমার কোন দেশের সবাস ॥ এখানে আইনে ও মিলোন আত্তিনাস ॥ বিবরিয়ে কহো মোরে নিজ প্রয়োজন ॥ কবিতে তোমার কার্য্য ধানবে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

এত শুনি কহিতে লাগিলো আলো আর ।। ইন্দ্র সহকে নুরম মহেন্দ্র সমার ।। বিবাদ ইন্দ্রের সহ হয় নিরন্তর ।। আজি বান বিনা সব বিরদ্ধ বন্ধর ।। দেখ হথা মা
রতা ফ্রী থানে সমান ।। বাখিতে নাহিক পাই বিশ্রামের স্থান ।। সত্য বাদী জিতে ক্রিয় তুমি ধর্ম্ম ময় ।। কিরূন বিশ্বাস করা ।। তোমারে নিশ্চয় ।। পরম সুন্দর বিনা
বিতা হাতে যুবতি ।। বুঝিতে না পারি রাজা সত্য কার মতি ।। তোমারে বা কি কহে দেখে হইল বিশ্বাস ।। থানা কিবা রূমনি বাখি রত্ন পাশ ।। হয় জাদি ধর্ম্ম তুমি বিশ্বা
স্য ঘাতকি ।। তবে তুমি হবে রাজা বড় ই পাতকি ।। সচী পতি জিনিয়ে যাবত নাই আসি ।। তাবত তোমার স্থানে রহিলো প্রেয়সী ।। রাজা বলে পরম রমনি লো
ক্রমাতা ।। রাক্ষক আমার গ্রহে তোমার বনিতা ।। এত বলি দাসি গানে লেজাইলা হয়ে ।। আপনার অন্তঃপুরে দিলো পাঠাইয়ে ।। দোর্ম আলো আর রে
রাজা করে সাবধান ।। অদ্য সচী পতি মারি ঘুচাব বিবাদ ।। কাড়িন কোদণ্ড খান নুঝী তিন বাণ ।। ধন যুক্ত রথ তাতে দিলেক চঙ্কার ।। ধনারের কানের মশালে
যের নিস্বন ।। চমকিত সত্যজন করিয়া শ্রবন ।। রূপ সব গন্ধ আদি হয়ে বাজী তে ।। তাহা ইন্দ্রেরে হন্দ্র সব জীব সহিতে ।। ধনুর টঙ্কার বেগে হইল বধির ।।
সত্য বলে ইহার সমান নাহি বির ।। হইলো প্রতয় আয়ে কহিলো আলো আর ।। ইন্দ্রেরে জিনিতে শক্তি আছে তো ইহার ।। বলিতে বলিতে সেই হইলো বিদায় ।। ঘো
ড়ায়ে চাবুক করে উর্দ্ধ গতি ধায় ।। এক দ্রষ্টে সত্যায়ন করে নিরিক্ষন ।। চক্ষু র নিমিসে ঘোড়া পর সেগ গগন ।। নেগোছে সতার চক্ষে তোমের তেন কী ।। :।

গগনমণ্ডলে আসোআর হৈলনুকী ।। তারপর শুনে সভে সমরের সব্দ ।। বানের নিশ্বন শুনি রত্নগন স্তব্ধ ।। মুহুর্মুহু শুনে সভে ধনুর টঙ্কার ।। ঘন সিংহনাদ
আস্ফালন হুহুঙ্কার ।। অবনিতে পড়িতে লাগিল কাটা বান ।। দেখি সব লোক ভয় হৈল কম্পবান ।। হয়ের সবদ আর গজের আস্ফালন ।। সভাসদ শুনিলো শুনিলো
মহিপাল ।। মহাকলাহল বিনে নাহি শুনে আর ।। সভের লোকগনে হৈলো মহামার ।। কাকভ্রম পরাভব করে অনুমান ।। হেনকালে পড়ে তার কাটা হস্ত খান ।।
দেখিতে২ পুনঃ পড়ে কাটা পদ ।। সভে বলে হৈলো আসোআরের আপদ ।। এই রূপে সভা মন করিছে বিচার ।। হেনকালে কাটা মুণ্ড পড়িলো তাহার ।। সকলে
৭৩ দেখিলো মরি আছে আসোআর ।। ইন্দ্রের জিনিতে পারে হেন শক্তি কার ।। অশ্রু : ঝুরে মুনি কান্দে তাহার রমনি ।। দেখিতে আইল দ্রুত হলে পাগলিনি ।। ৭৩
আছাড় খাইয়ে পড়ে দেখি মৃত পতি ।। কপালে কঙ্কন মারি কান্দে যুবতি ।। গীতবাদ্য সকলে প্রবন্ধ কৈল তারে ।। কপালের লিখন খণ্ডন না হয় যে ।। শুনিক
// নগর কান্দি বোলে কপালে লিখন ।। সভে কর উপকার আমার এখন ।। শিঘ্র করে সাজা হয়ে দেহ এক চিতা ।। লৈয়ে পতি দেহ হব সহমৃতা ।। চিতা সাজাইয়ে দিল
অবিলম্বে ।। এবে সকলি লোক অগ্নির ভিতর ।। প্রজ্বলিত হয়ে উঠে চন্দনের খাড়ি ।। তাহাতে কেলায়ে দিলো স্থৃতবুন্দ কত ।। দেখিতে২ হৈল পাড়ে ভস্ম রাশি ।।
কহিতে লাগিলো রাজা সভা মধ্যে আসি ।। য়া হউক আসোআর বির অবতার ।। ইন্দ্র সহ সন্মুখ সমরে গেল মার ।। পতিব্রতা বনিতা হৈলো সহমৃতা ।।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

পুনঃ পুনঃ নরপতি হাস্যমুখ হৈলা ।। ।। * ।। ত্রিপদী ছন্দ ।। * ।। হরি যে সমরজয় । আরোহন করি হয় ।। আলোয়ার আসি উপনিত । বিদায় হই যেবায় ।। আলোয়ার
প্রতি চায় ।। সভা মধ্যে হেন চমকিত ।। রক্তধারা শরীরেতে ।। অস্ত্রাঘাত সর্ব্বাঙ্গেতে ।। ধরান কবে কাণা শুর্ব্বকাণ ।। দোর্দ্দণ্ড বর্দ্ধমান ।। হেন সঙ্গে আছেন ।। রক্ত হয়েরহে
নাহি প্রাণ ।। যেন বসন্তের কালে ।। অশোক তরুর ডালে ।। শরীর হয়েছে তদ্রুত ।। রণশ্রমে ঘাম যথা ।। মুকুতার দাম গাঁথা ।। আলোয়ার দেখি সেই মত ।। যুদ্ধে
বৃত্তান্ত যত ।। রাজারে কহিলো জ্ঞাত ।। তবে পাত্র পাইলো সাক্ষাত ।। যাতে এ আসরবাণ ।। ওষধেতে পলায়ন ।। দেবতার যত যোদ্ধা পতি ।। ইন্দ্রের অর্জ্জুন যত ।।
আনিয়াছি এ প্রণতি ।। দেখ এই পুষ্পশারি যাত ।। আলোয়ার কহে তায় ।। শুন রত্নসেন রায় ।। প্রাণদাতা দেখে দেখ স্যাত ।। এহেন দেই নারী মোর ।। রাজা হৈল
চিন্তান্তর ।। মুখে কিছু বাক্য না হৈল ।। মরেছে তোমার নারী ।। এখনো কেমন করি ।। কহিল ক্ষেমলে আলোয়ারে ।। রাজার বন্যে আলোয়ার ।। হে নমোর চমৎকার ।। মোর মুখ
হইলো যমর ।। তোমার মস্তক পাড়ি ।। এমো গোলো গড়াগড়ি ।। দেখিলো সভার সর্ব্বজন ।। তোমার রমনী মুনি ।। কান্দিয়া আইল ধনী ।। কাতর হয়ে কহি মোরে ।। চিতা
দেহ সাজাইয়া ।। নারীর স্বামীর বেনয় ।। কহিয়ে কান্দিল উচ্চৈঃস্বরে ।। সহমৃতা চিতা করি ।। দিনু তারে বস্ত্রালঙ্কার করি ।। হুতাশন হলো সে কামিনী ।। একি কহ বাক্য

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

// মোর ॥ আয়্যাস্থানে দেহ মোর ॥ কহ হেঁ মাপাব সেহা মিনি ॥ আসো থার হাসিকে ॥ শুন ধর্ম্ম মহাশয় ॥ হেন কথা কহিলে কেমনে ॥ স্বামী বিপত্তি হয়ে ॥ পরনারী
হাপাইয়ে ॥ স্বামী বারে চাহনি কেন ॥ সেনারি প্রাণের তুল্য ॥ কেমনে তাহারে বলো ॥ হবাইয়ে যাবো নিজবাসে ॥ শুনো বান বাজা শুনি ॥ অমাই শুনখানি ॥
৭৪ এমন হইলো আর বিশ্বাসে ॥ বিশ্বাসঘাতক ক্রিয়া ॥ রূপবদারে বেক হয়্যা ॥ হাপাইলে বনিতা আমার ॥ রাজার বেতংশন শুনি ॥ কালিদাস কহে বাণী ॥ শুন ৭৪
চিত্ত হয়্যা সো থার ॥ পড়িলো তোমার হাথে ॥ নাচিনি যাত বজায়া ॥ শুতাসনে ভাঙিলো পরান ॥ শুনি থাসো আর কয় ॥ তবে প্রত্যয় হয় ॥ এন
উহার দেহ এই স্থান ॥ মানিময় বস্ত্রহার ॥ ইহিন পইথাতার ॥ তেনালি চাঁপকালি চেড়ি থার ॥ পাণ্ডিত্য ধাকন হয়ে ॥ স্বাহার হাপাইয়ে ॥ কোমরে রেমে
হো আপনার ॥ সর্ব্ব চুরি হত পাপ ॥ জেনো শুনে এই কাপ ॥ নরকে ডুবিবে ॥ দ্বিজ হয়ে ॥ কালিদাস অবিশ্বাস ॥ আসো থার প্রতি কয় ॥ মিথ্যা কহি যোদ
ধাপাতি হয়ে শুনি থাসো আর বোলে ॥ থাহয়ে তোমার স্থানে ॥ আমার ভার্য্যার সর্ব্বহার ॥ তোমার কটিতে আছে ॥ দেহ মিথ্যা মোর হাথে ॥
শুনি কালিদাস চমৎকার ॥ পাণ্ডিত্য বসন খোলে ॥ হাটি দেসে হার খুলে ॥ ॥ সভা সুদ্ধা দেখিয়া বিস্ময় ॥ লজ্জা পায়া কালিদাস ॥ মুখে নাহি স্বরে ভাষা ॥

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দুই চক্ষে অশ্রুধারা বয় আথাসোথার বক্ষতোলে ॥ হাটিহৈতে হার মোলে ॥ ওস্তাপা যেক বিক্রালি দাস ॥ আসোথারে দিলো রাজা ॥ তাতে পালো নৃপরাজা ॥ যোদ্ধা লাত
হার যত হাত ॥ আসোথার হাসে কথা ॥ শুন রাজা মহাশয় ॥ তোমার মোর যাইতে বাসী যে ॥ ফাকি দিতে চাহ মোরে ॥ ধর্ম্মপাপ কথা কহে ॥ হেন কর্ম্ম পুন্যবান হয়ে
সমনে জানি যারনে ॥ তারা নিশ্চয় সমানে ॥ শুনে হিসে হই রে ক্রথায় ॥ পুন্যবান রাজা তুমি ॥ এতু বেজানি হে আমি ॥ এহার নবাসি ত বণয় ॥ বিক্রমাদিত্য
হয় ॥ যাতে যদি সমাণয় ॥ ডাকিলাই আপনার পাশে ॥ আসোথার নাম ধরি ॥ ডাকে কোথা হে সুন্দরি ॥ উত্তর দিলেক থাকি বাসে ॥ আসোথার বপা
লেথা আস ॥ বমানি কহিই হাসি ॥ দাণ্ডাইলো পাত্র নিকটে ॥ স্তাসুন্দরী চমৎকার ॥ হেসে কহে আসোথার ॥ রাজা হয়ে তাড়ায় কপাটে ॥ কবুল সম্বরে রাজা ॥ নাহি থা
সোথার তাজ ॥ নাহি থার সুন্দরি কামিনি ॥ বন্ধ বাজি দেখে মাড়া ॥ দোষ যে রাজের জড়া ॥ সন্তুষ্ট হইল নৃপমনি ॥ দিল বহু বন্ধ হার ॥ নানা রত্ন অলঙ্কার ॥ পুনঃ হেন
পট দেখার ॥ শুন ভোজ মহাশয় ॥ যদি হেন সাত্ত্বিক হয় ॥ তবে বৈস সিংহাসন পরে ॥ শুনিয়া ভোজের পাত্র ॥ নাহি থার বৈসে তারা ॥ সেদিন ফিরিয়া গেলো
ঘরে ॥ কাঠের পুত্তলি বনি ॥ চলি যায় আপনার শুনহ অপুর্ব্ব তার পরে ॥ উনত্রিংশ পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত ॥ ॥ অথ ত্রিংশৎ পুত্তলিকা কথা ॥ :
শ্রীপদ হন্ত ॥ একদিন ভোজরাজা ॥ লয়ে পাত্র মিত্র প্রজা ॥ যাইতে বত্রিশ সিংহাসনে ॥ ত্রিংশ পুত্তলি কয় ॥ শুন ভোজ মহাশয় ॥ এনা ডিকবো

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

দুই চাক্ষু অশ্রুবারি বয়ে ॥ আলোথার বক্ষ তোলে ॥ ছুটিয়েতে হার মোলে ॥ লজ্জা পায় যেকরি কালিদাস ॥ আলোথারে দিলো রাজা ॥ গতে পালো নৃপরাজা ॥ যোগাপাত
হীর মতি হার ॥ আলোথার হাসে কথা ॥ শুন রাজা মহাশয় ॥ তোমার মোর সহিত বাস যে ॥ রাখিদিতে চাহ মোরে ॥ ধর্ম্ম পথ রক্ষা করে ॥ হেন কর্ম্ম পুণ্যবান হয়ে
সমনে জানি যারলে ॥ তার্যা নিশ্চয় সমানে ॥ শুনে হেসে হই রেক্রয়া ॥ পুণ্যবান রাজা তুমি ॥ এতেক জানি হে আমি ॥ এইবার বাসিতে বলয় ॥ কিবা তথা আদিত
হয় ॥ থাকে যদি মমালয় ॥ ডাকিলাই আপনার পাশে ॥ আলোথার নাম ধরি ॥ ডাকে কোথা হে সুন্দরি ॥ উত্তর দিলেই থাকিবা সে ॥ আলোথার পা
লোথা সে ॥ বদনে কহিছ হাসি ॥ দাস্ত্রা হলো পাত্র নিকটে ॥ সভা সুদ্ধা চমৎকার ॥ হেসে কহে আলোথার ॥ রাজা হয়ে তাড়ায় বপাট ॥ কর্ম্মজ সম্বর রাজা ॥ নাহি থা
লোথার তাজ ॥ নাহি থার সুন্দরি কামিনি ॥ কন্তু রাজি দেহে মাড় ॥ দোষিয়ে রাজার তাঁড়া ॥ সন্তুষ্ট হইল নৃপমনি ॥ দিল বহু বস্ত্র হার ॥ নানা বস্ত্র অলঙ্কার ॥ তুষ্ট হয়ে নে
পাট দোহার ॥ শুন ভোজ মহাশয় ॥ যদি হেন শক্তি হয় ॥ তবে বৈস সিংহাসন পরে ॥ শুনিয়া ভোজের পাত ॥ নাহি থার বৈসে তার ॥ সেদিন হরিয়া গেলো
ঘর ॥ কাপির স্বর্ণপুত্তলি বলি ॥ চলি যায় আগুলি পুনরায় অমরাবতীর পরে ॥ উনত্রিংশ পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত ॥ ঃ ॥ অথ ত্রিংশৎ পুত্তলিকা কথা ॥ ঃ
প্রসঙ্গ হয় ॥ একদিন ভোজরাজা ॥ নয় পাত্র মিত্র প্রজা ॥ বসিতে বত্রিশা সিংহাসনে ॥ ত্রিংশ পুত্তলি কয় ॥ শুন ভোজ মহাশয় ॥ এনা ইতি করো

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ঞিহাবনে ॥ অনেক নারেহন্ত ॥ বিক্রমাদিত্য সুত ॥ যলোধরী দুষ্টতুমণ্ডল ॥ দানেকল্পতরুসম ॥ বিপাক্ষে পাকতয় ॥ প্রতাপে দ্বিতীয় অখণ্ডল ॥ যদি
এবাহন সেই ॥ তোমার কিসুখ কই ॥ সুনিকহে ভোজন পমানি ॥ তোমার রাজার যশ ॥ যাহাতে ভুবনবস ॥ কহ তোমা সেই গুণ শুনি ॥ মুণিকহিছে তুমা
আমা রাজার কথা ॥ এখানে শুনহ রাজন ॥ বসি মহা সিংহাসনে ॥ রাজ্য করে চিরদিনে ॥ গোপাল দেশ বাপিত ভুবন ॥ ভূমিতে অনেক দেশ ॥ যান সেকেশ
পরেতে ॥ যেমন গো সন্ন্যাসী চারিজনে ॥ তিমা চেহ দেশি মাত্র ॥ নৃপতি জিজ্ঞাসে তায় ॥ কহ কি দেশে গে কোন স্থানে ॥ তারা বলিলা তিমা কথা ॥ শুনিয়া
৭৫ আশ্চর্য হয় ॥ দক্ষিণ দেশের বিবরন ॥ রাজ্য ইথ অনুপম ॥ ছত্রাকী সবলা নাম ॥ নববাল রূপ ভোজন ॥ যে দেশ যাত্রাপি পায় ॥ নববাল দেখে তায় ॥ এই ৭৫
নিজদেশে ছিলে থানে ॥ এইরূপ দিনে দিনে ॥ নিয়া মুনি এক জনে ॥ দেখবাল দেখি সাপিখানে ॥ তথা আশীষ দিয়ে ॥ বেশ্যা হইলো রাজ্যকরে ॥ পলাইনু
বিগ্রা অদর্শনে ॥ যোগাসিপাঁশফান ॥ যেহ শুনে বিবরন ॥ ॥ তাহাতার রাজায়ে সেখানে ॥ শুনিয়া আশ্চর্য কথা ॥ বিক্রম আদিত্য তথা ॥ যোগাসনে
গেলা দেশান্তরে ॥ তাহার বিদেশে ধাই ॥ নানা দুর বাড় করি ॥ যোগিরাজ হাঙ্গে [illegible] উঠে চঃখরে ॥ রাজা সত্ত্বগুণ নাহয় ॥ হাতে রেখে কেন নাহয় ॥ জিজ্ঞাসা হি
করিলা সর্বজনে ॥ উল্লাসিত রাজগণে ॥ আনন্দিত সর্বজনে ॥ একজন হাঁসে ছিহাবনে ॥ তাহার রাজার দেশে ॥ হইলো পরম খুশী ॥ বলে [illegible]

॥ সুপ্রসন্না মহামায়া ॥ আমা দিকে হৈব দয়া ॥ আনাইলা বড়ী আপনার ॥ একে একে বিচারিতে ॥ বড়িতে চলিলা সবে ॥ পাট্টড় হৈল রণ্যাজায় ॥ অশ্বধারী হৈলো জাবা
আগুনি বাইলো তারা ॥ বিনা দোষে বান্ধায় রাজায় ॥ দোষ কোণ কেন ভূপ ॥ সমন সমান রূপ ॥ নিজ মণ্ডপ বসে প্রহার ॥ হাব আছে সম্পদ ॥ কার অচল কাবো হাদ ॥
মুণ্ড হাটিয়ে ফেলে হারো ॥ নবপাত্র বণদক্ষ ॥ আবনা খাকাবরক্ষ ॥ হাটি মণ্ড মণ্ড হৈবে আর্ত্রী ॥ মরিলো অনেক লোক ॥ উঠিলো ক্রন্দন শোক ॥ ভয়ে পেয়ে বনে
দিলো ভঙ্গ ॥ সঙ্কোচ মনে হৈছে ॥ এ সামান্য নর নহে ॥ বুঝিবা বিষ্ণা দিয়ে হয় ॥ সহস্র সহস্র জনে ॥ বিনা সমর বিলো ক্ষণে ॥ এ কোণা সমর কেন জয় ॥ বান্ধি
আনো ইহা লো জা রে ॥ বাম পাশ হৈলো তারে ॥ রাজা কেন বন্ধন মোচন ॥ দিলো নর্থ তথা জান ॥ জাহ ইহা রাজ্যমাস্থান ॥ বান্ধন এ যে পণা যে জন ॥ তবে বাম
বিলো রাজা আদেশেলো দেবি সুতা ॥ ঔষধ দিলাম হাড়িয়া ॥ আমি গিয়ে বলি হয়ে ॥ দেবিব আণয়াছি তাহে ॥ দিব সুতা আপনা হাটিয়ে ॥ সত্য হাব বলে বায় ॥ হেন বড়
যে জায় ॥ তথা পেয়ে রাজায় পলাইয়ে ॥ গেলেন চণ্ডিকা যথা ॥ শুনিয়া রাজার কথা ॥ সুবাহিত রহিলো লুকায়ে ॥ সেবানে আক্ষণ নাই ॥ রাজা গিয়ে সেই ঘর
প্রবেশ জোরে সে স্তবন ॥ নৃপতি বিস্ময় যাইয়ে ॥ আপনি পূজালো গিয়ে ॥ আহ্বান লুলোন চরণ ॥ দেবির পুর তথায় ॥ আপনা হা চিত্তে জায় ॥ নিয়া মতি নর বান
দিতে ॥ রাজার সাহস দেখি ॥ চণ্ডিকা পবন সুখী ॥ সদয় হইয়ে বরে হাতে ॥ ওমি মোহা পুনরাগমন ॥ পবহিতে দেহ স্থান ॥ আসি সমাহস মহানয় ॥ জাস

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

তোমার মনে ।। মাগরর মোর স্থানে ।। তাহা দিব নাহিক সংশয় ।। শুনি কহ মহাভাগ ।। কহন রবনি ত্যাগ ।। ইহার মাগি তব স্থানে ।। তোমার সেবক য়
ত ।। সমার কারহি হ ।। পুন প্রান পাক সর্ব্বজনে ।। দেবী শুনি আওর হর্ষ মনে ।। অমৃত কুম্ভ রঙ্গানে ।। দিলেন রাজার সন্নিধানে ।। সেই জনরাজা আদ্ধাশী ।। দিলেন
সারঅশী ।। উহারে সেই প্রাইয়ে প্রানদানে ।। বিস্ময় সকল লোক ।। ঘুচিল সভার সোক ।। সুরক রেয়োড় কর জুড়ি ।। নরবনি হেন মানা ।। প্রানো জিত সর্ব্বজ
না ।। নৃপতি আইলো নিজ পুরি ।। এক তুলেন রপাতি ।। হিনাসেই মহামাতি ।। তাহাকে পারিবে করিবারে ।। নাহি মোর এত সাক্তি ।। কহিয়ে তোজের পতি ।।
৭৬ সোদিন ফিরিয়ে গেল ঘরে ।। এত বলি সে পুত্তলি ।। রায় মহাশয় হৈ হলি ।। আসিয়ে পাড়ি লোক তক্ষনে ।। গন্ধর্বের মুক্তি বরি ।। চলে যায়ে সুর পুরি ।। স্বর্গ ৭৬
স্থানে হইয়ে মোচনে ।। ত্রিংসং পুত্তলিকা সমাপ্তো ।। ✱ ।। অথৈকত্রিংসং পুত্তলিকা কথা ।। ✱ ।। ত্রিপদছন্দ ।। ✱ ।। ভোজরাজা বসিতে রাজসিংহাসনে
সনে ।। একত্রিংসং পুত্তলিকা বারি লোহারনে ।। পুনঃ রাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে ।। তুমি কোন পুরুষ হয়ে বসিবে রাজনে ।। শুনি ভোজ পুত্তলির বচন সবিনয় ।।
তার গুনকহ হে শুনিতে ইচ্ছা হয় ।। পুত্তলিকা হিন শুন ভোজ নরবর ।। রবাহর প্রহেন পরম সুন্দর ।। পানিয়ে দেখিয়ে সেবরা হরহ সয়ে ।। অশ্য সংখ্যা কালে ।। হ
এক শুনি তুন হয়ে ।। সত্যরস্থ পরমায়ু নিশ্চিল বাতাতার ।। সন্নিতুলে ববার হইল চমৎকার ।। তাম্র পাত্রে হবি পুস দিলো আসাইয়ে ।। উত্তর লোর পদেলে

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

গঙ্গানারায়ন নামে একদ্বিজবর ।। স্নানে গিয়ে তাম্রপাত্রে দেখিন সত্বর ।। তাহার ভিতরে দেখি অপূর্ব্ব হাওয়ান ।। গ্রাহ নয়্যা গেলো সেই পাপের মুনান ।
ব্রাহ্মণী পালন করে করিয়া যতন ।। পঞ্চমবর্ষের হৈল সেই তো নন্দন ।। মিহির মুহ নোনাম করিলে যতন ।। বিপ্রাবন্ধু করাইলে সেই ত ব্রাহ্মণ ।। করবন আদি
করি পাড়ু অবিরাম ।। সর্ব্ব শাস্ত্র পাড়িয়ে হইলো বিপ্রবানে ।। পাড়িয়ে জ্যোতিষ বিদ্যা গনিতে শিখিলো ।। নবমবর্ষেতে চুড়া পিতা তার দিলো ।। দ্বাদশবর্ষে বিয়ে দিল
দ্বিজের নন্দন ।। গগন করিয়া দেশে নিজ বিবরণ ।। উজ্জয়িন নগরে দেখো পিতার নিবাস ।। জননীরে কহে কাবি হাড়িলো নিশ্বাস ।। ভাবিয়া বাহির হৈল গঙ্গানারায়ণে ।
আশ্বাস দেহ তাহার বিদেশে থাক মনে ।। জনক জননী স্থানে বিদায় হইয়ে ।। তবে তরি থা হইলো সেই উজ্জনে চলিয়ে ।। বিক্রম আদিত্যের সভা মধ্যে পাণ্ডিত্যঃ
রূপ দেখি রাজা রুষ্ট হৈল হর্ষিত ।। বাসিবারে আজ্ঞা রাজা দিলেন শীঘ্র করে ।। বহুগনে গনিয়ে কহিল নৃপবরে ।। শূন্য হৈতে অশ্ব বিপাড়িবেক সভারে ।। সিঙ্গ
বলে লোন স্থানেরে মহাশয়ে ।। বহুগন গনিয়ে না পারিলো কহিতে ।। এই রূপ তাই দিলো সিঙ্গ সভার মধ্যেতে ।। এই স্থানে পড়িবারে বোর খায়ে ।। পড়িবে অশ্ব
বিদুর প্রবেক বেলায় ।। দ্বিজ সিঙ্গ এইরূপ গনিয়ে কহিলো ।। অশ্ব বিপড়িয়ে সেই স্থানে বহিলো ।। দেখি ভূপ হৈয়ে রাজা ছিলো ইম্বর ।। মাস্তুর পর্ষর করে
দিলো অব ।। দেবের দর্শন তার কিঙ্কিণী শব ।। উজ্জয়িন নগর ছিলো এক সদাগর ।। নানা ধনে বানে সেই রাজ সভা পা ।। দানধর্ম্মে হায়া লীলা সর্ব অগারে সুহৃণ বিশ্ব

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

ধনদৌলত সদাগর ।। বাসস্থানে নির্মাণ হবে লোহার ঘর ।। আসিয়ে মিস্ত্রি বাস্তু গণি নানা মতে ।। স্থাপনে সুখ পাত মাহেন্দ্রক্ষণেতে ।। কাষ্ঠ কেবল কেন
সুস্তম্ভ প্রস্তর দেয়াল ।। চামরিকা দ্বার লোহার প্রবাল বুনা ।। চন্দন কাষ্ঠে তেগুর করিলো নির্ম্মিত ।। মাটিতে বিবিধ মণিক্য লেন জড়িত ।। প্রবাল
সুমতপতাকা শোভে মনহর ।। বহুধন ব্যয়েতে নির্ম্মাণ সেই ঘর ।। ঘরদোর সজ্জা কার হইলো বিস্ময় ।। এবার নিমন্ত্রণে কি হইল চন্দ্রানয় ।। *
সেই ঘরে শয়ন করিলো সদাগর ।। প্রজ্বলিত রত্নদীপ অতি শোভাকর ।। দ্বিতীয় প্রহর গত হইলো রজনী ।। অকস্মাৎ ডাকে ঘর শূন্য বুদ্ধিবাণী ।।
৭৭ পাড়িথাকি পাড়িথা ।। নিবানে তিনবার ।। সাবধান হবে সদাগরের কুমার ।। শুনি চমৎকার সাধু উঠিল সত্বর ।। পলাইয়ে গেল দূরে ত্যাগ কি ৭৭
বিস্মর ।। বহুধন ব্যয়ে তেসে ঘর হয় ছিনো ।। শয়ন করি তেমহা ভয়ে পাইলো ।। নিরন্তর সদা গরে ভাবে মনে মনে ।। চিন্তায় সরিরে অক্ষয় হয়
দিনে দিনে ।। দুর্ব্বল হইলো দেহ ক্ষীন হইলো মতি ।। সদাগরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলো নরপতি ।। কি রোগ হইলো তোর কেনো ক্ষীন দেহ ।। এতদিন কি
কারণে মোরে না কহ ।। ধন্বন্তরি আদি আছে চিকিৎ সকগণ ।। চিকিৎসা না করা হলে কিসের কারণ ।। সদাগর বলে মোর দেহে পীড়া নয় ।।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মং:ন পিড়া আমার হয়েছে মহাসুখ ॥ মং:ন পিড়া শুনি পুন জিজ্ঞাসে রাজন ॥ সদাগর বহিহিলো সঙ্গ বিবরন ॥ বহুধন রত্নবয় হৈল মোর ঘরে ॥ পুড়ি কেউত্ত
ঘর আমার উপরে ॥ মেইসাধু ব্রাহ্মনে বন হৈনু থাঙ্গানে ॥ এই চিন্তানলে মোর বুক হৈল হান ॥ রজাবলে জত ধন কয় হৈল মারে ॥ আমি তাহা চিব সেইসব কেহ লোকে ॥
তুষ্ট হয়ে সদাগর ঘুরতাঁ শোধিয়ে ॥ যতধন কয় তাহা নিলেক বুঝিয়ে ॥ বৃত্রাহ হইলো তারে বিক্রম ঈশ্বর ॥ মিহির বের রাজা রাজা দেই সেইসবে ॥ [illegible] ॥
মিহির শুনিবের বাসা হৈল সেইসবে ॥ সুন্দর সত্য ক্ষিব রাজা দিলেন মিহিরে ॥ মিহির হইলো সেই পানসৈ সযন ॥ [illegible] কেমোকৈল দেবের ঘটন ॥
তখন হয়েছে রাত্রি দ্বিতিয় প্রহর ॥ পড়িব পাড়িব বলি ডাকে সেইসব ॥ বিস্ময় মিহির আচার্য্য কৈলেন অনুমান ॥ যেছিলো সদাগর কি পুনঃ হেথান ॥ কিপ
উক চাহে সব নাজানি কারন ॥ দেখিলো জোতির্যে পনি পড়িবেক ধন ॥ মিহির হইলো মোর পানসঙ্গী হাড়িয়ে ॥ পড়ে আপন স্থানে সকল জুড়িয়ে ॥ শুনি নানা [illegible]
রত্নরাশি করে সেইসব ॥ প্রবাল মুক্তা আদি মানিক বিস্তর ॥ এপার অনেক রত্ন সংখ্যা নাহি হয় ॥ হেন পানসঙ্গী হাড়ি পড়ে সব ময় ॥ গৃহবতি বলি হৈল একন [illegible]
উদয় ॥ মিহির প্রভাতে আসি নৃপতিরে কয় ॥ আজ্ঞা দিল নরপতি জত অনুচরে ॥ সহিতে পুরিয়া রত্ন আনো মোর ঘরে ॥ শুনি সদাগর মোহি পাইলো [illegible]
পার ॥ কি করিব বলিয়ে [illegible] ॥ লোক মুখে শুনি রাজা তার কথা নাই গো ॥ জিজ্ঞাসিতে সদাগর [illegible] নাকিলো ॥ শুন মহারাজ মোরে [illegible]

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

৭৮ তাগে হইতে রাবানুহাত্তে ব্রহ্মানিধি। যোগ্য নহি সেআবের সহদবু নিবার। জানিলে সহস্রধন হইলো আমার। এবদুঃম দোষ রাজা মনেত ভাবিয়ে। বলাসহ গুরুতরে
দিলেন ফিরিয়ে। ঘরেইতে পুন ধন দিলেন ফেলাইরে। অতঃপর প্রবীণো ফিরিলো নৃপবরে। তুষ্ট হৈল সদাগর পায়ে ধরবরে। শুন মোর নৃপতি সাহস
এমন। ইহারাদি সারোহ রাজার সিংহাসনে। নাপারিবো বলিভোজ ফিরিলো সেদিন। বিক্রমাদিত্য গুন বিখ্যাত সংসারে। বাণিয়ে পুত্তলি
মাগিলেণা শুনাইরে। ৩১। এক ত্রিংশৎ পুত্তলিকা কথা সমস্ত। ॥ ॥ ॥ অথ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা কথা। ॥ ॥ ॥ ত্রিপদছন্দ ॥
নিত্য নিত্য ভোজরাজা নবে পাত্রগনে। রাজবারে উদ্যত বত্রিশ সিংহাসনে। একদিন শুভক্ষনে যান রাজবারে। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা কহে নৃপতিরে। নৃপা
ত কিসমা হিত্য রাজার আসনে। রাজবারে ইচ্ছা আমিকুব কোন গুনে। বামন যমার্য চন্দ্র ধরিবারে চায়। তেমত তোমার চেষ্টা দেখি ভোজরায়। মহামূর্ত্তিমান ৭৮
রাজা রূপ রাজন। যাহার সাহসে তর পায় দেবগন। শুনি এই কথা কহে ভোজ নৃপমনি। কহ দোষ তোমার রাজার গুন শুনি। পুত্তলি কহেন ভোজ কুরুত্তর
ধান: ভাই শুন রাজার সাহস উপাখ্যান। এই সিংহাসনে রাজত্ব করে চিরদিন। রাজার দ্বারেতে সুমন্তু মহিমান। রাজার সহরে যত থাইসে
মহাজন। ক্রয়বিক্রয় করেন বস্ত্র প্রবাল কাঞ্চন। তুষ্ট এক রেচয়ে সামান্য লোকজন। আরকী হইলে মূল্য দিবে যে প্রকৃত। সর্ব্বদেরে নৃপতি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

কিনেন মুক্তা দিয়ে ।। আইসে বানিজ্যে সবে এহি আশা নিয়ে ।। বহুদূর হৈতে এক আইসে সদাগর ।। ধরাণ মানিক মুনি মুক্তা মনোহর ।। বহুমূল্য দ্রব্য তার কেহ না লইলো ৷
শুনি রাজা মুক্তা দিয়ে সকলো কিনিলো ।। আনন্দে সে সদাগর গেলা নিজঘর ।। রাজার প্রশংসা কৈলো রাজার গোচর ।। সেদেশের রাজা আদি দেশের লোক যত ।।
এই মাত্র গুন সকলে বিখ্যাত ।। অশ্বধন্য হৈল্য সর্ব্ব লোক সবে রাজায় ।। তুরনত বিষয়ে নৃপতি গুন গায় ।। সেই দেশে ছিলো এক দারিদ্র ব্রাহ্মন ।। ধনহেতু করি
লোসে বহু আক্কিঞ্চন ।। চন্ডির আগে যেতে পারেণ ঘোর তর ।। সদয়া হইয়ে দেবি যাচিলেন বর ।। দ্বিজ বলে কর মোর ধারিদ্র ভঞ্জন ।। দেবি বলে কেমতা
রেনণাচে লিমন ।। দ্বিজ বলে তবে কি উপায় হবে দেবি ।। ধারিদ্র দুঃখ দূর করা শুধু জানেন তারে ।। এই তি আকৃত সেই লোহার নির্ম্মান ।। লোমতি এই প্রত
নাহি তাহার সমান ।। কহিলো দারিদ্রের ক্ষক তক্ষণ হবে ।। লক্ষেক মুদ্রায় যদি পারো বেচিবারে ।। ধারিদ্র হইবে বিরক্ত হবে নিরবান ।। একবানি ভোবা নি হইলো
এ অন্তর্দ্ধান ।। চিরকাল দারিদ্র দ্বিজের ঘরে ছিলো ।। এই কথা আদি তত্ত্ব ব্রাহ্মনে শুনিলো ।। দারিদ্র বেচিবো তেহ্য মনে বিচারিয়া ।। উজ্জলনগরে গেলো দ্রুত
লিলইয়া ।। রাজারে সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ থাক্কিয়া ।। হাসে লোক দারিদ্র কিনিবে কোনজন ।। সন্ধ্যা কালে আসি তথা নৃপতির দূত ।। মুল্য দিয়ে লইলো আসি কিন্তু
এক শত ব্রাহ্মন রাজার দূত কহিতে নাগিলো ।। দারিদ্র পুত্তলি মোর আবি কি হইলো ।। শুনি উপহাস করি তারে কবেরাজদূত ।। পুত্তলি সহিত নিলো

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

রাজার সাক্ষাতে ॥ রাজা বলে দ্বিজ তোমা হৈতে আপনে তুমি ॥ কিছু কথারি কি থাকে ছিনিনব থামী ॥ দারিদ্র্য পুত্তলি মোর হইলো ব্রাহ্মণ ॥ লক্ষ্মীতক্ষী
মুক্তপদ্ম শুন হে রাজন ॥ রাজা বলে লক্ষ্মী তক্ষী দিব কি কারণে ॥ তোমা বিনে হরিবে ব্রাহ্মণ কি হাবনে ॥ দ্বিজ বলে যাবত দারিদ্র্য না ছিলায় ॥ কোটিতক্ষী
৭৩ তিক্কারেণে দুঃখ নাহি যায় ॥ ব্রাহ্মণের বচনে নৃপতি ক্রুদ্ধ হৈল ॥ লক্ষ্মীতক্ষী দিয়া নিলো দোহার পুত্তলি ॥ লক্ষ্মী হৈয়া গেলে যথা গোপনে ব্রাহ্মণ ॥ রাজা ৭৩
প্রসংশা করে শুনে সর্ব্বজন ॥ হেথা সেই নরপতি পুত্তলি লইয়ে ॥ শয়ন ঘরের মধ্যে রাখে বসাইয়ে ॥ হেথা হৈতে সেই ঘর হৈতে একনারি ॥ বাহির হইয়া
যায় পরম সুন্দরি ॥ মুখ চন্দ্র হস্ত পাদ পদ্ম গন্ধ গায়ে ॥ রাজ্ঞণ চরণ যুগা মনোহর কায় ॥ আসে সেই জিনিয়া মুখের গঠন ॥ চন্দ্র হেরে লাজে জিনি
অতি বরণ ॥ দেখি যে রাজার মনে হইলো বিস্ময় ॥ প্রনাম হৈয়ে নৃপে কৃতাঞ্জলি হৈয়ে কয় ॥ কে তুমি সুন্দরি তোমা হৈতে যাই কথা ॥ দেবী বলে নৃপতি জিজ্ঞা-
সো তাহার কথা ॥ তব ঘরে ছিলু মহালক্ষ্মী মোর নাম ॥ দারিদ্র্য কিনিলে তুমি যাই অন্য ধাম ॥ এমন দারিদ্র্য যদি করিলেই ঘরে ॥ তুমি মহা রাজা নাহি ছাড়ি
তব পুর ॥ রাজা বলে কিনি যাহা ব্রাহ্মণের স্থানে ॥ নাহা ছাড়ি অন্তরেতে যাহা ইচ্ছা মনে ॥ ছাড়িয়া গেলেন লক্ষ্মী রাজার সাক্ষাতে ॥ কিছু কাল রাজা
নাহিলো তাতে ॥ তবে কতক্ষণে এক পুরুষ সুন্দর ॥ রাজদেহো হৈতে বাহির হইলো সত্বর ॥ দেখি যে প্রনাম করি রাজা তারে কয় মহাশয় তুমি কোথা যাই

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

1268

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry